৯ পৌষ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 25 December 2024 Wednesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 216



পাক ঘনিষ্ঠতায় কৌশলী ইউনুস

প্রধান উপদেষ্টার পদে বসেই পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন মুহাম্মদ ইউনুস। সম্প্রতি মিশরের কায়রোতে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করেন ইউনূস। সেখানে '৭১-এর গণহত্যার জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো দূরঅস্ত, গোটা বিষয়টিকে দৃশ্যত লঘু করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন ইউনূস। বিস্তারিত দশের পাতায়

कथाय कथाय

বাবাসাহেব ওদের ভরসা, ফ্যাশন নয়

আশিস ঘোষ



'বন আইন বদলে ওরা আমাদের হক ছিনিয়ে নিয়েছে। যা জমি পাওয়ার অফিসাররা কথা, **मिरफ्ट** ना। সংবিধান

আমাদের জঙ্গলের অধিকার দিয়েছে। এখন সরকার সেই কানুন বদলে দিয়েছে দু'বছর হল। এখন জঙ্গলের হকদারদের হটিয়ে জমিদখল করতে পারে বাইরের লোকেরা। উন্নয়নের জন্য সরকার এই বদল করেছে, বলছে ওরা। কেউ আমাদের কথা শুনছে না। ওরা পাতা দেয় না গ্রামসভাকে।' সভায় চিৎকার করে বলে ওঠে একজন। গোটা জমায়েত সায় দেয় ঘাড় নেড়ে।

গত দু'বছর ধরে আমার কয়েকজন বন্ধু-সহকর্মী ঝাড়খণ্ডের গ্রামে গ্রামে একটা অন্যরকম প্রচার চালাচ্ছেন। তা হল, সংবিধান নিয়ে অরাজনৈতিক সভা। জাগার যাত্রা অভিযান'। সেখানকার আদিবাসীদের মধ্যে গিয়ে সংবিধানে কী লেখা আছে তা বুঝিয়ে বলছেন তাঁরা। সংবিধানের প্রস্তাবনা ধরে ধরে বলা হচ্ছে, এ দেশের সংবিধানে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ ডিসেম্বর : একাধিক খুনে অভিযুক্ত 'সিরিয়াল কিলার' প্রণবের ভয়ে তটস্থ গোটা গ্রাম। কারও ওপর তার রাগ থেকে থাকলে সে এসে আবার আক্রমণ করে বসবে না তো? সেই ভয়ে গ্রামবাসীই পাড়ার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করেছেন। কোনও কোনও মহিলা আবার একা থাকতে ভয় পাচ্ছেন। এদিকে, খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। রহস্যের কিনারা করতে কলকাতা থেকে ফরেন্সিক টিম চেয়ে পাঠিয়েছে জেলা পুলিশ। ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) চন্দন দাসের কথায়, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।' পুলিশ জানতে পেরেছে অভিযক্ত পালিয়ে যাওয়ার সময় ত্ফানগঞ্জের একটি পাম্প থেকে মোটর বাইকে প্রচুর পেট্রোল ভরে

জোড়া খুনের ঘটনার রেশ থেকে এখনও বাসিন্দারা বেরিয়ে আসতে পারেননি। মঙ্গলবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল ডাওয়াগুড়ির বৈশ্যপাড়া প্রায় শুনসান। অভিযুক্ত প্রণবকুমার বৈশ্যের বাড়ির দিকে খুব প্রয়ৌজন ছাড়া কেউ যাচ্ছেন না। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে মাঝেমধ্যেই জটলা

আলোচনার বিষয় একই। জোড়া খুন। বাড়ির সামনের রাস্তায় দিনের বেলাতেও আলো জ্বলছে। অথচ সোমবার ঘটনার দিন আলোগুলি ছিল না। কারা আলোর বন্দোবস্ত করলং প্রতিবেশী মহিলা পম্পা ভৌমিক বললেন, 'আমাদের প্রতিটি মুহর্ত ভয়ের মধ্যে কাটছে। আগে যে ঘটনা টিভিতে, খবরের কাগজে দেখতাম, এখন সেই ঘটনা বাড়ির পাশে দেখলাম। বাডির বাচ্চারাও

সিরিয়াল কিলার

ভয়ে বের হতে চাইছে না। ভয়

দুর করতে রাস্তায় আলো বসানো

প্রণবকমারের বিরুদ্ধে তাঁর বাবাকে মেরে কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে শোকেসের ভেতরে ও পিসতুতো দাদাকে মেরে প্লাস্টিকে মুড়িয়ে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাগুলি প্রকাশ্যে আসার পর প্রণবের ওপর থেকে প্রতিবেশীদের সমস্ত ভরসাই উঠে গিয়েছে। 'ঘটনা শোনার পর দ'চোখের পাতা এক করতে পারছি না।মনে হচ্ছে কোনও রাগ থেকে যদি প্রণব আবার কাউকে আক্রমণ করে বসে!' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলছিলেন বছর আটান্নর পম্পা ভৌমিক।

প্রসেনজিৎ সাহা

২৪ ডিসেম্বর : বেআইনিভাবে বিল্ডিং প্ল্যান পাশের একটি জাল রসিদচক্র তৈরি হয়েছে দিনহাটা পুরসভায়। ওই চক্রটি জাল রসিদ দিয়ে বিল্ডিং প্ল্যান পাশের নামে বাসিন্দাদের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। এরকমই এক ঘটনা সামনে এনে এক বাসিন্দা পুরসভায় অভিযোগ করেছেন, তাঁকে[°] জাল রসিদ দিয়ে বিল্ডিং খ্ল্যান পাশ করানো হয়েছে। ওই বাসিন্দার অভিযোগকে সামনে রেখে মঙ্গলবার পুরসভার তরফে দিনহাটা থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। সোমবার ওই ঘটনা প্রথমবার সামনে আসে, আর তারপরই পুরসভায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। খোদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ পুরসভায় যান। বিষয়টি নিয়ে প্রসভার চেয়ার্ম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথাও বলেন। এরপরে এদিন পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে জাল রসিদ দিয়ে প্ল্যান পাশের নামের টাকা তোলা হচ্ছে? আর সেই ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান কিছুই জানতে পারলেন না! এর আগেও যে এভাবে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। তাই সেগুলি কতটা বৈধ তা যাচাইয়ের দাবি উঠছে এবার। দিনহাটা পুরসভার

চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীকে

একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি

সাড়া দেননি। তবে ভাইস চেয়ারম্যান

সাবির সাহাচৌধুরী বলেন, 'এক

বাসিন্দার অভিযোগ আসে। সেখানে

দেখা যায় জাল রসিদের মাধ্যমে

টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই 'আমাদের কাছে সোমবার সুজয় সাহা ঘটনায় একজন পুরসভার কর্মীর নামের ২ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা নামে ওই ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ করেন তাঁকে জাল রসিদ প্রাথমিক অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দিয়ে বিল্ডিং প্ল্যান পাশের নামে মোটা কর্মীকে এদিন শোকজ করা হয়েছে। টাকা নেওয়া হয়েছে। আমরা সমস্ত পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সরিয়ে কাগজপত্র খতিয়ে দেখেই বিষয়টির সত্যতা বুঝে মঙ্গলবার দিনহাটা থানায় দেওয়া ক্রয়েচে।

পুরসভা সূত্রে খবর্, অনিয়মটি এই প্রথমবার জানা গিয়েছে ২২

যদিও এই ঘটনায় পুরসভার ডিসেম্বর। বিষয়টি প্রথম নজরে কর্মী জড়িত থাকার বিষয়টি নিয়ে তিনি কিছু বলতে চাননি। এই ঘটনায় প্রসভার একাধিক কর্মীর পাশাপাশি দিনহাট

বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করতে গেলে ভরসা দিনহাটা পুরসভার দালালচক্র

আসে ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার চঞ্চল সাহার চোখে। চঞ্চলের কথায়, 'সুজয় সাহা নামে এক বাসিন্দা ২০২১-এর একটি বিল্ডিং প্ল্যান এক্সটেনশনের ব্যাপারে আমার কাছে নথি দেখাতে এলে তাঁর জমা দেওয়া রসিদে অসংগতি খুঁজে পাই। আমি ওই ব্যক্তিকে পুরসভায় যেতে বলি। পুরসভায় গিয়ে ওই ব্যক্তি নিশ্চিত হন তাঁকে জাল রসিদ দিয়ে পুরসভার এক কর্মচারী বিল্ডিং প্ল্যান পাশের নামে ৬৫ হাজার ২৩০ টাকা হাতিয়ে

এগজিকিউটিভ পুরসভার অফিসার অলোককুমার সেন বলেন,

কাউন্সিলারদেরও একাংশ জডিত থাকার অভিযোগ উঠে আসছে। যদিও এদিন এবিষয়ে অভিযোগকারী সুজয় সাহা ফোনে অভিযোগের বিষয়টি মেনে নেন। তবে নির্দিষ্ট কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তা বলতে চাননি।

একটি অভিযোগ দায়ের করেছি।'

দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদকের কথায়, পুরসভার তরফে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে কাউন্সিলারদের একাংশ চাইছেন, এই ঘটনায় পুরসভার যে সকল কর্মী জড়িত তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।



উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে পড়ে রয়েছে সেই বাইবেল। কোচবিহারে।

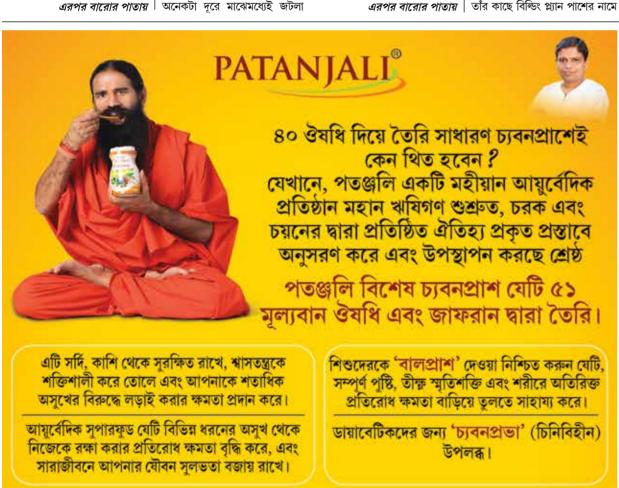
শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ ডিসেম্বর : বইমেলা চলছে। আরেকদিকে বডদিন হাজির। দই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কোচবিহারে বাইবেল প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ইতিহাসবিদদের কথায়, ১৮২৭ সালে প্ৰকাশিত এই বই গোটা বিশ্বে মাত্র তিনটি রয়েছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে। রাজ আমলেও কোচবিহার মূলত হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা ছিল। তবু মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের হাত ধরে এই বাইবেল রাজপরিবারের তা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রাখা হয়। বহু মানুষের কাছেই দুষ্পাপ্য এই বাইবেলের কথা অজানা। অন্তত বড়দিনের সময় বাইবেলটি চার্চে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হোক, এরকমটাই চাইছেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা।

পেন্দ্রনারায়ণ শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাঁর আমলে একদিকে যেমন কোচবিহারে একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তেমনই করেছি।

তিনি দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থ কোচবিহারে নিয়ে এসেছিলেন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, মহারাজা নুপেন্দ্রনারায়ণ 'রোজারিও' নামে একটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে লন্ডন থেকে মূল্যবান কিছু সামগ্রী আনেন। সেখানেই ছিল একটি এই দুষ্প্রাপ্য বাইবেল (ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট একত্রে)। লন্ডন থেকে বড় কাঠের বাক্সতে করে সেই বই একটি স্থান প্রেয়েছে কোচবিহারের জাহাজে চাপিয়ে প্রথমে খিদিরপুরে আনা হয়। সেখান থেকে বিমানে চেপে কোচবিহার বিমানবন্দরে সেই বই আসে।

ওই বাইবেলের মতো প্রায় ১৬ লাইব্রেরিতে জায়গা পায়। পরবর্তীতে হাজার প্রাচীন বই ও পঁথি রয়েছে। যার মধ্যে কিছু কিছু দুইশো থেকে চারশো বছরের পুরোনো। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ২২৪টি রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের থাকায় সেগুলি নষ্ট হতে অভাব বসেছে। সরকারি উদ্যোগে সেগুলি ভালোভাবে সংরক্ষণ করার দাবি উঠেছে। কলেজ পড়য়া সায়ন্তন চক্রবর্তীর কথায়, 'আমি অনেকদিন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে পড়াশোনা

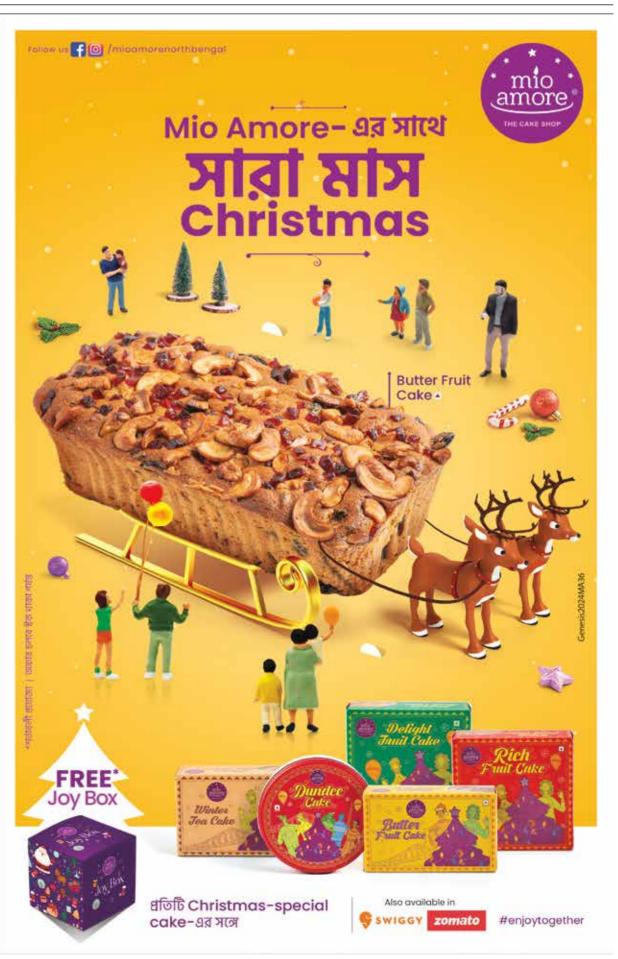




বিশ্বের স্বনামধন্য গবেষণা সংক্রান্ত জার্নাল 'ফ্রন্টিয়ার্স ইন ফার্মাকোলজি' একটি গবেষণাপত্র প্রথমবার প্রকাশ করেছে শুধুমাত্র পতঞ্জলি চ্যবনপ্রাশের উপর। যেখানে গবেষণা পত্রটিতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, পতঞ্জলি বিশেষ চ্যবনপ্রাশ সর্বশ্রেষ্ঠ চ্যবনপ্রাশ যেটি ইনফ্লেমেশনকে কমিয়ে তোলে এবং শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে।

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8633414/

Shop Online- www.patanjaliayurved.net | Customer Care Number - 18001804108 অনলাইনে 'অর্ডার মি আাপ' থেকে পতঞ্জলি প্রোডাক্টসগুলি অর্ডার করুন।





তৎক্ষণাৎ লোন = সারাজীবনের ঝামেলা?

কোনোরকম নথিপত্রবিহীন লোন অথবা জমাপ্রাপ্ত চেক ভারী মাত্রায় আপনার অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম।







আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি সুরক্ষিত রাখুন

সোনা ও রুপোর দর

9600

92900

পাকা সোনার বাট

পাকা খচরো সোনা

হলমার্ক সোনার গয়না

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

(৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

রুপোর বাট (প্রতি কেজি)

খচরো রুপো (প্রতি কেজি)

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স

অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ঠিকা চুক্তির জন্যে আরএফপি

ই-টেণ্ডার নোটিস নং, সিওএন/২০২৪/

ভিসেম্বর/০১ তারিখঃ ১৯-১২-২০২৪

নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং

খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে

ই-টেভার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেভার

আমন্ত্রণ করা হয়েছে: টেগুার নং. সিই/

সিওএন/এলটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৫।

কাজের নামঃ উভর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

লামডিং- তিনসুকিয়া জংশন-ডিব্রুগড় ছৈত

রেলগথ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত

ইঞ্জিনিয়ারিং, সংগ্রহ এবং নির্মাণ (ইপিসি)

ণদ্ধতির আধারে অসম রাজ্যে বৈদ্যতিকরণ

এবং সিগন্যালিং কার্য সহিত ধনশিরি থেকে

(সহিত) (২৪১,০০০ কিলোমিটার) নাওজান

ষ্টেশনের (ছাড়া) (২৮৫.৮৬০ কিলোমিটার)

এর মধ্যে (ডিমাপুর য়ার্ড ছাড়া ২৫৯.০৬২

থেকে ২৬০.৭৮২ কিলোমিটার পর্যন্ত

১.৭২ কিলোমিটার) (মোট দৈর্ঘ্য = ৪৩,১৪০

কিলোমিটার) ট্র্যাকের দ্বৈতকরণের জন্যে

ইঞ্জিনিয়ারিং, সংগ্রহ এবং নির্মাণের (ইপিসি)

ঠিকা চুক্তির জন্যে আরএফপি। **টেগুার রাশিঃ**

৬১৬,৫৩,০৩,৪৯৪,১০/- টাকা। বায়না

রাশিঃ ২,০০,০০,০০০/- টাকা। টেগুার বন্ধ

হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০১-২০২৫

তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ

২৮-০১-২০২৫ তারিখে ১৫.৩০ ঘণ্টায়।

উপরোক্ত ই-টেভারের টেগুর প্রপত্র সহিত

শিশাৰ তথ্য www.ireps.gov.in

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মখ্য অভিযন্তা/সিওএন/১

ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

Jaigaon Development Authority

(A statutory Organization of Govt. of West Bengal under UD & MA Deptt.)

Abridged Tender Notice

In Ref. to the NieT No. 01/1/GS/JDA/Est/2024-25 of

JDA, e-tenders (online) are invited from the eligible

resourceful & bonafide bidders in connection with 9 nos

different development schemes of JDA. The last date of

submission of bids is 16-01-2025 at 11 A.M. For further

details. please contact JDA office, Jaigaon during office

Sd/-

ADM, Alipurduar & Executive Officer, JDA

সেতৃর কাজ

ই-টেগুর নোটিস নং, ভিসিবিএল/১৬/২০২৪/এমএলজি তারিখঃ ২০-১২-২০২৪

নিপ্রলিখিত কাজের হেতু নিপ্রস্বাক্তরকারী ই-টেশুার আহান করছে: ক্র**মিক সংখ্যা. ১**।

টেগুার সংখ্যা. ডিসিবিএল৩৪২০২৪এমএলজি। কাজের নামঃ এসএসই/বিআর/নিউ

জলপাইগুড়ির অধীনে ক্ষয়প্রাপ্ত রিভেটের প্রতিস্থাপন, ক্ষয়প্রাপ্ত মেম্বার সহিত ১৭ টি

সৈতুর মজবুতকরণ। **আনুমাণিক টেগুার রাশিঃ** ৪,১৪,৪৫,২৩৮,৩৭/- টাকা। ডাক

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেগুর সংখ্যা. ডিসিবিএলত৬২০২৪এমএলজি। কাজের নামঃ

ক্ষয়প্রাপ্ত মেম্বার সহিত ১৭ টি সেতর মজবতকরণ এবং যোগীঘোপা-পঞ্চরত ষ্টেশনের

মধ্যে সেতু নং, ৩৫৫ (২×৩০.৫ + ১×৯০ + ১৭ × ১২২ মিটার) এর এক্স- গার্ডারের

ওপরে কাভার প্লাটের যোগান এবং ফিক্সিং, ক্ষয়প্রাপ্ত রিভেটের প্রতিস্থাপন। **আনুমাণিক**

টেগুর রাশিঃ ৬,২৯,৭১,৯৬০.০৬/- টাকা। ডাক সূরক্ষা জমাঃ ৪,৬৪,৯০০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেশুর সংখ্যা. ডিসিবিএল৩৭২০২৪এমএলজি। কাজের নামঃ

এসএসই/বিআর/নিউ জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি জংশনের অধীনে সেতুর মেটালাইজিং।

আনুমাণিক টেণ্ডার রাশিঃ ৯,৫২,৫৩,৭০৮.৫০/- টাকা। ভাক সুরক্ষা জমাঃ ৬,২৬,৩০০/

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেগুর সংখ্যা. ডিসিবিএল৩৮২০২৪এমএলজি। কাজের নামঃ

এসএসই/বিআর/পাণ্ড এবং রঙ্গাপারা নর্থের অধীনে ৪৭ টি সেত এবং সেতুসমূহের

আনুষঙ্গিক এলাকায় মেটালাইজিং। **আনুমাণিক টেগুার রাশিঃ** ১৪,৭৮,২২,৯১৮/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা, ৫। টেগুার সংখ্যা, ডিসিবিএল৪০২০২৪এমএলজ্ঞি। কাজের নামঃ ২৫টি

লোডিং-২০০৮ ঝালার্ড পিএসসি খ্লাবের আরডিএসও মানদণ্ড সহিত পিয়ার এবং

এবিউটমানেটর শক্তি নির্ধারণ। **আনুমাণিক টেগুার রাশিঃ** ৫,১৪,৭৩,৫১৫,৬০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা, ৬। টেগুার সংখ্যা, ডিসিবিএল৪১২০২৪এমএলজি। কাজের নামঃ

উপ.সিই/বিআর-লাইন/মালিগাওঁর অধীনে উঃ পৃঃ সীমাস্ত রেলওয়ের চিহ্নিত সেতুসমূহে

hrs and visit www.wbtenders.gov.in

সরকা জমাঃ ৩,৫৭,২০০/- টাকা।

ভাক সরকা জমাঃ ৮.৮৯,১০০/- টাকা।

ভাক সুরক্ষা জমাঃ ৪,০৭,৪০০/- টাকা।

নিয়ারিং, সংগ্রহ এবং নির্মাৎে





চিন্তা বন্ধ করুন, সত্ত্বর ব্যবস্তা

www.cybercrime.gov.in অথবা কল করুন ১৯৩০তে





কুনকি নিয়ে নজর বনকর্মীদের

গ্রামে দুই একশ

ময়নাগুড়ি, ২৪ ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে তো বটেই পাশাপাশি দিনের আলোতেও জঙ্গল ছেডে লোকালয়ে চলে আসছে গরুমারার গন্ডার। মঙ্গলবার রামশাই নৌকাঘাটের পাশাপাশি যাদবপুর চা বাগানের ২ নম্বর সেকশনের বাঁধের পাশে দুটো গন্ডার চলে আসে। গরুমারা জঙ্গল থেকে গন্ডারের বাইরে চলে আসায় মানষের সঙ্গে সংঘাতের আশঙ্কা বাড়ছে। সেই সঙ্গে গভারের নিরাপতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বন দপ্তরের দাবি গভারের গতিবিধির ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। মানষ সচেতন না হলে সমস্যা মিটবে না।

দিনকয়েক আগেও নৌকাঘাট সংলগ্ন এলাকায় গভারের হামলায় একজন গুরুতর আহত হন।

ওই এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ বাযেব অভিযোগ, 'লোকালয়ে এভাবে গভার চলে এলেও তাদের ওপর নজরদারিতে বন দপ্তর গুরুত্ব দিচ্ছে না।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, গরুমারায় ছোট-বড় মিলে মোট গভারের সংখ্যা প্রায় ৬০। গরুমারায় নির্দিষ্ট পরিমাণ তৃণভূমির তুলনায় গভারের সংখ্যা অনেক বেশি। সেই কারণেই মাঝেমধ্যেই গন্ডারগুলি জঙ্গল ছেডে বেরিয়ে আসছে। গরুমারা জঙ্গলের নির্দিষ্ট সীমানা পেরিয়েও বেশ কয়েকটি গন্ডার জলপাইগুড়ি বন বিভাগের অধীনে থাকা নাথয়ার

স্বাগতালক্ষ্মী দাসগুপ্তের কণ্ঠে

গান শুনুন গুডমর্নিং আকাশ

মালা বদল বড়দিনের বড়

ধামাকা রাত ৯.৩০ জি বাংলা

১০.০০ মায়ের বন্ধন, দুপুর ১.০০

বড বউ, বিকেল ৪.০০ পরাণ যায়

জ্বলিয়া রে, সন্ধে ৭.৩০ বিধিলিপি,

জলসা মৃভিজ : দুপুর ১.৩০ সকাল

সন্ধ্যা, বিকেল ৪.৪০ দাদা, সন্ধে

৭.৩০ শুধু তোমার জন্য, রাত

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০

সুন্দর বউ, ২.৩৫ হাঁদা অ্যান্ড

ভোঁদা, সন্ধে ৫.০৫ প্রতিদান, রাত

৯.৩০ কিডন্যাপ, ১২.১০ অন্তর্ধান

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রেম

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বারুদ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫

জি সিনেমা : বেলা ১১.২৫

কাকুড়া, দুপুর ১.৪৩ জওয়ান,

বিকেল ৫.১৫ ড্রিম গার্ল, সন্ধে

৭.৫৫ কিসকো থা পতা, রাত

আন্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৪

ফাটা পোস্টার নিকলা হিরো, দুপুর

১.88 কৃশ-খ্রি, বিকেল ৪.৪৬

এন্টারটেইনমেন্ট, সন্ধে ৭.৩০

ধমাল, রাত ১০.০৯ অপারেশন

সোনি ম্যাক্স টু: বেলা ১১.৫৬ মেরি

বিবি কা জবাব নেহি, দুপুর ২.২৬

পুরানি হভেলি, বিকেল ৪.৫৭ মুন্নাভাই এমবিবিএস, সন্ধে ৭.৫৪

ক্ষত্রিয়, রাত ১১.২৬ চাচা ভতিজা

১০.৫৫ বিজনেসম্যান-টু

১০.২৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা

গলার্স বাংলা সিনেমা :

রাত ১০.৩০ রণক্ষেত্র

সিনেমা

জোয়ারে

দালাল

জাভা

সংলগ্ন এলাকাতেও চলে আসছে। রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারঘাট বর্মনপাড়া বারোহাতি এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই গভারের দেখা পাওয়া

বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন. গন্ডারকে এক জায়গায় আটকে রাখা গন্ডারগুলো লোকালয়ে আশ্রয় নিচ্ছে সেগুলো যেখানে



রামশাইতে গভারের দেখা।

মানুষের যাতায়াতের জায়গা নয় এলাকাবাসী সেই সব জায়গায় চলে যাচ্ছেন। যার জেরেই গন্ডার হামলা করছে মানুষ আরও সাবধান হলেই এমন দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে।

লাটাগুডি গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অনিবর্ণি মজমদারের বক্তব্য, যেভাবে লোকালয়ে গভার ঘরে বেডাচ্ছে তা গভার ও মানুষ উভয়য়ের জন্যই সংকটের। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডল জানিয়েছেন, বনকর্মীবা বামশাই এলাকাতে লাগাতার নজরদারি চালাচ্ছেন পাশাপাশি গন্ডারের নিরাপত্তায় কুনকি মিতালিকেও সঙ্গে রাখা হয়েছে।

সেন্ট পল'স স্পেশাল চিকেন

রান্না শিখুন <mark>রাঁধুনি</mark> অনুষ্ঠানে।

দুপুর ১.৩০

কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে

রাত ৮টা **সান বাংলা**

পরাণ যায় জ্বলিয়া রে

বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

কিসকো থা পতা

সন্ধে ৭.৫৫ জি সিনেমা

রু বিটল রাত ৮.৪৫ সোনি পিক্স

মৃভিজ নাও: সকাল ১০.৩০ দ্য

আডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, দুপুর

১.৪৫ স্পাইডারম্যান-অ্যাক্রস দ্য

স্পাইডারভার্স, বিকেল ৪.০০

রকি-ফাইভ, ৫.৪৫ রিও, সন্ধে

৭.১৫ দ্য পিঙ্ক প্যাস্থার, রাত

৮.৪৫ স্কাইফল, ১১.০৫ দ্য নিউ

শ্রীলঙ্কা-লেপার্ডস

অফ ইয়ালা

দুপুর ১২.৪২

আনিমাল

প্ল্যানেট

মিউট্যান্টস

আজ টিভিতে

অনষ্ঠান দটি আকাশ আটে

বড়দ্দিনে চ্যানেলজুড়ে নানা অনুষ্ঠান

গভার গণনা মা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

गामातिशाँ, २८ **डि**एमञ्जत : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে শেষবার গন্ডার শুমারি হয়েছিল ২০২২ সালে। তিন বছর পর ২০২৫ সালে ফের গন্ডার শুমারি হবে। মঙ্গলবার প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই খবর জানান জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন[্]কাশোয়ান। নিখঁত এবং নির্ভুল গণনার জন্য এবারেও বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি সর্নাসরি ঘুরে গন্ডার গণনা করা হবে।

এব আগে ১০১১ সালে গলাব শুমারি হয়েছিল ২৫ ও ২৬ মার্চ। তিন বছর পর সামনের বছর ৫ ও ৬ মার্চ আবার গন্ডার গণনা হবে। দর্গম এলাকায় কুনকি হাতির পিঠে চড়ে গণনার কাজ হবে বলে জানালেন বনাধিকারিক। গত শুমারিতে জলদাপাডায় গন্ডারের সংখ্যা ছিল ২৯২। যা ২০১৯ সালের গণনার হিসেব থেকে ১৮.৩৪ শতাংশ বেশি

ছিল। এবারেও গন্ডারের সংখ্যা বেডে প্রায় সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি হতে পারে বলে বনকর্মীদের একাংশ মনে করছেন।

জলদাপাড়ায় শুমারি

২০২২ সালের পর সামনের বছর ৫ ও ৬ মার্চ জলদাপাড়ায় গন্ডার শুমারি

 গত শুমারিতে জলদাপাড়ায় গভারের সংখ্যা ছিল ২৯২

১৮.৩৪ শতাংশ বেশি এবারে গন্ডারের সংখ্যা বেড়ে সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি হতে পারে

■ যা ২০১৯ সালের থেকে

বিভাগীয় বনাধিকারিক জানান, এবারের গণনার কাজে বনকর্মীদের পরিবেশপ্রেমী সংগঠন, গবেষক এবং স্থানীয় মানুষ মিলে অংশগ্রহণকারী দুশোরও বেশি। দু'বার গণনা করা

তবে জলদাপাড়ায় মাদি এবং মদা গভারের আনুপাতিক হার বনকতাদের চিন্তার বিষয়। যেখানে তিনটি মাদি গন্ডার পিছ একটি মদা গভার থাকার কথা। সেখানে একটি মাদি গন্ডার পিছু একটি মর্দা গন্ডার রয়েছে। বনকতাঁদের ধারণা, এবারে হয়তো এই আনুপাতিক হার বাড়বে।

অন্যদিকে, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে তৃণভোজী প্রাণীদের আরও একটি সমস্যা হল খাদ্যভাণ্ডার। গোটা বনভূমির মাত্র ৪০ শতাংশ রয়েছে [`]ঘাসের প্ল্যান্টেশন। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে না পারলে খব তাড়াতাড়ি তুণভোজী বন্যপ্রাণীদের খাদ্যসংকট তীব্র আকার ধারণ করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বস্তীর্ণ নতুন এলাকা এবং সমীপবৰ্তী পথের হেতৃ প্রস্তাব

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি ৬০ অফ ২০২৪ তারিখঃ ২০-১২-২০২৪। নিয়লিপিত কাজের জন্যে নিম্বস্বাক্ষরকারীর হারা ই-টেগুরে আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্রিপ্ত বিবরণঃ মরকংসেলেকেঃ- বিদামান সমীপবতী পথ এবং বিস্তীর্ণ নতুন এলাকার জ্রায়ন এবং বালাষ্ট সাইভিডের জন্যে বিস্তীর্ণ নতুন এলাকা এবং সমীপবর্তী পথের হেতু প্রস্তাব। টেশুরে রাশিঃ ৪,০২,৭২,৯৪০/-টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৫১,৪০০/- টাকা। টেশুর বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেগুরের টেগুর প্র-পত্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ১৩-০১-২০২৫ তারিদের ১৫.০০ ঘটা পর্যন্ত www. ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকরে।

ডিআরএম (ডরিউ), তিনস্কিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কর্মখালি

Require Siliguri Local Male (X pass) for Office work. Age (25-37). M: 8637372499. (C/113978)

Teachers Wanted

Maulana Azad Intl. Katihar, Bihar needs Hindi & Science teathers for 5 to 10 classes. Send cv to: mais dalkhola@gmail.com, 7001741552, Visit: www.

বিক্ৰয়

maischool.in (C/113979)

মালবাজার দক্ষিণ কলোনি দলাল সেনগুপ্ত সরণিতে, হুনুমান মন্দিরের নিকট দোতলা বাড়ি সহ ১.৭৫ কাঠা জমি বিক্রয় আছে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। Contact No: 9733 132155/9064538661/7001 964971. (C/114250)

কোচবিহার কলেরপাড়-এর নিকট হাইরোডের পাশে 25 কাঠা জমি বিক্রয় **হইবে। M** : 8170004641 (C/113136)

<u>বিজ্ঞপ্তি</u>

আমার মক্কেল ময়নাগুড়ি পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত দক্ষিণ মউয়ামারী মৌজার হাল (এল.আর.) ৩১৪ নং খতিয়ানে রেকর্ডভুক্ত আর.এস.১২১৯ ও এল.আর.২১০১ নং দাগের অন্তর্গত ২ শতক জমি খরিদ করিতে ইচ্ছক। ওই জমির বর্তমান মালিক মত দিলীগ কুমার সরকার, পিতা-স্বর্গীয় বিনয় কুমার সরকার, ঠিকানা-দেবীনগর, ওয়ার্ড নং-১০, থানা-ময়নাগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি এর বৈধ ওয়ারিশগণের নিকট হইতে যদি কারও উপরোক্ত বিক্রয়ের উপর কোনও আপত্তি, দাবি আগ্রহ বা বিবোধ থাকে তবে এই প্রকাশনাব ১৪ দিনের মধ্যে উচিত প্রমাণ ও কগজাদী সহ নিম্নে স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আনন্দ দে আইনজীবী, গোবিন্দনগর, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, চলভাষ-৯৯৩২২৭১৮৭

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA Pundibari, Cooch Behar Notice Inviting Tender (NIT)

Online tenders are being invited from reputed agencies supplying (a) Equipment (b) IT Materials (c) Farm Implements (d) Fire Extinguisher & Furniture and Offline EOI (f) Services for Development of Documentary Film. For details please visit www.wbtenders gov.in & www.ubkv.ac.in

Sd/-Registrar (Actg.)

BANARHAT KARTIK ORAON HINDI GOVERNMENT COLLEGE. BANARHAT **TENDER NOTICE** Notice Inviting Tender No- 1 of 2024-25

Office of the principal, Banarhat Kartik Oraon Hindi Government College, Banarhat, Jalpaiguri sealed quotations for various works. For detailed notice please visit our website- https:// bkohindigovernmentcollege. ac.in/announcements/

Sd/- Officer-in-Charge B.K.O. Hindi Govt. College Banarhat, Jalpaiguri

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, বয়স 30-45 পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক সহ অতি সত্তর যোগাযোগ করুন। (M) 9679967639. (C/114252)

আফিডেভিট

আমি অমিরচান প্রসাদ, পিতা Late Deosharan Prasad, মালবাজার, তারিখে গত 26/09/23 জলপাইগুড়ি E.M. মালবাজার থেকে অ্যাফিডেভিট দারা Amirchan Prasad এবং Amirchand Prasad এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেব পরিচিত হলাম। (C/113362)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স WB64/37299 নাম থাকায় গত 21-12-24 নোটারি পাবলিক. সদর, কোচবিহারে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Samit Saha এবং Samit Kr. Saha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কলাবাগান, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/113135)

I am Ratan Das, S/o Dulal Das, R/o Vill: Dakshin Nararthali, Kamakhyaguri, Kumargram, Dist: Alipurduar. My father's name is wrongly recorded as Dulal Kanti Das in place of Dulal Das in my passport (No M5853523). Now by affidavit at Alipurduar E.M. court on 24.12.2024, my father's name has been rectified from Dulal Kanti Das to Dulal Das. Ratan Das, S/o Dulal Das & Ratan Das, S/o Dulal Kanti Das is one and same identical person. (C/113730)

I, Mukta Kujur, D/o Bishram Kujur. My name was wrongly recorded as Kranti Uraon in place of Mukta Kujur in my Aadhar Card. Now by affidavit at Notary Public Alipurduar on 23.10.2024, my name has been rectified from Kranti Uraon to Mukta Kujur. (C/113729)

Tender Notice e-NIT No: 03\WBSRDA\DD\2024-25 (2nd Call)

of the Executive Engineer, WBSRDA,
Dakshin Dinajpur Division
Vide Memo No.: 1428/WBSRDA/DD, Dated: 24.12.202

(E-Procurement)

Details of e-NIT No: 03\WBSRDA\ DD\2024-25 (2nd Call) of the Executive Engineer, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division Dated 24.12.2024 may be seen in the

11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in (under the following organization chain - 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT||WBSRDA|| DAKSHIN DINAIPUR DIVISION') on 26.12.2024 at 10.00 Hrs.

Executive Engineer WBSRDA Dakshin Dinajpur Division

আইএএস হওয়ার স্বপ্ন

মাথাভাঙ্গার ছেলে

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৪ ডিসেম্বর : চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম হয়ে মাথাভাঙ্গার মুখ উজ্জ্বল করল নিবেদিতা শিশু মন্দিরের ছাত্র ঋদ্ধিমান দে। মঙ্গলবার ওই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবছর রাজ্যের ২৩০০টি কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত চতুর্থ শ্রেণির এই বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৮২ জনের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ঋদ্ধিমান। ৪০০-তে তার প্রাপ্ত নম্বর ৩৯৭। ঋদ্ধিমানের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রথম হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার স্বপ্নীল মণ্ডল এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অর্ঘ্যদীপ আদক।

মাথাভাঙ্গা শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপু দে'র একমাত্র ঋদ্ধিমান। পড়াশোনার পাশাপাশি আঁকা, আবৃত্তি, নাটক, কইজেও সমান পার্দর্শী সে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ পরিচালিত



খশি প্রতিবেশী এবং স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। ঋদ্ধিমানের মা রুনা দে বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই ঋদ্ধিমানকে পড়াশোনার জন্য বলতে হয় না। ওর কোনও নির্দিষ্ট রুটিন ফলপ্রকাশের পর ওই খুদে

জানায়, ভবিষ্যতে পড়াশোনা করে অফিসার হবে সে। এবিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্যদের কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য প্রদীপ দে 'ঋদ্ধিমানের আমরা অত্যন্ত খুশি।' ১৯৯০ সাল থেকে চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা চলছে। এবছর দক্ষিণবঙ্গে বন্যার কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে অক্টোবরে হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্যদ এবছরের বিজ্ঞান অভীক্ষায় জেলায় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে ঋদ্ধিমানকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। তার সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি এই সাফল্যে পরিবারের পাশাপাশি এককালীন বৃত্তিও দেওয়া হবে।

উত্তরবঙ্গে প্রথম 'আইএসটেন্ট'

২৪ ডিসেম্বর : এই প্রথম উত্তরবঙ্গে হিমালয়ান ইনস্টিটিউট 'আইএসটেন্ট' পদ্ধতি অ্যাডভান্সড অথাৎ মাইকো ইনসিশন প্লুকোমা সাজারি করল। ৬৬ বছর বয়সের জলপাইগুড়ির এক রোগীর ওপর ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের অধীনে (ডব্লিউবিএইচএস) বিনামূল্যে ওই সাজারি করা হয়। এটি বিশ্বের ক্ষুদ্রতম চিকিৎসা যন্ত্র যা মানুষের শরীরে ঢোকানো হয়। গ্লকোমা বংশপরম্পরায় ছডিয়ে পডে।



ওরিয়েন্ট জুয়েলার্সের

২৪ ডিসেম্বর : বিখ্যাত গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থা ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে 'বড়দিনের বড় উপহার'। প্রতিটি কেনাকাটার ওপরে থাকছে নিশ্চিত উপহার। সংস্থার

করে গ্রাহকরা জিতে নিতে পারেন চারচাকার গাড়ি, বাইক, আইফোন, টিভি ইত্যাদি। এছাড়া, থাকছে সোনার গয়নার মজুরির ওপর ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়। হিরের গয়নার মজুরির ওপর ফ্ল্যাট ৫০ শতাংশ ছাড।

তরফে জানানো হয়েছে, কার্ড স্ক্র্যাচ

পোর্টাবল ট্রেইন ডিটেকশন এবং এলার্ম সিষ্টেম। <mark>আনুমাণিক টেগুার রাশিঃ</mark> ৫২,৮০,০০০/-টাকা। ভাক সুরকা জমাঃ ১,০৫,৬০০/- টাকা। টেগুার আবেদনপত্র জমা করতে পারবেনঃ ১৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়

এবং খোলা হবেঃ ১৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০৫ ঘন্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন/মালিগার্ভ- ৭৮১০১১ (অসম) এর কার্যালয়ে। ওপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকরে।

ডিওয়াই সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও



আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য ১৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কারণ ছাড়া কাউকে ধার দেবেন না। কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। বৃষ : ব্যক্তিগত কাজে দুরে যেতে [`]হতে পারে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। মিথুন : সামান্য পেয়েই সম্ভষ্ট থাকুন। বাড়িতে পুজোর ব্যবস্থা করতে হতে পারে। কর্কট : অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন।

জমি কেনার বেশ সুযোগ পেতে পারেন। সিংহ: ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা দেখা দিতে পারে। রাস্তায় সাবধানে চলাচল করুন। কন্যা: পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। অফিস পরিবর্তনের ইচ্ছা। তুলা : আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে খুব সাবধানে থাকুন। আবেগের বশে কাউকে কোনও কিছু দিয়ে প্রতারিত হতে পারেন। বৃশ্চিক : রাজনীতিতে সুনাম বৃদ্ধি। বৈশি চাইতে গিয়ে সমস্যা পড়বেন। ধনু : ব্যবসায় সামান্য মন্দা যেতে পারে।

বিচার করতে যাবেন না। মকর: পারেন। কুম্ভ: ভ্রমণে বের হওয়ার কিছ করতে গিয়ে সমস্যায়। মীন : যানবাহনে চলতে আজ খুব সতর্ক যেতে হতে পারে।

দনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় আজ ৯ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ৪ পৌষ,

২৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ৯ পুহ, সংবৎ দাম্পত্যের অশান্তি মিটে যাবে। ১০ পৌষ বদি, ২২ জমাঃ সানি। অফিসে পদোন্নতির সংপাদ পেতে সুঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৪।৫৪। বুধবার, দশমী রাত্রি ৯।৪৭। চিত্রানক্ষত্র ১০।২৬। বণিজকরণ দিবা ৮।৪২ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৯।৪৭ গতে মতান্তবে ক্ষতিয়বর্ণ অস্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৩।৩২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। নবশ্য্যাসনাদ্যপভোগ পুংরত্নধারণ মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী-উত্তরে, শঙ্বরত্নধারণ রাত্রি ৯।৪৭ গতে অগ্নিকোণে। ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ মধ্যে।

কালবেলাদি ৯।০ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১১।৩৮ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।০ গতে ৪।৪১ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে

শান্তিস্বস্তায়ন ্ কারখানারম্ভ ধান্যস্থাপন কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নিমাণ ও চালন। পরিকল্পনা সফল হবে। পরের জন্যে দিবা ৩।৩২। অতিগগুযোগ রাত্রি ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৪২ বিবিধ শ্রোদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৮।৩৫ ও সপিগুন। প্রভু যিশুখ্রিস্টের গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও জন্মদিবস। অমৃতধারা- দিবা ৭।৬ থাকুন। অফিসের কাজে বাইরে ববকরণ। জন্মে-তুলা রাশি শুদ্রবর্ণ দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি মধ্যে ও ৭।৪৮ গতে ৮।৩১ মধ্যে রাক্ষসগণ ১।৪৭ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে ও ১০।৩৯ গতে ১২।৪৭ মধ্যে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৮।৪২ এবং রাত্রি ৫।৫৭ গতে ৬।৫০ মধ্যে নামকরণ নববস্ত্রপরিধান মধ্যে ও ৮।৩৭ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭ ৬ গতে দেবতাগঠন ৭ ৷৪৮ মধ্যে ও ১ ৷৩০ গতে ৩ ৷৩৮



জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধ্ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শুনাপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র

অনেক সহজ করে দিছি। আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আয়াদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ

আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে য়েতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬ এই নম্বরে



সভর্কীকরণ ঃ উত্তর্রস সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এক চালানে বারবার বালি পরিবহণ

এক খাদানের বালি-পাথর বিক্রির চালান পৌঁছে যাচ্ছে অন্য খাদানে। সরকার। কিন্তু চার বছর আগে দরত্ব বাডলে চালানে সময়ের মেয়াদও বাড়ে। সেই সুযোগে অন্য জায়গার বালি-পাথর বিক্রির চালানে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে রায়ডাক নদী লাগোয়া অবৈধ খাদানগুলি থেকে দিনে দু'বার করে চলছে এসব পাচার। মঙ্গলবার ভোরে এরকমই অবৈধভাবে বালি-পাথর পাচারের অভিযোগে সাতটি লরি আটক করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। নথি কারচুপির অভিযোগে সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নদী থেকে বালি-পাথর চুরি নতুন নয়। কিন্তু এবার প্রকাশ্যে এল নথি বা চালানে কারচুপির বিষয়টি। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বালি-পাথর পাচারের পথে সাতটি লরি আটক করা হয়েছে। ধৃতদের এদিন তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়েছে।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে খবর, তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রায়ডাক থেকে বালি-পাথর তুলে

দক্ষিণ দরিবস ফুলবাড়িতে খেত থেকে গাঁদা ফুল তোলা হচ্ছে।

গাঁদা চাযে

দরিবসে আশার

আলো চাষিদের

ফুলবাড়ি, ২৪ ডিসেম্বর : গাঁদা ফুলের বিশাল চাহিদা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। কিন্তু

উত্তরবঙ্গের ফুলের চাহিদা মেটায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা গাঁদা

ফুল। তবে শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও যে গাঁদার ভালো চাষ হতে পারে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছেন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারির দক্ষিণ দরিবস ফুলবাড়ি (পাগলপাড়া) এলাকার বেশ কয়েকজন চাষি। কিন্তু

তাঁদের বক্তব্য, দক্ষিণবঙ্গে ফুলচাষিরা সরকার থেকে যেসব সযোগ-সবিধা পান, এখানকার ফুলচাষিরা তা পান না। সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেলে আরও ভালোভাবে এখানকার জমিতে ফুল চাষ করা যেত বলে চাষিরা জানিয়েছেন

চাষিরা জানান, এখানে অন্যান্য চাষ আবাদ নিয়ে সরকারিভাবে যতটা প্রচার

করা হয়। ফুল চাষের বিষয়ে ততটা প্রচার করা হয় না। দক্ষিণ দরিবস ফুলবাড়ি এলাকার চাষি গোবিন্দ সরকার, সুশান্ত সরকার, নির্মল মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজন চাষি গাঁদা চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন। গাঁদার খেতে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল চাষি

গোবিন্দ সরকারের সঙ্গে। বললেন, 'উত্তরবঙ্গের বাজারগুলিতে গাঁদা সহ বিভিন্ন ফুল আসে দক্ষিণবঙ্গের রানাঘাট, গোবরডাঙ্গা, পাঁশকুড়া, খড়াপুর, খিরাই সহ নানা এলাকা থেকে। তবে উত্তরবঙ্গের ফুলের চাহিদা উত্তরবঙ্গের মাটি থেকেই

পূরণ করা যেতে পারে। শুধু চাই সরকারি সাহায্য।' চাষি সুশান্ত সরকার জানালেন,

এক বিঘায় গাঁদা চায়ের জন্য খরচ হয় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। সেখান থেকে

ফুল বিক্রি হয় ৪০ থেকে ৬০ হাজার টাকার। অর্ডার করে ফুলের চারা আনতে

হয় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে। দুটি পর্বে গাঁদা চাষ হয়। প্রথম পর্বে ভাদ্র

মাসের মাঝামাঝি সময়ে জমি তৈরি করে ফুল চাষ করতে হয়। ফুল বিক্রি হয়

পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্বে অগ্রহায়ণ মাসের শুরুর দিকে

জমি তৈরি করে চারা বুনতে হয়। ফুল বিক্রি হয় প্রায় বৈশাখ মাস পর্যন্ত। উদ্যান

ও পালন বিভাগ ফুল চামে চাষিদেরকৈ উৎসাহী করতে বা সরকারি সহায়তা দিতে

কতটা উদ্যোগী তা জানতে ফোন করা হয় কোচবিহার জেলার উদ্যান ও পালন

আধিকারিক এসপি সিংয়ের কাছে। তবে বিষয়টি নিয়ে পরে বলবেন বলে জানান।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ভিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস

বিশ্ভিং, ডাক্ষর ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী

আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ভিভিসনের নাথনগর, ধুলিয়ান গঙ্গা, সুজনীপাড়া, সাবৌর এবং নিমতিতা

রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করে www.ireps.gov.in-এ

ই-নিলাম কর্মসচির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং পার্কিং-০১-২৫। নিলাম

শুকুৰ তাৰিখা ৷ ০৮.০১.২০২৫ স্বাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। জ. নং ১. লট নং ৷

পার্কিং-এমএলভিটি-এনএটি-এমএজ-২১-২২-২, স্টেশন ঃ নাথনগর। ক্র. নং ২, লট নং ঃ

পার্কিং-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমএক্স-৬৪-২৪-১, স্টেশন ঃ ধূলিয়ান গলা। ক্র. নং ৩, লট নং

ঃ পার্কিং-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমএল্ল-৬৫-২৪-১, স্টেশন ঃ ধুলিয়ান গঙ্গা। ক্র. নং ৪, লট

নং ঃ পার্কিং-এমএলভিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১, স্টেশন ঃ সূজনীপাড়া, ক্রু. নং ৫, লট

নং ঃ পার্কিং-এমএলভিটি-এসবিও-এমএল-৩৫-২৩-১, স্টেশন ঃ সাবৌর। ক্র. নং ৬, লট নং

ঃ পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএর-৫৪-২৩-১, স্টেশন ঃ নিমতিতা। সম্ভাব্য

দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ

यावाल ब्लूतन लनः 🔀 @EasternRailway 😝 @easternrailwayheadquarter

টেডার বিঅন্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.go

তাতে উত্তরবঙ্গের গাঁদা ফুল দিয়েই উত্তরবঙ্গের চাহিদা মেটানো যেত।

পাঁচ বছরের জন্য লিজ দিয়েছিল সেগুলির মেয়াদ ফুরিয়েছে। দ'বছর ধরে সরকারি না দেওয়ায় মহিষকচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকোয়ামারি লাগোয়া আলিপরদয়ারের কমারগ্রাম ব্রকের রায়ডাক নদী লাগোয়া হেমাগুড়ি, তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের তোর্যা নদীর খাদানের বালি-পাথর বিক্রির চালান দিয়ে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রায়ডাক লাগোয়া অবৈধ খাদানগুলি থেকে চলছে বালি-পাথর পাচার। জলপাইগুডির জলঢাকার চালান দিয়েও একই অবৈধ কারবার

মঙ্গলবার ভোরে বক্সিরহাট-তুফানগঞ্জ জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং চালানোর সময় বালিবোঝাই সাতটি লরি আটক করে পুলিশ। নথি দেখতে চাওয়া হলে জলপাইগুড়ির পরিবহণের দেখানো হয়। এক চালান দেখিয়ে আরেক জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে দেখে সাত



বালিবোঝাই ট্রাক আটক করেছে পুলিশ। বক্সিরহাটে।

চালককে ধরে পুলিশ।

বর্তমানে বালি-পাথর বিক্রির চালান প্রক্রিয়া চলে অনলাইনে। খাদান সহ গন্তব্যের গাড়ির নম্বর, ঘনফুটের পরিমাণ সবকিছুই উল্লেখ থাকে। এমনকি, গন্তব্যস্থলৈর দূরত্ব অনুযায়ী চালানে সময়ের ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া বালি-পাথর পাচারকারীরা

এই চালানেরই 'সদ্ব্যবহার' করছে বালি-পাথরবোঝাই লরি একবার বৈধ চালান নিয়ে রাস্তায় নামলে সেটা অবৈধ খাদানের হলেও প্রমাণ করা কঠিন।

আবার কখনও চালানে উল্লেখ থাকা নির্দিষ্ট গন্তব্যের তুফানগঞ্জ মহকুমাতে সেই বালি-পাথর নামাচ্ছে কারবারের সঙ্গে

ঘোটালা

- হেমাগুড়ি বা তোষরি মতো বৈধ খাদান থেকে বালি তোলার অনুমতি থাকছে
- বাস্তবে বালি লরি, ডাম্পারে ভরা হচ্ছে রায়ডাক লাগোয়া অবৈধ খাদান থেকে
- 🔳 একবারের চালান দিয়ে একাধিকবার কাছের বিভিন্ন জায়গায় ট্রিপ মারছে লরিচালকরা
- 🔳 এতে একবার রাজস্ব দিয়েই অন্যবারের টাকা বাঁচানো

জড়িতরা। সেসময় কোনওভাবে প্রশাসনের নজরে পড়লে চালকদের সাফাই, গাড়ির যন্ত্রাংশ খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই গাড়ি গ্যারাজে নেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে দিনহাটার বদলে তুফানগঞ্জে 'মাল' নামাতে

চালান নিয়ে আরেকটা ছকও

ক্ষেত্রে দুশো সিএফটি বালি পরিবহণ করা যায়। ছোট চার চাকায় সেটা ৮০ সিএফটি। সরকার অনুমোদিত খাদানে প্রতি সিএফটির দাম ১৭ থেকে ২৫ টাকা হয়ে থাকে। এই অবস্তায় একই চালান দিয়ে দু'বার বা তারও বেশি বার ব্যবহার করলে অনেকটাই লাভ হয় লরিচালকদের। মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সুশান্ত সেনগুপ্ত অবশ্য বললেন, 'এক জায়গার চালান অন্য জায়গায় ব্যবহার করা বেআইনি যারা নথিতে কারচুপি করছে তাদের জরিমানা করা হচ্ছে।'

বিজেপির বিধানসভার আহ্বায়ক বিমল পালের 'সরকার অনুমোদিত খাদান মালিকের সঙ্গে শাসকদলের যোগসাজশে এসব চলছে। তাই তো প্রশাসন সব জেনেও চুপ।' তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সহ সভাপতি নিরঞ্জন সরকার বললেন, 'বালি-পাথর কারবারিদের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। বিরোধীরা সবকিছুতে শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযৌগ তোলে।'

পাওয়া ৩২ জন ক্ষদ্র বস্ত্র ব্যবসায়ীরা তো রীতিমতো জীবিকা সংকটে। অন্য

পেশায় চলে গিয়েছেন অনেকে। যাঁরা

ব্যবসা করছেন তাঁদেরও রোজগার

কমে যাওয়ায় সংসার চালাতে হিমসিম

কোনওদিন বউনি হয়, কোনওদিন

তাও হয় না।' একই অভিজ্ঞত

মধুসূদন সাহা ও মনোরঞ্জন সাহারও।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সমস্যার

কথা আরএমসিকে জানাতে গেলে

বলেন.

তফানগঞ্জ-১ ব্লকে এলাকায় মঙ্গলবার ভোরে ভবানী দেবনাথের বাড়ির খড়ের গাদায় আগুন লাগে। প্রায় ৫ বিঘা জমির ধান সহ খড় মজুত ছিল। সারাবছরের সংসার চলত ওই ধান দিয়েই। কিন্তু আগুনে সব শেষ হয়ে যায়। এরপর সারাবছর কীভাবে চলবে, এই চিন্তায়

মঙ্গলবার সকালে পাশের একটি বাড়িতেও আগুন লাগে। দমকলবাহিনী তখন গাদায় লাগা আগুন নেভাচ্ছিলেন। তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করায় বড়সড়ো ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যায় সুখনারায়ণ দাসের পরিবার। এদিন বিকেলে নাককাটিগছ এলাকাতেও একটি খড়ের গাদায় আগুন লেগেছিল। তফানগঞ্জ দমকলবাহিনী গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কর্মীসভা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা নেতাজি মেখলিগঞ্জ আইএনটিটিইউসির মহকুমা হয়। কোচবিহার আইএনটিটিইউসি-এর জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন, সাধারণ অলিজার সম্পাদক সহ মেখলিগঞ্জ মহকুমা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। পরিমল বর্মন বলেন, 'শ্রমজীবীদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য

চ্যাংরাবান্ধা

তাঁদের বিভিন্ন বোনাস, মজুরি সহ আরও বেশকিছু বিষয়ে আলোচনা আয়োজন করা হয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই কোচবিহার জেলা সম্মেলন সংগঠিত হবে। বাংলাদেশে আমাদের শ্রমিকরা যদি কখনও আক্রান্ত হন, এনিয়ে আমাদের কাছে বার্তা এলে অবশ্যই ডিএমএসপি থেকে শ্রম দপ্তর সকলের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।' কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত সরকার বলেন, 'কর্মীসভায় অনেকেই এসেছিলেন। কর্মীদের সংগঠিত হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।'

প্রতিবাদ

শুধুমাত্র পঞ্চম থেকে অস্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল চালুর ঘোষণার প্রতিবাদে মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া সেভ এড়কেশন কমিটির হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির তরফে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ হয়। হলদিবাড়ি ব্লক সম্পাদক শিক্ষক আবদুল জলিল সরকার বলেন, 'পঞ্চম থেকৈ অস্টম নয়, শিক্ষার হাল ফেরাতে হলে প্রথম শ্রেণি থেকে এটা চালু করতে হবে।

ICMARD

Online Applications are invited in Prescribed Format from Skill Development Training Providers/Trainers for empanelment. For details please visit-www.icmard.org

Last date: 27.01.2025, 4:00 PM

পঞ্জিকা বলতে একটাই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য







© COPYRIGHT REGISTERED THE BEST PANJIKA

মাথাভাঙ্গা, ২৪ ডিসেম্বর : মার্কেট ফিরবে আশায় ছিলেন মাথাভাঙ্গা বাজারের মধুসূদন সাহা, অভিরাম সাহার মতো আরও ৩০ জন ক্ষুদ্র বস্ত্র ব্যবসায়ী। তাই বছর দশেক[°] আগে ২০১৫ সালে তৎকালীন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী মণীশ গুপ্ত মাথাভাঙ্গা শহরের একটি অনুষ্ঠানে এসে যখন বাজারের বেহাল পরিস্থিতি দেখে আশ্বাস দিয়েছিলেন ন্যাশনাল ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট কপোরেশনের একটি দল খুব শীঘ্রই বাজার পরিদর্শনে আসবে, তখনই আশায় বুক বাঁধেন তাঁরা। ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বেসমেন্ট সহ দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হলেও কমপ্লেক্স তৈরির সময় সেখান থেকে উচ্ছেদ হওয়া সবজি ও অন্য ব্যবসায়ীদের মতো পুনর্বাসন হয়নি ব্যবসায়ীদের। মার্কেট ক্মপ্লেক্সটি তৈরির সময় বাজারের পুনবাসন হয়নি বিগত ১০ বছরে।

ব্যবসায়ীদেব অভিযোগ. স্থানে বর্তমানে মাছ ও মাংসের বাজার কমপ্লেক্স চলছে সেখানে পূৰ্বতন বাজার শেডে ক্ষুদ্র

মাথাভাঙ্গ

বাজারের

ব্যবসায়ী, ডিম বিক্রেতা ও অন্য ব্যবসায়ী সবমিলিয়ে ১৪৪ জন ব্যবসা ২০১৭ সালে মার্কেট কমপ্লেকাটি চাল হওয়ার পর মাছ ও মাংস বিক্রেতাদের কমপ্লেক্সের প্রথমতলে ব্যবসা করার অনমতি দুধহাটিতে অস্থায়ীভাবে দেওয়া হয়। কমপ্লেক্সের দোতলায়

ব্যবসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অনুমতি দিলেও সেখানে উঠে ক্রেতারা অভিযোগ, সেখান থেকে তাঁদের আর স্বজি কিনবেন না এই ধারণা থেকেই তাঁরা সেখানে যেতে রাজি হয়নি। কমপ্লেক্সের বেসমেন্টে

> হলেও আলো বাতাসহীন বেসমেন্টে তাঁরা হননি। ফ)ক সবজি ব্যবসায়ীদের বিগত

ব্যবসায়ীদের

প্রস্তাব দেওয়া

দশকেও পুনবৰ্সিন হয়নি ক্ষুদ্ৰ বস্ত্ৰ ব্যবসায়ীদের।

এই দশ বছরে বস্ত্র ব্যবসায় বড় পরিবর্তন এসেছে মাথাভাঙ্গার মতো মফসসল শহরেও। তৈরি হয়েছে বেশ বস্ত্রবিপণিগুলোকেও প্রতিযোগিতার

তারা পুরসভাকে দেখিয়ে দেয়। আর পুরসভার কাছে সমস্যা জানাতে গেলে তাদের তরফে বলা হয় মাথাভাঙ্গা বাজার আরএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন। আরএমসির কোচবিহারের সচিব সাব্বির আলি মাথাভাঙ্গা বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সমস্যা খোঁজ নিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেও পরসভার চেয়ারম্যান

লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন,

তরফে

জানানো হলেও সমস্যা মেটেনি।

দিনহাটা, ২৪ ডিসেম্বর : এলাকায় একটি ক্লাবে মেলার আড়ালে রমরমিয়ে চলছে জুয়ার আসর। এমন অভিযোগ তুলেছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, সন্ধ্র নামতেই এলাকায় অপরিচিত মুখের ভিড় দেখা যায়। স্থানীয় একটি মাঠে পাঁচ-ছয়টি মোটরবাইক থাকে গভীর রাত পর্যন্ত। ভোরের আগেই অবশ্য সেই বাইকগুলি বেরিয়ে

এলাকার একটি ক্লাব প্রাঙ্গণে চলছে পৌষমেলা। সেখানে দু'-চারটে কম্বল এবং সোয়েটারের দোকানের আডালেই বসছে জয়ার আসর, এমন অভিযোগই তুলছেন স্থানীয়রা। বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ নীরব পুলিশ প্রশাসন। এমনই দাবি স্থানীয়দের। ব্যবসায়ীদের একাংশ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামীকে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানানোর পর পুলিশের কাছে মৌখিক নালিশ জানানো হয়। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামীর দাবি. 'স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ পেয়ে পুলিশকে জানিয়েছি তারপর থেকেই কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে দিনহাটা

স্থানীয়দের অভিযোগ, শুধুমাত্র ক্লাব কর্তৃপক্ষই নয়, এই সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তৃণমূল নেতা তথা দিনহাটা ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থনাথ সরকারও। তবে পার্থনাথ সরকারের স্পষ্ট দাবি, 'পুরসভা এবং প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই মেলা হচ্ছে বলে শুনেছি। তবে এর সঙ্গে আমার কোনও যোগসূত্র নেই। মেলা প্রাঙ্গণটি একটি নো-ম্যান্স ল্যান্ডে রয়েছে, যার দায় আমার ওপর বর্তায় না। পুরো দায়িত্ব প্রশাসনের।

তবে গত কয়েকদিন আগে দিনহাটা পুরসভা থেকে রাস্তায় বসানোর জন্য একটি অনুমতিপত্র নিয়েছে স্থানীয় ওই ক্লাব। কিন্তু মেলার আড়ালে কী চলছে সেটা জানা নেই বলেই জানান দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী। তাঁর কথায়, 'প্রতিনিয়ত পুলিশ মেলায় ঘোরাঘুরি করছে।' তবে এত সাধারণ মেলায় পলিশ কেন ঘোরাঘরি করবে? তার এই বক্তব্যে মেলায় জুয়ার

আসর বসার অভিযোগ আরও যেন

দিনহাটা শহরে পরপর বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। মন্ত্রী উদয়ন গুহুর বাডির সামনে প্রপ্র কয়েকটি দোকান ও বাড়িতে চুরির পর স্থানীয় বাসিন্দা রমেশ রায়ের দাবি, 'প্রতিনিয়ত দিনহাটার বুকে জুয়ার কারবার চলছে আর এই জুয়ায় হারজিত রয়েছে। হেরে যাওয়ার অনেকের মানসিকতাও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার ফলেই এইসব দুষ্কৃতী মনোভাবাপন্ন মানুষ তৈরি হয়। এর ফলে বাড়ছে চুরির মতো ঘটনা।

অপরদিকে দিনহাটা প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন দিনহাটার একাংশ বাসিন্দা। বাসিন্দাদের দাবি, চুরির ঘটনা বাড়লেও চোর ধরা পড়ছে না, জুয়ার



প্রতিনিয়ত দিনহাটার বুকে জুয়ার কারবার চলছে আর এই জুয়ায় হারজিত রয়েছে। হেরে যাওয়ার ফলে অনেকের মানসিকতাও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার ফলেই এইসব দৃষ্কৃতী মনোভাবাপন্ন মানুষ তৈরি হয়। এর ফলে বাড়ছে চুরির মতো ঘটনা।

রমেশ রায় স্থানীয় বাসিন্দা



পুরসভা এবং প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই মেলা হচ্ছে বলে শুনেছি। তবে এর সঙ্গে আমার কোনও যোগসূত্র নেই। মেলা প্রাঙ্গণটি একটি নো-ম্যান্স ল্যান্ডে রয়েছে, যার দায় আমার ওপর বর্তায় না। পুরো দায়িত্ব প্রশাসনের।

পার্থনাথ সরকার *কাউন্সিলার*

আসর চলছে অথচ পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না। রাতে পুলিশের পেট্রলিং একদমই হচ্ছে না দিনহাটা শহরে। প্রতিনিয়ত বাইরের কিছ মানষের আনাগোনা দেখা যাচেছ শহরের অন্ধকার গলিগুলিতে পুলিশ পেট্রলিংয়ের দাবি করেছেন অনেকেই। এবিষয়ে অবশ্য দিনহাটার আইসি জয়দীপ মোদককে ফোন করা হলে ফোন না তোলায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

GUPTA COLLEGE OF TECHNOLOGICAL SCIENCES

(Fully Dedicated College of Pharmacy)

Approved by AICTE, PCI & UGC2(F), Affiliated to MAKAUT

25th Year A Hallmark of Academic Excellence

'বারংবার

Abhishek Mondal Neha Misra Nayan Gupta Niloy Burman Ankita Murmu

AIR- 2341

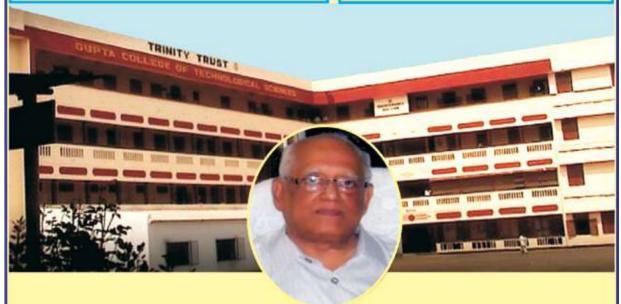
COURSES OFFERED

B.PHARM B.PHARM

LATERAL

M.PHARM **PHARMACEUTICS PHARMACOLOGY**

B.Pharma Graduates can appear for any Govt. Jobs except SSC



Founder Chairman Prof. Late Debesh Chandra Majumder (28-02-1935 - 25-12-2016)

Our hero and our inspiration a man who stood the tallest with his head held high. His values inspire us to take the good work & education forward.

You live on in our heart and thoughts forever

Like a guiding star, your vision and knowledge inspires us to this very day as we ignite the young minds of today. And we at GCTS pledge our unwavering allegiance and never ending love to you.

GUPTA COLLEGE OF TECHNOLOGICAL SCIENCES

Ashram More, Asansol - WB

www.gctsindia.in





পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো

পিঞ্জি থাপা -কে হয়। 23.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

নম্বরের টিকিট এনে দের এক কোটি প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার থবর শোনার পর আমি আকাশে মেঘের মাঝে রঙের মতো ভাসছি মনে হচ্ছে। এই খবর শোনার পর আমার মনে হচ্ছে আমি আমার জীবনের সবকিছু অর্জন করেছি। আমি আমার ওভাকাঙ্কীদের ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার পরামর্শ দি**ছি**।" ডিয়ার



WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

BLG SAMSUNG SONY Panasonic | Control of the same of the same

84200 55240

85840 64025

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands

98301 22859

90739 31660

PUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR,

BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BUR-

DWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.



We serve you best



SAMSUNG SONY (LOSD AKAI ONIDA Panasonic Haier



₹ 5990



₹ 22990



7190



₹ 25490



8990



₹ 30490



₹ 9990



34990



43 SMART TV





₹ 43990



18390



₹ 75990



₹13990



















































₹27990

























BRANCHES:



























TRUSTED NAME 94+ STORES

> OUR LOCATIONS NEAR YOU

SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257

BALURGHAT

B.T. Park, Tank More

90739 31660

BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100

JALPAIGURI

Siliguri Main Road, Beguntari

98301 22859

RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028 S.F. ROAD

Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road

85840 64025

MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029 COOCHBEHAR N N Rd. Maa Bhawani Chowpathi

84200 55240

(ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718 OTHER BRANCHES: GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGER-BAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHIN-SURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUI-PUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BUR-DWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT,

DALHOUSIE -

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444 BLG SAMSUNG SONY Panasonic & BLUE STAR ONDA AKAI HYUNDAI LLOSO HOJE! Whiripool HITACHI VOLTAS 9009 @ BOSCH IFB & BAJAJ PHILIPS USHIR COPPO VIVO COM

ইরে থেকে ডিম আনতে অপচয়

কোচবিহার, ২৪ ডিসেম্বর : প্রায় প্রতিদিনই ডিমের দাম ওঠানামা করে। আর এই ডিমের দাম প্রতিদিন কত হবে, সেটা নিধর্মিণ করার জন্য রয়েছে ন্যাশনাল এগ কোঅর্ডিনেশন কমিটি (এনইসিসি)। বর্তমানে খোলা বাজারে একটি ডিমের দাম আট টাকা। পাইকারি হিসেব কিন্তু অন্য কথা বলছে। সেখানে একেকটি ডিমের দাম পড়ছে ৬.৫৬ টাকা, প্রায় দেড় টাকা কম। এই হিসেবে রাজ্যের প্রায় প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে। এই বাড়তি খরচ আটকানোর উপায় কী?

ডিম উৎপাদনে কোচবিহারকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ২০২৩ সালে মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়িতে একটি মাল্টিলেয়ার চিক ফার্ম তৈরি করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গে প্রথম এবং পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বড় ফার্মটি স্থাপিত হয় প্রায় ১৫ একর জায়গায়। ৪০ কোটি টাকারও বেশি খরচ করা হয়েছিল। সেখানে তিন লক্ষ বড এবং এক লক্ষ মুরগির বাচ্চা থাকবে বলে ঠিক হয়েছিল। পুজোর পর থেকে দৈনিক ২ লক্ষ ৪০ হাজারের মতো ডিম পাওয়া যাবে, এমনটাই বলা হয়েছিল তখন।



বাডতি খরচ

🔳 কোচবিহারে শুধুমাত্র অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রতিদিন লাগছে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার

 ঘুরপথে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ডিম খোলা বাজার থেকে কেনা হচ্ছে

■ এতে প্রতিদিন রাজ্য সরকারের ৫৭,৫০০ টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে যা এক মাসে দাঁড়াচ্ছে সাড়ে ১৪ লাখ টাকার কাছাকাছি

তারপর কেটে গিয়েছে এক বছরেরও বেশি সময়। বর্তমানে দু'লক্ষের কিছু বেশি মুরগি রয়েছে সেখানে। এবছর থেকৈ সেখানে ডিম উৎপাদন শুরু হয়েছে ঠিকই,



মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়িতে পোলট্রি ফার্ম। - সংবাদচিত্র

তবে তা আশানুরূপ নয়। তা সত্ত্বেও সেখানে এই মুহুর্তে দিনে ১ লক্ষ ১৫ হাজারের মতো ডিম উৎপাদন হচ্ছে। এ বিষয়ে জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনার বক্তব্য, 'আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আরও এক লক্ষ মুরগি ডিম দিতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। তখন উৎপাদন অনেকটাই বেড়ে যাবে।' বর্তমানে এখানে উৎপাদিত ডিমগুলো কোচবিহার. জলপাইগুড়ি, শিলিগুডির ডিলারদের পাইকারি ৫.৭০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়, জানালেন ওই ফার্মের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাঃ প্রীতম বিশ্বাস।

কোচবিহার জেলায় ৪০৮৭টি অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে মা ও শিশু উভয়কেই প্রতিদিন ডিম দেওয়া হয়। ৩২,২৩০ জন মায়েদের প্রতিদিনই গোটা ডিম দেওয়া হয়। সপ্তাহে তিনদিন গোটা ডিম বরাদ্দ হলেও বাকি তিনদিন অর্ধেক করে ডিম দেওয়া হয় ছয় মাস থেকে ছয় বছরের ২,৪২,০০০ জন শিশুকে। এই হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন কোচবিহারে শুধুমাত্র অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে লাগছে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ডিম, জানালেন জেলা আইসিডিএসের ডিপিও হরেকফ্ষ রায়।

৬.৫০ টাকা দরে। অন্যদিকে, শুধু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নয়, কোচবিহারের সবক'টি স্কল, হাসপাতালেও ডিম দেওয়া হয় সরকারি তরফে।

সরকারের

এই লেয়ার চিক ফার্ম। আবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মা এবং শিশুদের ডিম দেওয়ার প্রকল্পও সরকারের। ফলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, দুটোই যখন সরকারি প্রকল্প, তাহলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ডিম কেন বাইরে থেকে কেনা হচ্ছে? চিক ফার্মের এই ডিম সরাসরি কিনলে সেটা পরিবহণের খরচ বাদ দিলেও একেকটি ডিমে কম করে ৫০ পয়সা বেঁচে যায় সরকারের। তা না করে ঘুরপথে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ডিম খোলা বাজার থেকে কেনা হচ্ছে। এতে প্রতিদিন রাজ্য সরকারের ৫৭,৫০০ টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে। যা এক মাসে হিসাব করলে দাঁড়ায় সাডে ১৪ লাখের কাছাকাছি। এ প্রসঙ্গে পশুপালন বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর মনোজকুমার গোলদার বলেন, 'প্রশাসন থেকে যদি এ ধরনের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাহলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।'



জলঢাকার ভাঙনরোধে গিলাডাঙ্গায় বিক্ষোভ কৃষকদের। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

পাড়বাঁধের দাবিতে বিক্ষোভ গিলাডাঙ্গায়

চার মাসে দেড়শো

গোপালপুর, ২৪ ডিসেম্বর : জলঢাকা নদীর ভাঙনে ঘুম উড়েছে গিলাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দাদের। গত চার মাসে এলাকার দেড়শো বিঘারও বেশি জমি তলিয়ে গিয়েছে। জমি হারিয়ে সর্বস্বান্ত কষকরা। এলাকার আলচাষি নজরুল মিয়াঁর ১৩ বিঘা আলু চাষের জমি নদীভাঙনে বিলীন হয়ে গিয়েছে। কী করে সংসার চলবে সেই চিন্তায় ঘুম উড়েছে তাঁর। এই পরিস্থিতিতে ভাঙন রোধে পাকা পাডবাঁধের দাবিতে মঙ্গলবার কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের গিলাডাঙ্গা এলাকায় বিক্ষোভ দেখায় কমকবা। তাঁরা জানিয়েছেন, জমি হারিয়ে তাঁরা দিশেহারা। দীর্ঘদিন ধরে বাঁধের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। এভাবে আর কতদিন চলবে? এদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে

জানিয়ে দিয়েছেন কেদারহাট গ্রাম কথায়, 'বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

সাধারণত বর্ষাকালে নদীভাঙন হয়। তবে এবছর ব্যতিক্রম। ব্যকালের পর আবার এসময় জলঢাকা নদীর ভাঙন শুরু হয়েছে। এতেই আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে জলঢাকা নদীগৰ্ভে তলিয়ে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি, বাড়ি। তার ওপর বছরে দু'বার ভাঙনে জমি চলে গেলে তাঁদের পথে বসতে হবে ভেবে ঘুম উড়েছে নদী তীরবর্তী এলাকার কৃষকদের। ভাঙনরোধে প্রশাসনের তরফে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা সামিউল মিয়াঁর কথায়, 'প্রতিদিন নদীভাঙন হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনকে

হয়নি। নদী অনেকটা সরে এসেছে। পঞ্চায়েত প্রধান সাবিত্রী বর্মন। তাঁর ইতিমধ্যে ১০ বিঘা জমি চলে গিয়েছে জলঢাকাব গ্রাসে।'

> কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন ওই এলাকার বেশিরভাগ মান্য। আবেক বাসিন্দা বাহুল হোসেন বলেন, 'এখন আলু তোলার সময় হয়েছে। কিন্তু ভাঙনের জন্য আলু তুলতে পারছি না। আমার ৯ বিঘা জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। প্রশাসন এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।' দ্রুত ভাঙন রোধে ব্যবস্থা না নিলে ধীরে ধীরে জলঢাকা নদীগর্ভে বহু আবাদি চাষের জমি তলিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ

যদিও মাথাভাঙ্গা সেচ দপ্তরের আধিকারিক শ্রীবাস ঘোষ বলেন, 'অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

৩ উইকেট

প্রতাপের

জামালদহ, ২৪ ডিসেম্বর

উচ্চতর মাধ্যমিক

নালিশ তুফানগঞ্জ থানায়

পঞ্চায়েত সভায় প্রধানকে বিতাড়ন

তুফানগঞ্জ, ২৪ ডিসেম্বর : ব্লকের অন্দরানফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে মঙ্গলবার একটি সাধারণ সভা ডেকেছিলেন প্রধান। সেই সভা থেকে প্রধানকেই বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলৈ দাবি করেছে। প্রধান ননীবালা বর্মন থানায় লিখিত অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

অন্দরানফলবাডি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২টি আসনের মধ্যে ৯টি পেয়ে বিজেপি বোর্ড গঠন করেছিল। পরবর্তীতে তিন পঞ্চায়েত সদস্য তণমলে যোগদান করায় বর্তমানে বিজেপি ছয়টি ও তৃণমূল ছয়টি আসনে রয়েছে। প্রধান বিজেপি থেকে নিবাচিত হয়েছিলেন। মঙ্গলবার প্রধান একটি সাধারণ সভা ডেকেছিলেন। নিধারিত সময়ে প্রধান কয়েকজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে নিয়ে কার্যালয়ে ঢোকেন। কিন্তু তৃণমূল সেই সভা করতে দেয়নি বলে প্রধানের অভিযোগ।

তিনি বলেন, 'আমি বিজেপি করায় আমাকে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হয় ক্রবা আমাকে বের করে তণমূলের লোকজন। পরে ছিল। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।'

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের পালটা বক্তব্য, এতদিন প্রধানকে কার্যালয়ে দেখা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ ডিসেম্বর

বড়দিনের আনন্দে শামিল হতে

চ্যাংরাবান্ধা পূর্বপাড়ার যৌনপল্লি

এলাকার শিশুদের মাঝে হাজির

আধিকারিকরা। সেই এলাকায়

একটি এনজিও পরিচালিত স্কুলে

বাচ্চাদের মাঝে এদিন তাঁরা বড়দিন

চ্যাংরাবান্ধা

পালন করেন।

যৌনপল্লিতে বড়দিন

দিতে চান। তিনি কার্যালয়ে না আসায় প্রতিদিন সাধারণ মানুষ বিভিন্ন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি প্রদীপকুমার বর্মা বলেন, 'প্রধান নিজে সভা ডেকে নিজেই আসেননি। প্রধান অনুপস্থিত থাকায় আমরাই সভা করেছি। আমাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন।' একই বক্তব্য তৃণমূলের তুফানগঞ্জ ১ (এ) ব্লক সভাপতি সিদ্ধার্থ মণ্ডলেরও।



আমি বিজেপি করায় আমাকে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হয় না। নানাভাবে হেনস্তা করা হয়। আজকেও আমাকে বের করে দেয় তণমলের লোকজন। পরে সভা বাতিল করে আমি চলে আসি। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।

> ননীবালা বর্মন প্রধান

বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় তৃণমূলের লোকজন ঢকে প্রধানকে হুমকি দিয়ে বাতিল করে আমি চলে বের করে দেয়। গালিগালাজও করা আসি। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন হয়। বাংলায় মহিলাদের কোনও সুরক্ষা নেই। একজন মহিলা প্রধানকে বারবার হেনস্তার ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন নীরব। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা

সুপারিন্টেন্ডেন্ট সমরেন্দ্রকান্তি ঘোষ

বলৈন, 'বড়দিনে সকলে আনন্দ

করতে চায়। কিন্তু এই এলাকার

পায় না। তাই আমাদের এই

পরিকল্পনা। এদিন বাচ্চাদের সঙ্গে

কেক কেটে কেক, বিস্কুট, চকোলেট

কাস্টমসের শিশুরা তো সেই সুযোগটা সবসময়

বিতর্ণ করি।

पुर्वा (व)

সম্মান পদযাত্রা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ ডিসেম্বর : সংবিধান প্রণেতা বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র করা উক্তির প্রতিবাদে কংগ্রেসের তরফে সম্মান পদযাত্রার আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার। চ্যাংরাবান্ধা বাজার পরিক্রমা করে পদযাত্রা। কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সদস্যরা শামিল হন সেখানে।

ব্যবসা বন্ধ

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ ডিসেম্বর: চ্যাংরাবান্ধা আন্তজাতিক বাণিজ্যকেন্দ্রের বৈদেশিক বাণিজ্য এক ঘণ্টা বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা থেকে আডাইটা পর্যন্ত বাণিজ্য বন্ধ ছিল। চ্যাংরাবান্ধা সিঅ্যান্ডএফ ওয়েলফেয়ার অগানাইজেশনের সহ সম্পাদক তাপস দাশগুপ্ত বলেন, 'আমাদের কর্মী শশীশেখর পান্ডে শারীরিক অসুস্থতার কারণে এদিন পরলোকগমন করেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক ঘণ্টা ব্যবসা বন্ধ রাখা হয়।

প্রাক্তনী বৈঠক

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ে মঙ্গলবাব প্রাত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৈঠক হয়। প্রধান শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তীর কথায়, 'আগামী বছর স্কলের হীরক জয়ন্তী বর্ষ। ৬ জানুয়ারি প্রভাত ফেরি, সাইকেল র্য়ালি সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হীরক জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানের সচনা হবে। কীভাবে অনুষ্ঠান করা হবে, তা নিয়ে এদিন বৈঠকে আলোচনা হয়।'

ভাওয়াহয়া

ফেশ্যাবাড়ি, ২৪ ডিসেম্বর : কোচবিহার-১ ব্লকের মোয়ামারির ভুল্লারবাজারে শুরু হচ্ছে আন্তজাতিক ভাওয়াইয়া সম্মেলন। উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রীয় ভাওয়াইয়া সংগীত পর্যদের উদ্যোগে তিনদিন ধরে সংগীতানুষ্ঠান হতে চলছে। ১০ থেকে ১২ জানুয়ারি ৪২তম ভাওয়াইয়া সংগীতানুষ্ঠান হবে।

অন্তর্বিভাগ নেই, ভোগান্তি নয়ারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে মদ-জুয়ার আসর বসছে প্রায়ই। - সংবাদচিত্র

দিনহাটা, ২৪ ডিসেম্বর: 'বড়সড়ো সমস্যা দূরের কথা, সামান্য পেটের সমস্যা হলেও ছটতে হয় দিনহাটা মহকমা হাসপাতালে। রাতবিরেতে কোনও বিপদ হলে কী হবে ভাবুন। এমনটাই মন্তব্য দিনহাটা-২ ব্লকের গোবরাছডা নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আঞ্জমা বিবির। তাঁরই পাশে থাকা রোশনাই পারভিনের সংযোজন, 'অন্তর্বিভাঁগ চালু করা অবশ্যই প্রয়োজন তবে তার আগে বহির্বিভাগে নিয়মিত পরিষেবা প্রদান করা জরুরি।' কথা হচ্ছিল সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়ারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে নিয়ে।

অভিযোগ, প্রান্তিক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই চিকিৎসাকেন্দ্রে সমস্যার অন্ত নেই। অতীতে অন্তর্বিভাগ চালু থাকলেও বর্তমানে তা বন্ধ। অবহেলায় নম্ভ হচ্ছে অন্তর্বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক সামগ্রী। এমনকি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে মদ-জুয়ার আসরও বসছে প্রায়ই। এই পরিবেশেই একজন ফামাসিস্ট ও সহকারীকে দিয়ে কোনওরকমে বহির্বিভাগ চলছে বটে। কিন্তু তাতে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সমস্যায় পডছেন এলাকার হাজার দশেক বাসিন্দা। এমন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা উন্নত করার পাশাপাশি অন্তর্বিভাগ চালু করার দাবিও জোরালো হয়ে উঠেছে এলাকায়। এনিয়ে ফার্মাসিস্ট দেবাশিস সাহা বলেন, 'সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করছি আমরা। তবে ইন্ডোর পরিষেবা হলে স্থানীয়দের দিনহাটা নির্ভরতা কমবে।'

দিনহাটা-২ ব্লকের সীমান্তঘেঁষা গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার চিকিৎসা পরিষেবার অন্যতম ভরসা নয়ারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আর রয়েছে প্রায় ১৫ কিমি দূরের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল। আর্থসামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা এই এলাকার বাসিন্দাদের পক্ষে অত দূরে গিয়ে চিকিৎসা করানো বেশ ঝক্কির ব্যাপার। কিন্তু স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল থাকায় এলাকার মানুষ সমস্যায় রয়েছেন। বাধ্য হয়ে হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছেও যান তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল সরকার বলেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই দশা হলে আমরা সাধারণ মানুষ যাব কোথায়? এদিকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নজর দিক।' স্বাস্থ্য দপ্তরের কৌচবিহার জেলার এক আধিকারিকের অবশ্য বক্তব্য,

জেলাজুড়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মানোন্নয়নে স্বাস্থ্য দপ্তর তৎপর রয়েছে।

শিক্ষকদের সমস্যা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৪ ডিসেম্বর : প্যানেল দুর্নীতির অভিযোগে মেখলিগঞ্জ এসআই অফিসে তালা মেরে সোমবার ধর্নায় বসেছিলেন শিক্ষকরা। অবশেষে মঙ্গলবার সেই সমস্যা মিটেছে। এদিন এসআই পরিতোষ ওরাওঁয়ের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক হয়। এসআই বলেন, 'দুর্নীতির কোনও বিষয় নেই,

রাস্তাজুড়ে ঘুরে বেড়াবে সান্তাক্লজ,

বড়দিনের বিকেল থেকেই

সেখানে শুরু হবে আনন্দ উৎসব।

ইতিমধ্যে অত্যাধুনিক আলোকমালায়

সাজিয়ে তোলা হচ্ছে গোটা রাস্তা।

ক্রিসমাস ট্রি, স্টার, বেলুন দিয়ে

রাস্তাটি সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।

মিকিমাউস সহ নানা কার্টুন চরিত্র।

প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের নাম বাদ পড়ৈছিল। পরবর্তীতে সেই নাম নথিভক্ত হয়। এদিন শিক্ষকদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। তাঁরা সমস্তটা বুঝতে পেরেছেন।' আন্দোলনকারী জ্যোতিষ রায় বলেন, 'স্যরের সঙ্গে আলোচনায় আমাদের ভুলভ্রান্তি দূর হয়েছে।'

রক্তদান শিবির ঘোকসাডাঙ্গা, ২৪ ডিসেম্বর

মঙ্গলবার ঘোকসাডাঙ্গা থানা চত্তরে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মোট ১০৭ জন রক্তদান করেন। শিবিরের উদ্বোধক তথা কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, সম্বীক ওসি কাজল দাস রক্তদান করেন। পুলিশ জানিয়েছে, রক্তের সংকট দুর করতেই তাদের এই প্রয়াস। এদিন ঘোকসাডাঙ্গা থানা এলাকার ১৫০ জনকে কম্বল দানও করা হয়। ঘোকসাডাঙ্গা থানা চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এছাড়াও, ঘোকসাডাঙ্গা থানা এলাকার হারিয়ে যাওয়া সাতটি মোবাইল ফোন তলে দেওয়া হয় মালিকদের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার ছাড়াও ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মাথাভাঙ্গা) অনিমেষ রায়, এসডিপিও সমরেণ হালদার প্রমুখ।

অভিযান কোচবিহার ও গোপালপর

২৪ ডিসেম্বর : ফের তোর্যাচরে আফিমখেত অভিযান চালাল পুলিশ। মঙ্গলবার হরিপুর, বাঁশদহ. শালমারা. নতিবাড়ি তোষার মালিকানাহীন চরে ট্র্যাক্টর বেআইনি খেত নষ্ট করে। পুলিশ জানিয়েছে, বেআইনি কার্বার ধারাবাহিক অভিযান চলবে। এদিন মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দইভাঙ্গিতেও অবৈধ পপি চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানায়, এদিন জলঢাকা নদী তীরবর্তী এলাকায় ট্র্যাক্টরের সাহায্যে ৬ বিঘা পপিখেত নষ্ট করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির ময়ূখ মঞ্চের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে দুইদিনের অনষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ফুলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে তারই প্রস্তুতি চলছে। অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির কোষাধ্যক্ষ অধীরকুমার রায় জানিয়েছেন, ময়ুখ মঞ্চের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হবে।

জেলার খেলা



ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে শুভঙ্কর দাস।

জয়ী বয়েজ ক্লাব

কোচবিহার, ২৪ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে মঙ্গলবার বয়েজ ক্লাব ৬ উইকেটে ইউনাইটেড ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে ইউনাইটেড ২৫ ওভারে ১০৫ রানে অল আউট হয়। সাগ্নিক কর ৩০ রান করেন। জীবন বিশ্বাস ১২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বয়েজ ২৫.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শুভঙ্কর দাস ৩৪ রান করেন। সাগর কার্জি ২৪ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। বুধবার খেলবে ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব ও বিবেকানন্দ ক্লাব।

মানেচৰ সেবা হুওয়াৰ প্ৰব দীপ মালাকার।

দীপের ৭৬

নিশিগঞ্জ, ২৪ ডিসেম্বর

রিইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রিকেটে ২০২৩ ব্যাচ ৯ উইকেটে ২০১৯ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০১৯ ব্যাচ ১৩৯ রান তোলে। জবাবে ২০২৩ ব্যাচ ১ উইকেটে ১৪৩ রান তুলে নেয়। ৭৬ রান করে ম্যাচের সেরা হন দীপ মালাকার। অন্য ম্যাচে ২০২০ ব্যাচ ৬ উইকেটে ২০১০ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ২০১০ ব্যাচ ৮ উইকেটে ১১৬ রান তোলে। জবাবে ২০২০ ব্যাচ ৯.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১২১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা কবির দেবসিংহ ৫৮ রান করেন।

বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে মঙ্গলবার ২০১৭-'১৯ মাধ্যমিক ব্যাচ ৯ উইকেটে ২০২২-'২৪ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০২২-'২৪ প্রথমে ৬৫ রানে অল আউট হয়।জবাবে ২০১৭-'১৯ ব্যাচ ৪.২ ওভারে ১ উইকেটে ৬৬ রান তুলে নেয়। ২০১১-'১৩ মাধ্যমিক ব্যাচ ৯ উইকেটে ২০২০-'২১ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০২০'২১ প্রথমে ৯.৩ ওভারে ৭৩ রানে গুটিয়ে যায়। জবাবে ২০১১-'১৩ ব্যাচ ১ উইকেটে ৭৪ রান তুলে নেয়। ৩ উইকেট নেন ম্যাচের সেরা প্রতাপ। ২০১৪-'১৬ ব্যাচ ৯ উইকেটে হারিয়েছে ২০০৬-'১০ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০০৬-'১০ ব্যাচ ২ উইকেটে ১২০ রান তোলে। জবাবে ২০১৪-'১৬ ব্যাচ ৪ উইকেটে ১২১ রান তুলে নেয়। ৪৪

সুরজের ৫১

নিশিগঞ্জ, ২৪ ডিসেম্বর নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে ২০২১ ব্যাচ ৫ রানে ২০১৫ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০২১ ব্যাচ ৬ উইকেটে ১২০ রান তোলে। ৫১ রান করে ম্যাচের সেরা ২০২১ ব্যাচের সুরজ বর্মন। জবাবে ২০১৫ ব্যাচ ৮ উইকেটে ১১৫ রানে আটকে যায়। অন্য ম্যাদে ১৯৯৮ ব্যাচ ৩ বানে ১০০০ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ১৯৯৮ ব্যাচ ৩ উইকেটে ৮৫ রান তোলে। জবাবে ২০০০ ব্যাচ ৬

উইকেটে ৮২ রানে আটকে যায়। কোচবিহার দল

দিনহাটা, ২৪ ডিসেম্বর বেঙ্গল অ্যামেচার কাবাডি সংস্থার ও ইচ্ছাপুর খো খো কাবাডি ক্লাবের দুইদিনের কাবাডির জন্য মঙ্গলবার দিনহাটা থেকে রওনা হল কোচবিহার দল। কোচবিহার জেলা অ্যামেচার কাবাডি সংস্থার সচিব অজিতচন্দ্র বর্মন জানিয়েছেন. ২৫-২৬ ডিসেম্বর প্রতিযোগিতায় ১২ সদস্যের কোচবিহার জেলা দল অংশ নেবে।

উচ্চমাধ্যমিকে ভেনু পরিবর্তিত রাখার দাবি

উচ্চমাধ্যমিক পবীক্ষাব ভেন্ অপরিবর্তিত রাখার জন্য মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হল মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার তারা মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসকের কাছে যায় ও নিজেদের দাবির কথা জানায়। মহকুমা শাসক এ বিষয়ে তাদের আশ্বস্ত করেছেন বলে wপরীক্ষার্থীরা জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সিট বরাবর মেখলিগঞ্জ

সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলোর এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসে। সেক্ষেত্রে তাদের প্রায় ১০-১৫ কিমি রাস্তা পেরিয়ে মেখলিগঞ্জে আসতে হয়। তাই শহর থেকে আরও পাঁচ কিমি দূরে অন্য স্কুলে সিট পড়লে তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তাই তারা মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছে।

পরীক্ষার্থী অসীম এক বর্মন বলে, 'আমাদের স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিট বরাবর সে বিষয়েও আমরা কিছু জানি ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়েই না। মেখলিগঞ্জের মহক্মা শাসক ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে। পড়ে থাকে। কিন্তু আমরা শুনছি, কিন্তু তাদের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, এবার শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিমি

ভোটবাড়ি সীতানাথ হাইস্কুলে যেতে সহপাঠীর বাড়ি দূরে, তারা সমস্যায় ২৪ ডিসেম্বর : হবে। মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক পডবে। তাই আমরা পরীক্ষার ভেন বিদ্যালয়ে মেখলিগঞ্জ শহর, শহর অপরিবর্তিত রাখার দাবিতে মহকমা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছি। আমাদের পাশাপাশি কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দাবি মানা না হলে আন্দোলনে নামব।' আরেক পরীক্ষার্থী সাজ্জাদ রহমানের বক্তব্য, আগে যে ভেনুতে পরীক্ষা হত, সেখানেই তারা পরীক্ষা দিতে চায়। যদিও স্কুলের সহকারী প্রধান

শিক্ষক সুভাষ রায় সরকারের 'পরীক্ষার সিট কোথায় মন্তব্য. সে বিষয়ে আমাদের পডবে শিক্ষকরা পড়য়াদের কিছু বলেননি। ভেনু অপরিবর্তিত থাকবে কি না, অতনুকমার মণ্ডল বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ কাউন্সিলের বিষয়। তাই আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে দূরে ভোটবাড়ি সীতানাথ হাইস্কুলে অন্য কারও মন্তব্য করা উচিত নয়।

ধরনের খাবারের দোকান। বিকেল কোচবিহার, ২৪ ডিসেম্বর : যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনে পার্ক স্ট্রিটের অনষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন জেলার হস্তশিল্পীরাও। সবমিলিয়ে বাদুড়বাগান সাজছে কোচবিহারের রাস্তাও। বাদুড়বাগান মোড় থেকে মোড় থেকে শুরু করে মিনাকমারী মিনাকমারী চৌপথি পর্যন্ত প্রায় ২৫০ চৌপথি পর্যন্ত রাস্তায় গেলে বড়দিনকে মিটার রাস্তা সাজিয়ে তুলছে বিএস বেশ উপভোগ করতে পারবেন শহরবাসী। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার রোড ইউনিক ফেস্টিভাল কমিটি। শিশুদের মনোরঞ্জন করতে সেই চলবে এই অনুষ্ঠান।

> শহরের অন্যতম ব্যস্ত এবং জনবহুল রাস্তা হিসেবে পরিচিত বিশ্বসিংহ রোড। দু-তিনদিন আগে কমিটির সদস্যরা জানালেন, ২৫ বিকেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের পর রাত পর্যন্ত চলবে

হচ্ছে। ছোটদের জন্য হবে কুইজ থেকে রাস্তার ধারে চলবে গানবাজনা। এবং আবৃত্তিও। সাংস্কৃতিক জগতের লোকেরাও অনষ্ঠানে থাকবেন। নানা ধরনের বিরিয়ানি, চাট, কেক ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে ক্ষীবেব বিভিন্ন রসগোল্লা, চা, ধরনের খাবার।

এবছর এই অনুষ্ঠানের তৃতীয় বর্ষ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। উৎসব কমিটির সভাপতি দিলীপকুমার বণিক বলেন, 'তরুণদের কর্মসংস্থান থেকেই রাস্তাটি সাজিয়ে তুলতে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ শুরু হয়েছে। উদ্যোক্তা আমরা গত দু'বছর থেকে এই অনুষ্ঠান করছি। আমরা এই বিশেষ দিনে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের অনুকরণে উৎসবের আয়োজন করি।'



আলোয় সেজেছে বিশ্বসিংহ রোড। মঙ্গলবার। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ





বিজ্ঞান কংগ্রেস

অষ্টাদশ সারা ভারত জনবিজ্ঞান কংগ্রেস এবার হতে চলেছে কলকাতায়। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে হবে ওই বিজ্ঞান কংগ্রেস। ২৭ থেকে ৩০



১৫ বছরের মেয়াদ শেষ বিমানবন্দরের ৫ নম্বর

বকেয়া ডিএ, শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ সহ ৫ দফা দাবি নিয়ে মঙ্গলবার নবান্নে দুই আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনায় বসে 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'।



সভা বাতিল

সিউড়িতে বঙ্গীয় হিন্দু ঐক্য মঞ্চের সভা বাতিল। বড়দিনে সাম্প্রদায়িক অশান্তির আশঙ্কায় সভা বাতিল করল পুলিশ। সমালোচনায় বিজেপি

সিসি ক্যামেরা, ড্রোনের নজরদারি

বড়দিন উপলক্ষ্যে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর পঁচিশে ডিসেম্বর বড়দিন ও পয়লা জানুয়ারি বর্ষবরণের আনন্দ উৎসবে কোনওরকম নাশকতা যাতে না ঘটে. তার দিকে কডা নজরদারি রেখেছে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ। বিশেষ করে বড়দিনের সন্ধ্যায় কলকাতার পার্ক স্টিট, ভিক্টোরিয়া, নিউ মার্কেট সহ বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার মানুষের ভিড় উপচে পড়বে। ওইসময় যাতে কোনওরকম দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। বহু জায়গায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। বসানো হয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্প। চলছে নাকা তল্লাশি ও ড্রোনের নজরদারি।

সম্প্রতি ক্যানিং, মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কখ্যাত সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তারের ঘটনায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন রাজ্য প্রশাসন। প্রতিবেশী বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে এরাজ্যে নাশকতামূলক কার্যকলাপ যাতে না ঘটে, তার দিকেই বিশেষ নজর দিয়েছে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গোয়েন্দা পুলিশ বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে। এইসময় কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে যে পর্যটকরা আসছেন, তাঁদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জোগাড করা হচ্ছে।

গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, বড়দিন ও বর্ষবরণের সময় হাজারো মানুষের ভিড়ের সুযোগে বিস্ফোরণ ঘটাতৈও পারে সন্ত্রাসবাদীরা। এর ফলে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটতে পারে। এজন্যই শহরের প্রতিটি থানা ও ট্রাফিক পুলিশকে নাকা তল্লাশিরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পার্ক স্ট্রিট অঞ্চল মুড়ে ফেলা হয়েছে সিসি ক্যামেরায়। কন্ট্রোল রুম থেকেই যার নজরদারি করতে পারবেন পুলিশ কর্তারা। ড্রোন উড়িয়ে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসংখ্য সাদা পোশাকের পুলিশ রাস্তায় নেমেছে। ডিসি পদমর্যাদার বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক বিশেষ দায়িত্বে রয়েছেন। মঙ্গলবার থেকেই পার্ক স্ট্রিটের যান নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকটি রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তবে শুধু কলকাতা নয়, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, কালীঘাট





আলপনা। বডদিনের আগে কালীঘাটের একটি চার্চে। -পিটিআই (নীচে) জনতার মাঝে সান্তাক্লজ। কলকাতায় মঙ্গলবার। -আবির চৌধুরী

সহ বিভিন্ন ধর্মস্থানে ২৫ ডিসেম্বর জন্যও ভিড় উপচে পড়ে। এই সমস্ত হয়েছে। এককথায় যে কোনও জায়গাতেও যাতে কোনওরকম ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা রুখতে

বিশেষ ব্যবস্থা নেওয় নাশকতামূলক কাজ না হয়, তার প্রস্তুত পুলিশ প্রশাসন।

ট্রাম্প আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন শুভেন্দু

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিশানা করা। ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়া পর্যন্ত বাংলাদশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধৈর্য ধরতে বললেন শুভেন্দু অধিকারী। শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে দিল্লির সেই ছবি ভাইরাল হওয়ায় দেশজড়ে রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব নেবেন কাছে ইউনুসের বাতাকে ফুৎকারে চাপের মুখে পড়ে অভিযুক্ত কর্মীদের ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপরেই ট্রাম্প আর উড়িয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু। হাসিনাকে ফেরত চেয়ে দিল্লিকে ইউনুসের চিঠি দেওয়াকে 'নেই কাজ তো খই ভাজ' গোছের ব্যাপার বলে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘদের ওপর আক্রমণ বন্ধ করতে ইউনূস সরকারকে বার্তা দিয়েছে দিল্লি। কিন্তু তারপরেও সেখানে সংখ্যালঘূদের ওপর আক্রমণ

সম্প্রতি এমনই এক প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধাকে জুতোর মালা পরিয়ে চূড়ান্ত হেনস্তা করেন বিএনপি কর্মীরা। বরখাস্ত করে বিএনপি। কিন্তু তাতে জামাতপদ্বীদেব এই আচবণের তীর নিন্দা করে বিজেপি নেতা বলেন, 'এনাফ ইজ এনাফ। যা চলছে তার নিন্দা করার কোনও ভাষা নেই। আসলে বাংলায় একটা কথা আছে পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে। এটা সেরকম।'

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা

স্মবণ কবিয়ে দিয়ে শুভেন্দ বলেন 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আপনারা এমনই অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছিলেন। আমার ধারণা, জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে আমেরিকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মিলে এর ঘটনার অভিঘাত কমেনি। বাংলাদেশে সমাধান হবে। তাই আপনাদের আরও একট ধৈর্য ধরতে হবে।'

> পর্যবেক্ষকদের মুক্তিযোদ্ধার ওপর হেনস্তা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কিন্তু মক্তিযোদ্ধা ছাডা তাঁর আরেকটি পরিচয় হল তিনি আওয়ামি লিগের নেতা। এই ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণকে এক করে ফেলা ঠিক নয়।

হওয়া হলুদ ট্যাক্সি তুলে





পার্থদের জামিনের আর্জি খারিজ

তপোব্রত চক্রবর্তীর বিশেষ বেঞ্চে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ ৫ শিক্ষা অধিকতার জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গেল। বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের নির্দেশকেই মান্যতা দিল হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চ।

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, আদালত মনে করছে অভিযুক্তরা জামিন পেলে শিক্ষা ব্যবস্থায় তার প্রভাব পড়তে পারে। যাঁরা সততার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে দ্বিচারিতা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেনি। এক্ষেত্রে রাজ্যের আরও অগ্রণী ভূমিকার প্রয়োজন ছিল। লোকসভা

নিবচিনের আগে অভিযক্তদের নিয়ে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বডসডো সিবিআইয়ের মামলায় বিচারপতি রাজ্য সরকার অবস্থান জানায়নি। যা থেকে রাজ্যের সঙ্গে অভিযুক্তদের সম্পর্ক থাকার বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না।

বন্দ্যোপাধ্যায় છ বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে অভিযুক্তদের রায় নিয়ে ভিন্নমতের কারণে তৃতীয় বেঞে পার্থদের জামিনের মামলাটি যায়। মঙ্গলবার এই মামলায় রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। তখনই বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অযোগ্য প্রার্থীদের অনৈতিকভাবে চাকরি দিয়ে যোগ্য শিক্ষকদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠবে। রাজ্যের অসহযোগিতার বিষয়টি উল্লেখ করে বিচারপতি জানান, শিক্ষা অধিকতাদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাজ্যের গড়িমসি দেখা গিয়েছে। মুখ্যসচিবের তরফে অনুমোদনের বিষয়ে পর্যাপ্ত যুক্তি না দেওয়া এবং বারবার আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। যা থেকে অভিযুক্তদের রাজ্যের প্রশাসনের ওপর প্রভাব স্পষ্ট হয়েছে। এই বিষয়টিতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অপরাধ ঘটনায় আদালত চুপ থাকতে পারে

জামিনের আর্জি খারিজ করে দেওয়া হয়।

এদিনই নিম্ন আদালতে নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারক। ব্যাংকশাল আদালতে ইডিকে ভর্ৎসনা করে জন্যই তদন্ত প্রক্রিয়ায় দেরি হচ্ছে।' নিয়োগ দুর্নীতিতে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শেষ করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। ইডির তরফে মামলা সংক্রান্ত ও দুর্নীতি যুক্ত। ফলে এই ধরনের নথি অভিযুক্তদের আইনজীবীকে দেওয়ার কথা। কিন্তু এদিন বেশ না। সত্যের বহিঃপ্রকাশের জন্য ও কয়েকজন অভিযুক্তের আইনজীবী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এই ধরনের নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে অনুমোদন জানান, তাঁদের কাছে এই মামলা গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হলে দেওয়ার বিষয়ে রাজ্যের আরও সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি নেই। ইডির

তৎপর হওয়া উচিত ছিল। তারপরই তরফে নথি দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাঁরা এখনও হার্ড কপি পাননি তখনই বিচারক ইডির উদ্দেশে বলেন, 'ইমপ্রেস করার চেষ্টা করবেন না। মঙ্গলবারের মধ্যে অভিযুক্তদের নথিপত্র দিয়ে দিতে হবে। তবে ইডি সময় চাওয়ায় বিচারক জানান, বুধবার দুপুর আড়াইটের মধ্যে নথি দিয়ে দিতে হবে অভিযুক্তকে। ২৬ ডিসেম্বর সব অভিযুক্তদের সশরীরে ডিসেম্বরের মধ্যে নিম্ন আদালতে হাজির থাকতে হবে। ওই দিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল সহ ৫৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হবে। শীতকালীন ছটিতেও বন্ধ থাকবে না আদালত। রবিবার ছাড়া রোজই শুনানি হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারক। ফের যাতে চার্জ গঠনে দেরি না হয় তা জানিয়ে

রাজ্য জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল,

তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর রাজ্য জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই রাজ্য সরকার। সম্প্রতি রাজ্য থেকে একাধিক জঙ্গি গ্রেপ্তারের ঘটনায় রাজ্য সরকার ও শাসকদলের বিরুদ্ধে এদিন এই ভাষাতেই তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুর্শিদাবাদের সম্প্রতি

হরিহরপাড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে দুই উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করে ভিনরাজ্যের পুলিশ। ক্যানিংয়ে গ্রেপ্তার হওয়া জঙ্গির সঙ্গে তেহরিক-ই-মুজাহিদিনের পাক জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে বলে দাবি পুলিশের। হরিহরপাড়ায় ধৃত জঙ্গি এই দেশে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বানিয়ে দেড় বছর ধরে ভারতবিরোধী কাজকর্ম করে যাচ্ছিল তবিয়তে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবাদলের সূত্র ধরে রাজ্য ও সীমান্তের ওপারে নতুন করে অস্থিরতা তৈরির লক্ষ্যেই জঙ্গি সংগঠনগুলি আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আর সেই সূত্রেই রাজ্যের সীমান্ত এলকায় জঙ্গিদের উপস্থিতি নজরে আসছে। যদিও রাজ্যে জঙ্গি ও উগ্রপন্থীদের এই বাডবাডন্ডের জন্য রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের তৃষ্টিকরণ নীতিকেই দায়ী করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন, বিধানসভার বাইরে এক প্রশ্নের জবাবে শুভেন্দ বলেন. 'গোসাবার তেরোটা দ্বীপের মধ্যে একটাই বিএসএফের ঘাঁটি রয়েছে বাকি ১২টি দ্বীপ কার্যত অরক্ষিত। জেলেদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সন্দর্বনের জলপথকে ব্যবহার করে জঙ্গিরা দেশের ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে। কিংবা এই রাজ্যকে করিডর করে বাংলাদেশ, পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। এর জন্য দায়ী তৃণমূল দল ও রাজ্য সরকার।' শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যে মুসলিম লিগ ২-এর সরকার চলুছে। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, ফিরহাদ হাকিম, শওকত মোল্লা. শাহজাহানরা এদের মুখ। এই মডেল রাজ্যকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে।' রাজ্যবাসীকে করে বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের লোভে চুপ করে রয়েছেন, ভাবছেন ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

তাঁদের এর মাশুল দিতে হবে।' খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণের তদন্তে জানা যায়, জঙ্গি স্থানীয় তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। শুধু খাগড়াগড়ই নয়, রাজ্যে পরবর্তী একাধিক ঘটনায় অপরাধীদের সঙ্গে শাসকদল ও পুলিশের যোগাযোগ যখন সামনে আসছে, তখন জঙ্গিদের দিকে নজর না দিয়ে শুধু প্রতিবাদী আর বিরোধীদের গৌয়েন্দাগিরি করতেই ব্যস্ত এই সরকার বলে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। সিপিএম নেতা সজন চক্রবর্তী বলেন, 'জঙ্গি, দুষ্কৃতী, দুর্নীতিবাহিনীর প্রতি রাজ্য সরকার ও শাসক তৃণমূলের এত প্রশ্রয় কেন?'

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কিছুটা সাংগঠনিক রদবদল

জানুয়ারির শেষের দিকে পাহাড় সফর মুখ্যমন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর : দলে সাংগঠনিক রদবদল কিছ্টা সেরেই পাহাড় দিয়েই তাঁর জেলা সফর শুরু করতে চলেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বছর জানয়ারির মাঝামাঝি পার করে পাহাড়ে যাবেন তিনি। ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জন্মজয়ন্তীর দিন মুখ্যমন্ত্রীর পাহাডে থাকার কথা। সেই সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি জিটিএ'র সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা। পাহাড়ের পর উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি সহ সমতলের দু'একটি জেলাতেও যেতে পারেন তিনি। তাঁর প্রাথমিক সম্মতির পর নবান্নে তাঁর সচিবালয় মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচি নিয়ে তৎপর হয়েছে বলেই খবর। তবে জানুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেকটাই বেশি বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের খবর।

ওই সূত্র জানাচ্ছে, ২০২৬-এ বিধানসভা ভোট এবার মুখ্যমন্ত্রীর সফরের মূল লক্ষ্য হবে। সফর শুরুর আগে দলে সাংগঠনিক পরিস্থিতিও আরও গুছিয়ে নিতে চান। রদবদল নিয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ

পাঁচ মাস আগে সুপারিশ করার পরেও এখনও তা কার্যকর হয়নি।এই নিয়ে বিষয়টা দলের অন্দরে কিছটা ঘেঁটে রয়েছে। সরাসরি অভিষেকের সুপারিশে ঘাড় নাড়তে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী। এই নিয়েই মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ এক প্রবীণ মন্ত্রীর মন্তব্য, 'সুপারিশ করলেই সবসময় পুরোপুরি তা কার্যকর করা সম্ভব হয় না। দলনেত্রীর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। দলে দলনেত্ৰীই শেষ কথা বলে তাঁকে অনেককিছু ভাবতে হয়। রাজনৈতিক নেতারা অনেক সময় অনেক কিছু প্রকাশ্যে বলে থাকেন। বাস্তবে সে কথা কতটা কার্যকর হল বা হল না, সেটাই মূল কথা। রাজনৈতিক নেতারা এসব বোঝেন বিলক্ষণ। অভিষেক ২১ জুলাই তৃণমূলের

শহিদ সমাবেশে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, দলের সর্বস্তরে রদবদল দলের পদাধিকারীদের এলাকায় গত লোকসভা ভোটে দলের ফল ভালো হয়নি এমন লোকেদের সরিয়ে দেওয়া হবে। আগামী তিন মাসের মধ্যেই এটা রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গেও দলের নেতা-কর্মীরা দেখতে পারেন। সুযোগ হলে তাঁর কথা হবে।

সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক তাঁর রদবদলের সুপারিশ দলনেত্রীর হাতে দিয়ে চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে চলে যান। তারপর থেকে পাঁচ মাস কেটে গিয়েছে। কিন্তু রদবদলের সুপারিশ চূড়ান্ত করেননি দলনেত্রী। এইখানেই দলের অন্দরমহল বর্তমানে কিছুটা ঘেঁটে আছে। প্রবীণ

> অনুযায়ী, জেলা সফর শুরুর আগৈ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সীমাবদ্ধতার মধ্যেই দলে রদবদল কিছুটা হলেও সারতে চান। আচমকা দল ও প্রশাসনে এখনও পর্যন্ত কিছটা অদলবদল করে দলে তাঁর কর্তৃত্বই যে শেষ কথা, তার প্রমাণ দিয়েছেন দলনেত্রী। এবার ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে ঝাঁপাতে মুখ্যমন্ত্রী দল ও প্রশাসনের সার্বিক পরিস্থিতি তাঁর কবজাতেই রাখতে চান। এবার ওই লক্ষ্যেই জেলায় জেলায় যাবেন তিনি। পাহাডে সরকারি কর্মসূচির বাইরে সেখানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আঁচ পেতে দ'একটি বৈঠকও করতে পারেন তিনি। জিটিএ ছাডাও অন্যান্য

ওয়াল পেন্টিংয়ের সামনে চ্যাপলিন বেশে বহুরূপী। কলকাতায়। -আবির চৌধুরী

ফুটপাথেই আজ

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর বড়দিনেই 'কলকাতার যিশু'র জন্মদিন। ফুটপাথের কঠোর বাস্তবে বেড়ে ওঠা যিশু এখনই বোঝে জীবনের বাস্তবতা। রাত বড়দিন। ত্রিপলের ছাউনির ফাঁক থেকে আলোর রেখা উঁকি দিলেই ঘুম ভাঙবে তার।



মায়ের সঙ্গে যিশু।

উঠেই সে দেখবে রকমারি উপহার মাথার কাছে রাখা। তবে সে জানে, ওই উপহার সান্তাক্রজের পাঠানো নয়। বরং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যার আঁচলের আশ্রয়ে তার বেড়ে ওঠা সেই মা-ই তার আসল সান্তা। রাজভবনের উত্তর গেটের পাশের ফটপাথই কিষান দাস ওরফে গোরির বৈড়ে ওঠার ঠিকানা। মা মিনতি দাসের আদরের গোরি আধো আধো

গলায় বলে, 'আমি গরিবের ডাক্তার হবো।' এই যিশুরই জন্মদিন পালন হবে বাবুঘাটের গঙ্গাপাড়ের ছোট ঝুপড়ি ঘরে। ২৫ ডিসেম্বর আলো ঝলমল

শহরে কলকাতার যিশুর ঘর থাকবে আঁধারেই। ত্রিপলের ঘরে শুধু পথবাতির প্রবেশাধিকার। তাই দুপুরেই মাংস, ভাত, পায়েস ও কেক দিয়ে হবে গোরির জন্মদিন পালন। মা মিনতি দাস ও তাঁর দুই ছেলে, এক মেয়ের সঙ্গে থাকেন রূপান্তরকামী জ্যোতি। সন্ধেয় ফুটপাথ থেকে ফিরে ওই জ্যোতির সঙ্গে গোরির মা তার জন্য উপহার কিনে এনেছেন তারপর লাল মোজায় চকলেট, লজেন্স, পেন্সিল, রাবার সহ নানা সামগ্রী ভরে ঘুমন্ত গোরির মাথার কাছে রেখেছেন উপহার।

সোম থেকে বৃহস্পৃতিবার পর্যন্ত ময়দানে ক্লাবের মাঠের কাজেই ব্যস্ত থাকেন গোরির বাবা মালি সুকুমার দাস। প্রায়ই বাবা বা মায়ের সঙ্গে মাঠে যায় সে। নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন মিনতি। ছেলেকে পড়াতে আরও বেশি টাকার প্রয়োজন। তাই বললেন, 'ও একটু বড় হলে আরও কাজের উপায় খুঁজব যাতে ওকে পড়ানো যায়, টিউশান দেওয়া যায়। ওর স্বপ্ন পূরণ করবই।'

ফের সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান

আরজি করের ঘটনার সাডে চার মাস পরেও কোনও বিচার মেলেনি। সিবিআই যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টাই করা হয়েছে। এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে মঙ্গলবার সিজিও দপ্তর অভিযান করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে প্রতীকী তালা ঝোলান তাঁরা। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে তুমুল ধস্তাধস্তি হয়। অপরদিকে, ধর্মতলায় সিনিয়ার ডাক্তাররা বিচার চেয়ে অবস্থানে বসেছেন।

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর

এদিন দুপুর ২টো নাগাদ জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশাপাশি নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী ও বিভিন্ন ডাক্তারদের সংগঠনের সদস্যরা সিজিও কমপ্লেক্সের কাছে যান। সেখানে মেন গেটে প্রতীকী তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ সেই তালা খুলে ফেললে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আন্দোলনকারীরা। পুলিশ ব্যারিকেড দিলে সেই ব্যারিকেড ভেঙে ফেলেন তাঁরা। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ. সম্প্রতি সিএফএসএল-এর যে রিপোর্ট এসেছে,, তাতে বলা হয়েছে ওই চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনা একজনের পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়। সিবিআই কেন সবকিছু জেনেও চার্জশিটে এই বিষয়গুলি তুলে ধরেনি। কাকে আড়াল করা হচ্ছে?

আচাৰ্য ছাড়াই সমাবর্তন

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর : বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্যপালের সংঘাতের মধ্যেই মঙ্গলবার সমাবর্তন শুরু হল যাদবপুরে। তবে, এদিন রাজ্যপাল না গেলেও তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি জিতেন্দ্রনাথ রায় সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত ও সহ উপাচার্যের উপস্থিতিতে 'কোর্ট বৈঠক' শুরু হয়। এরপরই শুরু হয় সমাবর্তন।

কাঞ্চনের মেয়ের জন্মের বিল ৬ লক্ষ

দিয়েছেন বিচারক।

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর অভিনেতা তথা উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক সম্প্রতি কন্যাসন্তানের হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী শ্রীময়ীর কোল আলো করে জন্ম নিয়েছে 'কৃষভি'। এই সন্তানের জন্মের জন্য খরচ হয়েছে ৬ লক্ষ টাকা। বিধানসভায় জমা পড়েছে সেই বিল। সাধারণত বিধায়ক বা তাঁর স্ত্রীর হাসপাতালের বিল জমা দিতে হয় বিধানসভায়। সেই খরচ পান তাঁরা। হাসপাতালের চিকিৎসার খরচের কোনও উর্ধ্বসীমা থাকে না। তবে চশমার ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ ৫ হাজার টাকায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সন্তান জন্মানোর জন্য খরচ ৬ লক্ষ টাকা হওয়ায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে বিধানসভায়।

এক্ষেত্রে যে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা হয়েছে শ্রীময়ীর, সেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিচ্ছে ২ লক্ষ টাকা। চিকিৎসক নিচ্ছেন ৪ লক্ষ টাকা বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, খতিয়ে দেখা হবে। এই নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে বিধায়ককে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে। প্রয়োজনে ওই বেসরকারি হাসপাতাল কর্তপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হবে। এমনকি যে চিকিৎসককে দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে, তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কাঞ্চন এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। আবার ধোঁয়াশাও রেখে দিয়েছেন অতীতে উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র তাঁর চশমার বিল বিশাল দেখিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধমকে তিনি বিলটি তুলে নেন। এবার কী হবে, সেটাই প্রশ্ন।

'যতদূর যেতে হয় যাব': নিযাতিতার বাবা

আরজি করের নিযাতিতার বাবা-মায়ের আবেদনে আপাতত সাডা দিল না কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ। ধর্ষণ ও খুনে কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে পর্যাপ্ত তদন্তের আবেদন জানিয়েছিলেন নিযাতিতার বাবা-মা। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ সমগ্র বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারাধীন রয়েছে। তাই বিচারবিভাগীয় বজায় শৃঙ্খলা রাখতে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ থেকে তদন্ত প্রক্রিয়ার নজরদারি নিয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও অনুমোদন প্রয়োজন। তা পেলেই একক বেঞ্চ এই আবেদনের ভিত্তিতে তদন্তের তত্ত্বাবধান করতে পারবে।

এদিন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকরাও আদালতে হাজির ছিলেন। ৩ বস্তা নথি আদালতে আনা হয়। নিযাতিতার পরিবারের আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্ৰ আদালতে দাবি করেন, মামলা সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে চলছে এমন কোনও নির্দেশ নেই। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে যথাযথ তদন্তের আবেদন জানানো হয়। সেখান থেকে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৫ জানয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিন নিযাতিতার বাবা সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান, 'আমরা হতাশ নই। সুবিচারের জন্য যতদূর যাওয়ার যাব। দেরি হলেও যে কোনওভাবে সুবিচার আদায় করব।'

ন্তর মেয়াদ নিয়ে জল্পনা

অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে শুরু

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর : রাজ্য সভাপতি পদে সকান্ত মজমদারের মেয়াদ কি বাড়তে চলেছে? এমনই জল্পনা উঁকি দিচ্ছে রাজ্য বিজেপির অন্দরে। সূত্রের মতে, এক বছর কোনও মহল থেকে কেন্দ্ৰীয় নেতত্বের কাছে বিষয়টি বিবেচনার কথা জানানো হয়েছে। যদিও, এই বিষয়ে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য হলে নতুন বছরে ফেব্রুয়ারির গোড়ায়

পাওয়ার পর, বিধানসভা ভোটের নাম নিয়ে সংঘ ও বিজেপির মুখোমুখি হতে হাতে সময় পাবেন মধ্যে টানাপোড়েন। সংঘ ঘনিষ্ঠ সাকুল্যে এক বছরের মতো। '২৬-এর বিধানসভা ভোট রাজ্যে বিজেপির কাছে গুরুত্বের নিরিখে 'হয় এবার বাদেই রাজ্যৈ বিধানসভা ভোট। নয় নেভার'। তাই লড়াইয়ের জন্য সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই কোনও প্রস্তুত হওয়ার জন্য সময়টা যথেষ্ট নয়। তাই দলের একাংশ '২৬-এর নিব্যচন পর্যন্ত সুকান্তর মেয়াদ

বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করছেন। বিশেষত মেয়াদ বাড়ানোর করতে চায়নি দল। খব তাড়াতাড়ি জন্য দলের সংবিধান অনুযায়ী যখন কোনও বাধা নেই। যদি[©] সুকান্তর রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করতে মেয়াদ বৃদ্ধির সম্ভাবনায় আরও একটি

পারেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আলোচনা উঠে আসছে দলের চর্চায়, করতে চাইতে পারেন বিজেপির সেক্ষেত্রে নতুন সভাপতি দায়িত্ব সেটি হল পরবর্তী রাজ্য সভাপতির এক বিজেপি নেতা বলেন, নতুন সভাপতি হিসাবে অনেকে দিলীপ ঘোষ বা শমীক ভট্টাচার্যকে চাইছেন। অন্যদিকে, মহিলা মুখ হিসাবে দলের এক প্রভাবশালী অংশ অগ্নিমিত্রা পলকে রাজ্য সভাপতি করতে চান। জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে নিয়েও চর্চা রয়েছে দলে। ফলে নাম নিয়ে কাটছে না সংঘ-বিজেপিতে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সভাপতি হিসাবে সুকান্ত মজুমদারকেই আরও এক বছর বহাল রেখে দু'দিক রক্ষা

কেন্দ্রীয় নেতারা। রাজ্যে দলের শীর্ষ পদ নিয়ে দোলাচলের জেরে দলে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সংগঠন কার্যত দিশাহীন। তৃণমূল যখন '২৬-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠন ঢেলে সাজার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে. তখন বিজেপির অবস্তা তথৈবচ।

রাজ্য কমিটির উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ নেতা শংকর ঘোষ বলেন, 'বিজেপি একটি ক্যাডার বেসড পার্টি। দলের ওপরের তলায় কোথায়, কবে কী পরিবর্তন হবে সেদিকে তাকিয়ে না থেকে আমাদেব নিজ নিজ ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব রয়েছে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা উচিত।'

বুধবার, ৯ পৌষ ১৪৩১, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১৬ সংখ্যা

লজ্জা আমার-আপনার

লবাদকে ভয় পেয়ে যাওয়াই তাহলে ভবিতব্য। প্রতিরোধ করা লবাদকে ভয় পেয়ে যাওয়াই তাহলে ভাবতব্য! প্রতিরোধ করা নয়? নিদেনপক্ষে মোকাবিলা বা প্রতিবাদও নয়! তসলিমা নাসরিন যথাযোগ্য প্রশ্নটি আবার তুলেছেন। সম্প্রতি ফেসবুক পোস্টে তাঁর জিজ্ঞাসাটা সমাজের প্রতি তো বটেই, রাষ্ট্রের উদ্দেশেও। তিনি জানতে চেয়েছেন, দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে শুধু দাঙ্গাবাজদের ভয়ে শিল্প-সাহিত্যকে নিষিদ্ধ করা কেন? এই ভয়ের দেশ-কাল-স্থান নেই যেন। সর্বত্র। এই বাংলায়। ওপারে বাংলাদেশেও।

তসলিমার প্রশ্নটি তোলার প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ। গোবরডাঙা ও পাণ্ডুয়ায় নাট্যোৎসবে তাঁর লেখা উপন্যাস 'লজ্জা' অবলম্বনে নাটক মঞ্চস্থ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এ রাজ্যের পুলিশ। তসলিমা আদতে বাংলাদেশি হলেও বহু বছর ভারতে বসবাস করছেন। মনেপ্রাণে বাঙালি এই লেখিকা বাংলা ভাষার টানে দেশ থেকে নির্বাসন পর্বে থাকার জন্য বেছে নিয়েছিলেন কলকাতাকে। বদ্ধদেব ভট্টাচার্য মখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বামফ্রন্ট সরকার তাঁকে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল কয়েক ঘণ্টার নোটিশে।

যেমনভাবে শেখ হাসিনাকে আচমকা বাংলাদেশ থেকে তাডিয়ে নয়াদিল্লির বিমানে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল গত অগাস্টে। তসলিমাকেও নয়াদিল্লির বিমানে তুলে দিয়েছিল বুদ্ধদেবের পুলিশ। দুজনের কত মিল। আবার দুজনের বিরোধিতাও চরম। টানা ১৫ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এই লেখিকাকে স্বদেশে ফিরতে দেননি হাসিনা। ভয়, মৌলবাদীরা খেপে যাবে, অশান্তি করবে। ধর্মনিরপেক্ষতার বড়াই করেন যিনি, তিনি সেই মৌলবাদীদের শায়েস্তা করার পথে গেলেন না। স্বদেশি এক মহিলাকে

সেজন্য দীর্ঘ নির্বাসে কাটাতে হচ্ছে। আবার বুদ্ধদেব, হাসিনা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কত মিল! বুদ্ধদেবের মতো মমতা সরকারের পুলিশ তসলিমার সৃষ্টিকে নিষিদ্ধ করল। জানিয়ে দিল, নাট্যোৎসবে অন্য নাটক প্রদর্শনে বাধা নেই। কিন্তু 'লজ্জা'কে মঞ্চস্থ করা চলবে না। তসলিমার পোস্ট অনুযায়ী, পুলিশের যুক্তি সেই হাসিনা সরকারের মতোই। পুলিশ নাকি জানিয়েছে, তসলিমার নাটকটি মঞ্চস্থ হলে দাঙ্গা বাধবে। দাঙ্গা মোকাবিলা করে ধর্মনিরপেক্ষতার

আদর্শকে প্রতিষ্ঠার বদলে কোপ দেওয়া হল শিল্প-সাহিত্যকে। 'লজ্জা'র কাহিনীর প্রেক্ষাপট কিন্তু বাংলাদেশ। অন্য রাষ্ট্রের ঘটনা অবলম্বনে লেখা উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে এ রাজ্যে অশান্তির আশঙ্কা করা শুধু ভয় পাওয়া নয়, কার্যত ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা। নেপথ্যে সেই ক্ষমতার কারবারিদের ভোটব্যাংক অটুট রাখার তাগিদ। যে তাগিদ থেকে বুদ্ধদেব তসলিমাকে তাড়িয়েছিলেন, হাসিনা দেশে ফিরতে দেননি স্বদেশি লেখিকাকে।

একের পর এক হিন্দু নির্যাতন সত্ত্বেও বাংলাদেশে মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের নির্বিকার মনোভাবের পিছনেও সেই মৌলবাদকে ভয়। অর্থনীতিতে দেশে-বিদেশে সমাদৃত ইউনুস ব্যক্তিগতভাবে সম্ভবত অত পরধর্মে অসহিষ্ণু নন। মৌলবাদী ভাবনায় তিনি হয়তো জারিত নন। কিন্তু ক্ষমতা নিষ্কণ্টক রাখতে মৌলবাদকে তুষ্ট করে চলা তাঁর বাধ্যবাধকতা। সেজন্য চট্টগ্রাম আদালতে হিন্দু সন্যাসীর জামিনের আর্জিকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য দেখেও চুপ তাঁর সরকার।

ইসলামিক মৌলবাদ বাংলাদেশকে গ্রাস করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। এজন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা, শেখ মুজিবুর রহমানের ইতিহাস, স্মৃতি ইত্যাদি মুছে ফেলতে মরিয়া প্রয়াস শুরু হয়েছে। ইউনুস সরকার তাতে বাধা তো দিচ্ছেই না। উপরস্তু সেই প্রয়াসে শামিল হয়ে গিয়েছে। যমুনা নদীতে মুজিব সেতুর নাম বদলে দেওয়া, সেই শামিল হওয়ার সর্বশৈষ উদাহরণ।

শুধু তাই নয়, ইউনূস মুখে নিন্দা করলেও সেদেশের কুমিল্লায় অত্যন্ত পরিচিত মুক্তিযোদ্ধার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে অপমান, সেই প্রয়াসের অঙ্গ। শুধু রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্র নীরব নয়, সামাজিক পরিসরেও প্রতিবাদের স্বর এখনও অত্যন্ত ক্ষীণ। যে কারণে তসলিমাকে আক্ষেপ করতে হচ্ছে, আর কত যুগ এসব কথা তিনি একা বলে যাবেন! প্রশ্নটি কি আমাদের সবার হতে পারে না?

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসম্ভণ্টি প্রশমন আর স্তাব-কতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমন্ততা, ঈর্যা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতপ্তি। তৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর



আলোচিত

সম্পাদকীয়

ইউনৃস সরকারের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের প্রধান তাজুল ইসলাম অতীতে যুদ্ধ অপরাধীদের হয়ে মামলা চালিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, ইন্টারপোল হাসিনার বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করেছে। যা চরম মিথ্যে এবং ষড়যন্ত্র। ইউনূস সরকার বিচার বিভাগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। - সজীব ওয়াজেদ জয় (শেখ হাসিনার ছেলে)



ভাইরাল

ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন আন্তর্জাতিক স্পেস সেন্টার থেকে। এবার সেখানেই বড়দিন উপভোগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সুনীতা উইলিয়ামস ও তাঁর সঙ্গী। সেই আনন্দের ছবি শেয়ার করেছেন মহাকাশচারী নিজে। পৃথিবী থেকে পাঠানো গিফট দিয়ে স্পেস সেন্টার সাজিয়েছেন তাঁরা। স্পেশাল খাবার বানানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।



\$\$\$8 আজকের দিনে জন্ম প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী



১৯৭৭ জীবনাবসান হয়

মোজা–মাদটা

বাঙালি ছেলেমেয়েদের প্রেম হয় সবচেয়ে বেশি শুনেছি সরস্বতীপুজোর সময়, আমার তেমনই এই বড়দিনের মাসে। বাঙালি হয়েও উলটো সময়ে প্রেমে পড়তাম। গিটার বাজিয়ে ক্লিফ রিচার্ডের গান করতাম। মেয়েরা আকর্ষণ বোধ করত।



ভ্যাটিকানে বড়দিন, চার্চে সময় কাটানো মধুর স্মৃতি

অঞ্জন দত্ত

বড়দিন। রঙিন আলো, জমিয়ে ঠান্ডা, গরম জামা, সান্তাক্লজ, ক্যারল, কেক, ওয়াইন, উপহার থেকে শুরু করে পার্ক স্ট্রিট, বো ব্যারাক, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল। বড়দিনে বাঙালির কাছে বেশ পরিচিত। ক্রিসমাস আমার কাছে খুবই স্পেশাল। বিশেষ করে 'ক্রিসমাস ইভ' অর্থাৎ ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে শুরু করে রাত ১২টার 'মিডনাইট মাস'।

বড়দিন আমার কাছে দুর্গাপুজোর থেকেও খানিক বেশিই স্পেশাল। একই পাড়ায় প্রচর পার্সি, আর্মেনিয়ান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, খ্রিস্টান পরিবারের সঙ্গে বেড়ে ওঠার প্রভাব তো রয়েইছে। এছাড়া, দাদুর আমল থেকেই ক্রিসমাস ইভে আমাদের বাড়িতে গেট টুগেদার হয়ে আসছে। সেখানে কাউকে আলাদা করে নিমন্ত্রণ করার প্রয়োজন পড়ে না। যাঁরা জানেন তাঁরা নিজেরাই চলে আসেন। আমাদের চিরকালই ক্রিসমাস ইভ অর্থাৎ ২৪ তারিখ বড় করে সেলিব্রেট হয়। ওই দিনটা বেশি স্পেশাল।

বডদিন বা নিউ ইয়ারে ভিড় উপচে পড়ে পার্ক স্ট্রিটের বিখ্যাত রেস্তোরাঁগুলিতে। কিন্তু পার্ক স্ট্রিট পছন্দের জায়গা হলেও বড়দিনের খাওয়াদাওয়া বাড়িতেই আমরা সারি, একসঙ্গে। বাড়িতেই লাঞ্চ বা ডিনারে টার্কি হয়। একসঙ্গে খাওয়া হয়। কোথাও গিয়ে বড়দিন উদযাপন আমরা করি না। ব্রিটিশ অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ওঁদের মতোই ক্রিসমাসটা বাড়িতে সেলিব্রেট করার অভ্যেসটাই চলে এসেছে ছোটবেলা থেকে।

ক্রিসমাস মানেই কেক মাস্ট। আমার স্ত্রী ছন্দা কেক তৈরি করেন। নীল-এর বিয়ের পর ওঁর স্ত্রীও ক্রিসমাসে কেক বানান। 'নাহুমস' থেকে একটা কেক আসেই, সেটা নিশ্চিতভাবে আসে। আর সঙ্গে টার্কি।

আমার ব্যান্ড থাকলেও ক্রিসমাসের সময় অনুষ্ঠান করি না। ২৪ ডিসেম্বরে বাড়িতে আমাদের গেট টুগেদারটা হয়ই। ওটা কখনও বন্ধ হয় না। দু'বছর আমি ছিলাম না, একবার লন্ডন আর একবার ইতালি গিয়েছিলাম। তখন নীল ওই পার্টিটা চালিয়ে গিয়েছে। নীল না থাকলে আমি চালাই। কারণ আমরা জানি মানুষ আসবেনই। আমি তাঁদের আটকাতে চাই না। অনেকেই সকাল থেকে ফোন করেন। জিজ্ঞেস করেন যে, শুনেছি আপনার বাড়িতে এরকম হয়, আমরা আসতে পারি কি? তাঁদেরকে ডেকে নিই। অনেকে নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আসেন। নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়। অনেকের সঙ্গে সারা বছর দেখা হয় না কিন্তু এই দিনে তাঁরা চলে আসেন ঠিক।

ক্রিসমাস সবসময়েই খুব আনন্দে কেটেছে। এক-দু'বছর ভারতের বাইরে কাটিয়েছি। একবার বড়দিন পালন করতে গিয়েছিলাম ইতালিতে। ভ্যাটিকানে বডদিন পালন করেছিলাম সেইবার ছন্দার সঙ্গে। সিস্টিন চ্যাপেল দেখা, ভ্যাটিকানে বড়দিন পালন করা, সেখানে



ছিল ভ্যাটিকানের ভিতরে ক্রিসমাস দেখার। সেখানে পোপ কী কী করেন সেটা দেখা, ওঁদের 'মিডনাইট মাস'টা করার ইচ্ছে ছিল। সেটা আমি করতে পেরেছি।

যখন ছোট ছিলাম, পার্ক স্ট্রিটে ক্রিসমাসের তখন অন্য মজা ছিল। রাত ১২টার সময়ে ওখানে সকলে একত্রিত হতেন। নিয়ম করে যাওয়া হত। অজস্র মানুষ আসতেন পার্ক স্ট্রিটে একে অপরকে 'মেরি ক্রিসমাস' জানাতে। প্রত্যেকটা রেস্তোরাঁ থেকে সকলে বেরিয়ে আসতেন রাস্তায়। কেউ কাউকে চেনেন না. কিন্তু শুভেচ্ছা জানাতেন। তখন তো রেস্তোরাঁয় খেতে যেতাম না কিন্তু গাড়ি করে রাত ১২টায় পার্ক স্ট্রিটে নিয়ে যাওয়া হত। এখন সেই প্রথাটা নেই আর। কিন্তু বড়দিনে পার্ক স্ট্রিট সাজানোর নিয়ম এখনও চলছে। এই ট্র্যাডিশনটা আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয়। এখন একটা মেলা মতো হয়। সেখানে দু'তিন বছর গেছিও সকালের দিকে। আমার কাছে এটা খুব ভালো লাগার এবং খুব জরুরি একটা প্রথা।

আমার সিনেমা 'বো ব্যারাকস ফরএভার'। কলকাতার বুকের বো ব্যারাকে সত্যিই সিনেমার মতো করেই বডদিন উদযাপিত হয়। আমার মতে, কলকাতা বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা একটি শহর। কলকাতার এই ঐতিহ্য বা ইতিহাসটাকে ধরে রাখতে পারলে ভালো হয়। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে. কলকাতা কোনও একটা উৎসবে নয়, বরং পুজো, বড়দিন সবকিছুতে মেতে উঠবে। সেটাই আমাদের ইতিহাস।

কলকাতা বিষয়ে এত কথা বললেও, আমার জীবনের অনেকটা জুড়ে দার্জিলিং। আমি বহুবার বলেছি, একটা সময় কলকাতা আমার ভালো লাগত না। বলা যেতে পারে, কলকাতা আমাকে নিজের মতো করে আঁকডে ধরে নিয়েছে। আমি যখন দার্জিলিং থেকে চলে এলাম, তখন বারবার ভেবেছি পালিয়ে যাব। বাড়িতে রীতিমতো ঝগড়া করতাম। কিন্তু এই শহরের প্রতি ভালো লাগাটা তোর হল পরে, যখন বাদল সরকারের সঙ্গে আজানের সুর— মনে হয়, আমি যেন পাকিস্তানের একটা স্মৃতি। ওখানে তো অজস্র গির্জা। আমার খুব ইচ্ছে আমার আলাপ হল। নাটকের সূত্রে বাদলবাবু বিভিন্ন কোনও শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কলকাতার ভিতরে ছোট ক্রমশ খুইয়ে ফেলছি আমরা।

এক্সারসাইজ দিতেন আমাকে। যেমন ধরুন, কলকাতার কোনও ভিড় রাস্তায় আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলতেন, 'আট ঘণ্টা পরে আমি কলকাতার কোথায় থাকতে পারি, সেটা আন্দাজ করে চলে এসো।'

বাদলবাবুর কথাটা মানতে হলে তো, আমাকে কলকাতার গলিঘুঁজি তো চিনতেই হবে। বাদলবাবু কী ভাবেন, কোথায় যেতে ভালোবাসেন, সেটাও জানতে হত! প্রথম প্রথম ভীষণ অসুবিধে হত। কিন্তু দেখলাম. এইভাবে কলকাতা চিনে গেলাম। এই চেনাটা আরও গভীর হল মূণাল সেনের সান্নিধ্যে এসে। 'চালচিত্র' করার সময় আমি মূণালদার প্রেমে যতটা পড়লাম, ওঁর মাধ্যমে কলকাতাও অতটাই কাছের হয়ে গেল।

পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালি ছাড়া আর কোনও জাতি দেখতে পাবেন না, যারা ক্রিসমাসকে বড়দিন বলে! এই বাঙালি জাতিই তো ক্রিসমাসকে আপন করে নিয়েছে! শুধু তাই নয়, ২২-২৩ তারিখ থেকে টানা ১ তারিখ পর্যন্ত আলোর মালায় সাজিয়ে, পার্টি করে, কেক খেয়ে, গানবাজনা করে উৎসবকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যে, সেটা প্রায় দুর্গাপুজোর মতো কার্নিভালে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, আমার মধ্যে যে কসমোপলিটান একটা ছাপ, সেটা তৈরির পিছনে বো ব্যারাকের একটা অবদান আছে। আমার দাদুর তৈরি বাডিতে আমি সারাক্ষণ বিভিন্ন রকমের মানুষ আসতে দেখেছি। সেখানে অ্যাংলো যেমন ছিলেন, ছিলেন হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ।

थुव ছোটবেলার কথা বলি। দার্জিলিংয়ে থাকার কারণে বড়দিনের কলকাতাকে সেভাবে পাইনি। পাঁচ বছর বয়সে দার্জিলিং যাত্রা, ১৬-১৭ বছর পর্যন্ত ওখানেই থাকা। সে সময় দার্জিলিং এত ঘিঞ্জি ছিল না। এরপর কলকাতায় ফিরলাম। ধীরে ধীরে একটা বন্ডিং তৈরি হল ৷ যেমন, এখানকার নানাবিধ খাবারদাবার, রাস্তায় কাবাব, চারদিকে বিরিয়ানির গন্ধ, বিফের গন্ধ, বোরখা,

তখন কম বয়স। একটা অন্য ঘোর। শরীরে-মনে অনেক বেশি চাওয়া। সত্যি বলতে, সেন্ট জেমস চার্চে বড়দিনের প্রার্থনায় যেতাম মেয়েদের পাশে বসার জন্য। মা-বাবার বারণ ছিল না। এমনও হয়েছে, প্রার্থনা শেষে হয়তো সেই মেয়েটির হাতে হাত রেখে বেরিয়ে পড়েছি কলকাতার পথে। আমার প্রথম বান্ধবী আলিস্যান। ওর বাবা জার্ডিন। জন্তু-জানোয়ারের ব্যবসা করতেন। আমার বাড়ির একেবারে বিপরীতেই থাকতেন। নিউ মার্কেটে তাঁদের দোকান ছিল। বড়দিনে ওদের বাড়ির জানলায় স্পিকার লাগাত। সেখান থেকে ভেসে আসত জিম রিভস-এর গান। সেই গান শুনতে শুনতে বড়দিনের মানেটাই বদলে যেত আমার কাছে। অ্যালিস্যান আমাদের বাড়ি আসত। আমিও যেতাম। বড়দিনে ওদের বাড়িতে ঘি-ভাত, খানিকটা আমাদের পোলাওয়ের মতো আর মিট বল খাওয়াত। অপর্ব! কিন্তু ওরা চলে গেল অস্টেলিয়া। মেরি অ্যান... মেরি মেরি অ্যান... আমার গানে বেঁচে রইল অ্যালিস্যান। 'নোনা দেওয়াল থেকে যিশু ছলছল চোখে হাত তুলে আশ্বাস দেয়, এখনও!' আমি সেন্ট্রাল কলকাতার যে পাড়ায় থাকি

তার একটা কসমোপলিটান চেহারা আছে। একটা আর্মেনিয়ান, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ইতিহাস আছে তার। সত্যি সত্যিই আমার পাড়ায় মাইক বাজিয়ে যিশুপুজো হয়। পাড়াটা তার নিজস্ব ঢঙে ক্রিসমাস পালন করে। বাঙালি ছেলেমেয়েদের প্রেম হয় সবচেয়ে বেশি শুনেছি সরস্বতীপুজোর সময়, আমার তেমনি এই বড়দিনের মাসে। আমি বাঙালি হয়েও উলটো সময়ে প্রেমে পড়তাম। গিটার বাজিয়ে ক্লিফ রিচার্ডের গান করতাম। মেয়েরা আকর্ষণ বোধ করত। একবার এক বাঙালি মেয়ের প্রেমেও পড়েছিলাম এই বড়দিনে। তবে সে প্রেম বেশিদিন টেকেনি। তখন এমএ পড়ছি। নিউ ইয়ারে গিটার বাজিয়ে গান করছি। ওই সময় ছন্দার সঙ্গে আলাপ। পরে আমরা বিয়ে করি। তার আগে আরও নানান ঘটনা। আমার প্রথম গানের অনুষ্ঠানও শীতকালে। গান গেয়ে আমার নামডাক হয়েছে। গান গেয়ে মানুষের সবচেয়ে বেশি কাছে এসেছি, ভালোবাসা পেয়েছি। কিন্তু সত্যি কথা হল, জীবনে যা হতে চেয়েছি, তা হতে পারিনি। সত্যি এ জীবনে আমি ভালো অভিনেতা হতে চেয়েছি। কিন্তু তা হতে পারিনি। গানই আমার পরিচয়। অভিনেতা হিসেবে সেভাবে পরিচিতি পাইনি। বড়মাপের পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি, কিন্তু বড় অভিনেতা হতে পারিনি। আমি এখন আর নতন করে অভিনেতা হওয়ার চেষ্টা করি না। আমি মনে করি, একটা সময় যেভাবে অভিনেতা হওয়ার জন্য কাজ করেছি, তা এখন আর সম্ভব নয়। যদি বয়স কম হত, তাহলে অভিনেতাই হতে চাইতাম। গান না গাইলে হয়তো হারিয়েই যেতাম।

সে যাইহোক, এই শীতকালের বাঙালি, বডদিনের বাঙালি একেবারে অন্য রকম! শুধু একটাই দুঃখ, সারা পৃথিবীর বহু জায়গায় একটা কলোনিয়াল পাস্ট আছে, অথচ আমাদের এখানে সাবেকিয়ানাটা নম্ভ হচ্ছে। এই হারিয়ে যাওয়াটা বড় দুঃখের, কস্টের। কোথায় গেল

প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব অবহেলার শিকার

হরিরামপুর এবং কুশমণ্ডি ব্লক ও প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার করছেন এবং লিখে চলেছেন। কিন্তু ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা, গুপ্ত এবং পালযুগের প্রচুর প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনের অতীত ইতিহাস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চারপাশে। সরকারি অবহেলায় এবং স্থানীয় মানুষজনের অজ্ঞতার কারণে সেসব প্রত্নচিহ্ন আজ অবলুপ্ত হতে চলেছে। যদিও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার 'ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ' বেশ কয়েক বছর ধরে ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়মিত স্মারকলিপি পেশু করে চলেছে। তবুও আজ অবধি এই প্রাচীন প্রত্নক্ষত্রগুলির কোনও রূপ চিহ্নিতকরণ বা সংরক্ষণ কিছুই হুয়নি।

বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক অধ্যাপক হিমাংশুকুমার সরকার **সুরজ দাশ, বালুরঘাট।**

জেলার বিগত ৫০ বছর ধরে এতদ অঞ্চলের অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত কোনওরকম সরকারি উদ্যোগ চোখে পড়েনি। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় মাঝেমধ্যেই মাটি খুঁড়লে উঠে আসে প্রাচীন ইতিহাস। বিস্তীর্ণ এলাকার প্রত্নক্ষত্রগুলো এলাকার মানুষ ইট-পাথর তলে নিয়ে গিয়ে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত কাজে লাগাচ্ছেন বিগত কয়েক দশক ধরে।

> আমরা চাই এই সব প্রাচীন প্রত্নক্ষত্র দ্রুত চিহ্নিত হোক এবং সংরক্ষিত হোক। আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে, এই প্রাচীন প্রত্ন ইতিহাস চিহ্নিতকরণ এবং সংরক্ষিত হলে উঠে আসবে ইতিহাসের অজানা কথা।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জ্রশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সর্নণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ড বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস: সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন: সম্পাদক ও প্রকাশক: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬,

৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail: uttarbanga@hotmail. com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সার্কুলেশন: ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ:

চাকরি সংকোচন ও অন্ত্যজ শ্রেণির দুরবস্থা

সরকারি চাকরির সংকোচন, বেসরকারিকরণ এবং ক্রমবর্ধমান চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, পশ্চিমবঙ্গ তথা সামগ্রিক ভারতের আর্থসামাজিক কাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সমাজের সব স্তরের মধ্যে এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়লেও সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা অন্ত্যজ শ্রেণির উপর এই প্রভাব খবই মারাত্মক।

দুই দশক আগে পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল যখন স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ শুরু করে। এসএসসি নবশিক্ষিত বেকারদের কাছে, বিশেষ করে সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত বেকারদের কাছে ছিল আশীর্বাদস্বরূপ। স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিরপেক্ষতা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণজনিত সুবিধার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছিল অন্তাজ শ্রেণি থেকে উঠে আসা অনেক ছেলেমেয়েদের। ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দারিদ্র ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা জয় করতে পেরেছিলেন অনেকে। কোনও একজনের আর্থসামাজিক উত্তরণের দৃষ্টান্ত আরও অনেককে প্রচলিত জাতিগত পেশা ও সামাজিক বৈষম্য

সংকোচন, অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন কারণে এসএসসি'র



স্থবিরতা, সরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ এবং বেসরকারিকরণ, অন্ত্যজ শ্রেণির উত্তরণের পথ বন্ধ করেছে এবং পূর্ববর্তী প্রতিবন্ধকতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত জনগোষ্ঠী ক্রমসংকৃচিত চাকরির বাজারে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত উৎকর্ষতা, অথবা যোগাযোগ বা পরিচিতিজনিত সুবিধা থেকে অনেকাংশেই পিছিয়ে। তারা অনেকেই অতিক্রুম করে নতুন্ভাবে বাঁচার বিশ্বাসু জুগিয়েছিল। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত এবং মানসম্মত শিক্ষা কিন্তু সাম্প্রতিকালে সরকারি চাকরির ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বঞ্চিত। তাদের পক্ষে এই কাচন, অনাকাঞ্চ্চিত বিভিন্ন কারণে এসএসসি'র পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক

উত্তরণের পথ খোঁজা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

বর্তমান পরিস্থিতি অন্ত্যজ শ্রেণিকে আবদ্ধ রাখছে জাতিগত পেশায় অথবা নিম্ন আয়ের এমন কোনও পেশায় যা তার আর্থসামাজিক অবস্থান পরিবর্তনে অক্ষম। দেখা যাচ্ছে, অনেকে আটকে থাকছেন অলাভজনক পারিবারিক পেশায় অথবা পরিযায়ী শ্রমিকরূপে পাড়ি দিচ্ছেন অন্য রাজ্যে। তাই সরকারি চাকরি সংকোচন, বেসরকারিকরণ ইত্যাদি কারণে আর্থসামাজিক বিভাজন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং চিরাচরিত সামাজিক অসাম্য বজায় থাকছে। অসিতকান্তি সরকার, কামাখ্যাগুড়ি।

রেলগেট যখন থমকে দেয় সময়

সময়! সে আবার থমকে যেতে পারে? অবান্তর মনে হয় তাই তো? দিনহাটা-সাহেবগঞ্জ রোডের সংলগ্ন রেলগেটে কখনও আটকে পড়লে উপরিউক্ত বক্তব্যের সারবতা খুঁজে পাওয়া যায়। দিনহাটা চৌপথির থেকে রাস্তা সাহেবগঞ্জ রোডের রেলগেটের দিকে যতটা এগিয়েছে, প্রস্থে তার ততই খিঁচ ধরেছে। রেলগেটের সম্মুখে তার প্রস্থ এই রুটের সর্বনিম্ন। প্রতিদিন মোট আটবার রেলগেট এই রাস্তাটিকে অবরুদ্ধ করে।

এই সড়কটি মূলত দিনহাটা শহরের সঙ্গে নিগমনগর, সাহেবগঞ্জ, বামনহাটের যোগাযোগের মাধ্যম। প্রতিদিন এই রাস্তায় যানবাহন তথা যাত্রীর সংখ্যা বিস্তর।তাই দিনেরবেলা বেশিরভাগ সময়েই রেলগেট পড়লে শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস যায় দু'পাশে প্রায় কিলোমিটারখানেক

যানবাহন রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে যায়। গেট বন্ধ হয় ট্রেন ঢোকার

ক্রমশ বাড়তেই থাকে। আসল যন্ত্রণা পৌঁছানোর তাড়ায় যে যেদিকে পারে নিজের বাহনটি নিয়ে ঢুকে পড়ে। এই সময় এই রাস্তায় যানজট নিয়ন্ত্রণে কখনো-কখনো দু'একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে দেখা যায়। তবে বেশিরভাগ সময়েই তাঁরা থাকেন না। আটকে পড়া মানুষকে স্ব-দায়িত্বেই নিজের রাস্তা করে নিতে হয়।

এই রেলগেটের একপাশে রয়েছে ইংরেজিমাধ্যমের একটি স্কুল, অপর পাশে মহামায়াপাট চৌপথি। সকালবেলা স্কল-অফিসের সময়ে এই রেলগেট দিয়ে বামনহাট-

সেই সময় এই গেটে আটকে অনেকটা সময় আগে। তাই লাইন সেই সময়েই সকলের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে পৌঁছানোর তাড়া থাকে। শুরু হয় গেট ওঠার পর। গন্তব্যে বেশিরভাগ সময়ে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এতে কর্মক্ষেত্রে বিবিধ সমস্যায় পড়তে হয় চাকরিজীবীদের। অন্য পথচারীরাও সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না।

মাঝেমধ্যেই এই গেটে আটকে পড়ে অ্যাম্বুল্যান্স। তাতে কখনও থাকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত কোনও রোগী বা প্রসবযন্ত্রণায় কাতর কোনও মহিলা। ভাবুন তো কী অসহায় লাগে সেই রোগীর পরিজনের! উপরওয়ালাকে ডাকা ছাড়া আর কোনও পথ থাকে না তাঁদের।

দুপুরবেলা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস দিনহাটা স্টেশনে পৌঁছায় ২.১০ এবং উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ফেরে। নাগাদ, ছেড়ে যায় ২.১৫ নাগাদ।

রেলের নিয়মানুসারে পড়াটা নরকযন্ত্রণার শামিল। অথচ ঢোকার অনেক আগৈই গেট নামানো হয়। সেই সময় ছুটি হয় সাহেবগঞ্জ রোডের অপর একটি বেসরকারি স্কলের। লাইন দিয়ে তাদের বড় বড় বাসগুলো দাঁড়িয়ে যায় রেলগেটের সামনে। অধৈর্য হয়ে পড়ে স্কুল ফেরত বাচ্চাগুলো। এদিকে বাসগুলোর জন্য যানজট আরও বাড়তে থাকে।

এই সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। অবিলম্বে এই রেলগেটে আভারপাস বা ফ্লাইওভার তৈরি করতে হবে এবং সেই কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রেলগেটের যানজট ছাড়ানোর জন্য প্রতিদিন উপযুক্ত ট্রাফিক পুলিশ এখানে নিয়োগ করতে হবে। নইলে শ্বাসরুদ্ধকর এই অবস্থা থেকে শহরবাসী মুক্তি

বিশ্বজিৎ সাহা, দিনহাটা।



পাশাপাশি : ২। অল্প সময়ের ব্যবধানে জন্মানো একাধিক সন্তান ৫। যা সেবন করলে নেশা হয় ৬। সোনার মতো চকচকে ও উজ্জ্বল ৮। একটি ফুলের নাম ৯। অহংকার ১১।যে ব্যবস্থায় সরকারি অফিসাররাই সর্বেসবা ১৩। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্রিকা ১৪। সমুদ্রমন্থনে ওঠা ফুলগাছ।

উপর-নীচ: ১। ব্যাংকে রাখা টাকা ২। কপোত বা কবুতর ৩। যিনি ডাকের চিঠি বিলি করেন ৪। যা সহজে পাওয়া যায় ৬। সবজি অথবা বানর ৭। পরমাণুবাদের স্রস্টা ভারতীয় ঋষি ৮। মাসের প্রথম দিন ৯। দেব উপাসনার পবিত্র শব্দ ১০। লঙ্কার রাজা রাবণের ছেলে ১১। ইটের ভাঙা টুকরো ১২। বকশিশ দেওয়া ১৩। মার্গ সংগীতে সুরের সংখ্যা।

সমাধান ■ ৪০২১

পাশাপাশি: ১।বনবিবি ৩।সন্তাপ ৫।চিনির বলদ ৬।হিজল ৭। হায়না ৯।বঙ্গোপসাগর ১২।সামাল ১৩।নামাফিক। উপর-নীচ: ১। বহুব্রীহি ২। বিনুনি ৩। সরব ৪। পয়োদ ৫। চিল ৭। হার ৮। নাবালক ১। বয়সা ১০। পঞ্চিল ১১। গয়না।

বিন্দুবিসর্গ







(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এ পজিটিভ এ নেগেটিভ বি পজিটিভ বি নেগেটিভ এবি পজিটিভ এবি নেগেটিভ ও পজিটিভ

ও নেগেটিভ ■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ এ নেগেটিভ বি পজিটিভ বি নেগেটিভ এবি পজিটিভ এবি নেগেটিভ ও পজিটিভ

ও নেগেটিভ ■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল এ পজিটিভ এ নেগেটিভ বি পজিটিভ

বি নেগেটিভ এবি পজিটিভ এবি নেগেটিভ ও পজিটিভ

ও নেগেটিভ ধোঁয়ায় আতঙ্ক

কোচবিহার, ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার কোচবিহার বইমেলায় হঠাৎই ধোঁয়া দেখে চাঞ্চল্য ছডায এদিন রাতে রাসমেলা মাঠে বইমেলা চত্বরের সাংস্কৃতিক মঞ্চে লাইটপোস্ট থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ ছড়ালে শীঘ্রই সেখানে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছায়। তবে আগুন লাগার আগেই বিদ্যৎকর্মীরা পরিস্থিতি সামলে নেন। জেলা লোকাল লাইবেরি কমিটির সদস্য পার্থপ্রতিম রায় 'আগুন লাগেনি। লাইটপোস্ট থেকে বেরোচ্ছিল। খুব দ্রুত বিদ্যুৎকর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন।'

উপভোক্তা দিবস

কোচবিহার, ২৪ ডিসেম্বর ক্রেতাদের সুরক্ষা রক্ষায় জাতীয় উপভোক্তা দিবস পালিত হল কোচবিহারে। সোমবার ল্যান্সডাউন হলে হওয়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক রবি রঞ্জন, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস সহ অন্য

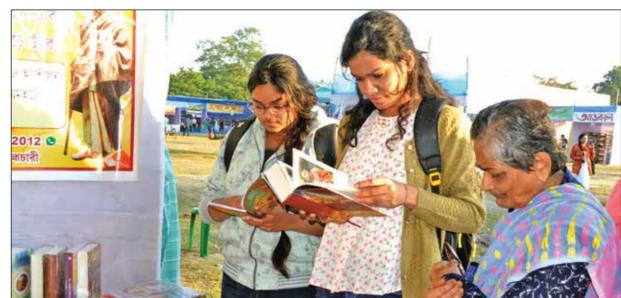
কম্বল বিলি

কোচবিহার, ২৪ ডিসেম্বর : [']জীতেন্দ্রনারায়ণের মহারাজা উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার জন্মদিন জীতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পড়য়াদের তরফে কম্বল বিলি করা হয়। কলেজের প্রশাসনিক ভবনে এই কর্মসূচি হয়েছে। পড়য়াদের তরফে কুন্তল ঘোষ বলেন, 'এদিন মোট ২৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।'

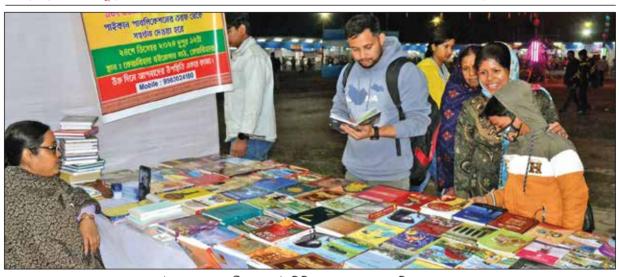
ভালোবাসা ছড়াবে আব্বাসউদ্দিনের ভাষা



ভাওয়াইয়ার হাত ধরে অনেক আগেই আন্তজাতিক মঞ্চে পৌঁছে গিয়েছে রাজবংশী ভাষা। মিলেছে রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি। তৈরি হয়েছে লিপি, ব্যাকরণ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক- রাজবংশীতে লেখার জগৎ ফুলে-ফলে ভরে উঠেছে। তবুও অভিজাতদের উঠোনে ঠাঁই হয়নি উত্তরের ভাষার। আজও দুয়োরানি করে রাখা হয়েছে রাজবংশীকে। বইমেলায় রাজবংশী পুজো পাচ্ছে বাঁ হাতেই। আলোকপাত করলেন-রাজবংশী প্রকাশনা সংস্থার মালিক ও লেখক



মঙ্গলবার কোচবিহারে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।



বইমেলায় রাজবংশী ভাষার বই বিক্রি হচ্ছে। মঙ্গলবার। ছবি : জয়দেব দাস

তথাকথিত অভিজাত ভাষাগুলির কাছে রাজবংশী আজও অনেকাংশেই উপেক্ষিত। রাজবংশী প্রকাশনা সংস্থা শুনলে আজও অনেকেই বাঁকা চোখে তাকান। বাবুরা নাক সিটকান। আজ থেকে কয়েক বছর আগেও বইমেলায় রাজবংশী প্রকাশনার স্টল ছিল কাৰ্যত অচ্ছুত। মেলায় অভিজাতদের দলে জায়গা পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। ইচ্ছে না থাকলেও চাঁদ সদাগরের বাঁ হাতে মনসাপুজো করার মতোই কোনও কোনও বইমেলায় স্থান পেয়েছি আমরা। এটা মনে দুঃখ দেয়। আবার নিজেদের দাবি আদায় করে নিতে পেরেছি সেটা ভেবে মনে বল

ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির শখ ছিল। একটা সময় ছিল যখন রাজবংশী ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে লিখে সেই লেখা নিয়ে প্রকাশকদের দারে দ্বারে ঘুরেছি। কিন্তু নানা অজুহাতে সবাই ফিরিয়ে দিয়েছে। কোনও লেখাই প্রকাশ পায়নি। বড প্রকাশনা সংস্থাগুলি থেকে রাজবংশী ভাষার বই প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা পোহাতে হত। তখনই মনের মধ্যে জেদ চেপে বসে। সিদ্ধান্ত নিই, নিজেই একটি প্রকাশনা সংস্থা খুলব। সেখান থেকে প্রকাশ পাবে নামী-অনামী সব লেখকদের বই। যেখানে গুরুত্ব পাবে রাজবংশী ভাষা।

২০১০ সালে কোচবিহার থেকেই রাজবংশী ভাষার প্রকাশনা সংস্থা খুলে পথ চলা শুরু করি। অনেক বাধাবিপত্তি এসেছে। সেসব কাটিয়ে এখন দশজন কর্মী আমাদের সংস্থায় কাজ করেন। কয়েকশো লেখকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকে। তাঁদের লেখা রাজবংশী ভাষার কবিতা, উপন্যাস, নাটক, গল্পের বই নিয়মিত প্রকাশ করি আমরা। ১৪ বছর পর আমাদের ঝুলিতে দুশোটিরও বেশি রাজবংশী ভাষার বই রয়েছে।

আগের তুলনায় এখন রাজবংশী ভাষা নিয়ে চর্চা অনেকটা বেড়েছে। লেখকদের মধ্যেও এই ভাষা নিয়ে কাজ করার প্রবণতা বাডছে। ফলে রাজবংশী ভাষা এগোচ্ছে। নতুন পাঠক, যাঁৱা ৱাজবংশী ভাষা ঠিকমতো জানেন না তাঁদের কাছে এই ভাষার বই গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য আমরা নিয়মিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের মাটির ভাষা রাজবংশী নিয়ে যত বেশি চচা হবে ততই এই ভাষা আরও এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বই নিয়ে ব্যবসা মূল উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য হল রাজবংশী ভাষাকে ছড়িয়ে দেওয়া। তাই লাভ-লোকসানের কথা না ভেবেই আমরা কোচবিহারের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি শিলিগুডি সহ অন্যান্য বইমেলায় হাজির হই। ভবিষ্যতে কলকাতা বইমেলাতেও যাওয়ার চেষ্টা করছি। কাউকে অতিক্রম করা নয়, ব্যতিক্রম হয়ে সব মানুষের ভালোবাসা নিয়েই আমরা এগোতে চাই। ভাষা নিয়ে ভেদাভেদ দর করতে চাই।

কোচবিহারের বরাবরই রাজবংশী ভাষার বইয়ের চাহিদা থাকে। এবার প্রথম দিন থেকেই 'অভিধান', 'চ্যাতোন', 'শিপা কাটা জুঁই', 'ডাং ধারী', কবিতা ও উপন্যাসের বইগুলি বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও কোচবিহারের ইতিহাস, ভাওয়াইয়া ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা **সম্পর্কিত বইয়ে**র চাহিদা রয়েছে। নতন লেখকদের কাছে রাজবংশী ভাষায় বই প্রকাশ করা চ্যালেঞ্জের বিষয়। তাই আমরা নতন লেখকদের বই বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে প্রকাশ করছি। আমি বিশ্বাস করি, একসময় রাজবংশী ভাষার বইয়ের চাহিদা এতটাই বাড়বে যে নামী প্রকাশনা সংস্থাগুলি নিজেরাই এগিয়ে আসবে এই ভাষার বই প্রকাশের জন্য।

অনুলিখন : শিবশংকর সূত্রধর

গৌরহরি দাস

ধৃতিশ্রী রায় বর্মন

কোচবিহার, ২৪ ডিসেম্বর : পেশা হিসাবে শিক্ষকতাকে বেছে নিলেও শখ হিসাবে লেখালেখিও যাচ্ছেন। কোচবিহার জেলায় এমন শিক্ষকের সংখ্যা কম নয়। স্কুলে পড়ানোর পাশাপাশি অনেকেই লিখছেন নিজের প্রবন্ধ-উপন্যাস বা কবিতার বই। আবার অনেকেই করছেন সম্পাদনা। কিন্তু তাঁদের লেখা বইগুলি পাঠক মহলে সেভাবে জায়গা করে নিতে এবার সেই সমস্যা দূর করতে

কোচবিহার জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ও বাউলের প্ল্যাটফর্ম নামক একটি সাহিত্য পত্রিকার সহযোগিতায় কোচবিহার জেলা বইমেলায় তাঁদের একটি স্টলের বন্দোবস্ত হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন শিক্ষকের বইয়ের পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষক-পড়য়া মিলিত সৃষ্টিতে প্রকাশিত দু'একটি বইও। মেলায় এই স্টলে বসছেন খোদ লেখক-লেখিকারা। তাঁদের সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও।

বইমেলার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানোর পাশাপাশি

বাউলের খ্ল্যাটফর্মের অন্যতম স্রস্তা জানিয়েছিলাম শিক্ষকদের বইগুলির তথা কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডলকে ধন্যবাদ শিক্ষক মহল। সমরচন্দ্রের কথায়, 'আমাদের শিক্ষক-অনেক

স্টল আমাদেরকে দেওয়া হোক। অবশেষে কমিটি সেই কথা রাখায় জানিয়েছে আমরা কতজ্ঞ।'

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বইমেলায় শিক্ষিকা রয়েছেন, স্কুলের কাজকর্ম গিয়ে দেখা গেল, মেলা প্রাঙ্গণের

প্ল্যাটফর্ম হিসাবে মেলায় একটি



শিক্ষকদের বইয়ের সম্ভার। মঙ্গলবার। ছবি : জয়দেব দাস

সেরেও তাঁরা লেখালেখি চালিয়ে মাঝামাঝি যাচ্ছেন। অনেকের আবার লেখা ও ডানদিকে ১১৫ নম্বর বুকস্টলে সম্পাদনা করা বইও রয়েছে। কিন্তু নিজেদের সৃষ্টির সম্ভার সাজিয়ে প্রচারের অভাবে প্রতিভারা চাপা বসেছে শিক্ষক মহল। পাঠকরা পড়ে যাচ্ছে। তাঁদের কথা ভেবে রীতিমতো ভিড় করছেন বই

বইমেলা কমিটির কাছে আবেদন দেখতে, কিনছেনও। স্টলে যেতেই

চোখে পডল সমরচন্দ্রের সম্পাদিত বাউলের প্লাটফর্ম সাহিত্য পত্রিকা সহ তাঁর লেখা সাফল্যের নছিমিয়াঁ পাসওয়ার্ড শৌলমাবি হাইমাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক বিদ্যুৎ সরকার ও চরকেরকঠি দেওয়ানবস প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক বিকাশ চক্রবর্তীর লেখা 'খোলা চোখে', মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুলের শিক্ষিকা মাধবী দাসের লেখা 'গোল্লা ছুট', তুফানগঞ্জের সঞ্জয় মল্লিক ও গোপালপুর হাইস্কলের প্রধান শিক্ষক তপন দাসের লেখা 'তরাই ও ডুয়ার্সের ভেলাপেটা হাইস্কলের জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'অতীত ও ঐতিহ্য নাটাবাডি' সহ আরও প্রচুর লেখা ও সম্পাদিত বইয়ের ডালি।

লেখক তথা শিক্ষক বিদ্যৎ বললেন, 'শিক্ষকতা করার সঙ্গে আমরা লেখালেখিও করি। এতদিন সেগুলি পাঠকের দরবারে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্ল্যাটফর্ম পেতাম না। অবশেষে আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম দেওয়ায় ডিআই স্যুর ও বইমেলা কর্তপক্ষের কাছে আমরা কতজ্ঞ। শিক্ষক-লেখক মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল, জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের গলাতেও ধরা পড়ল একই সুর।



পলের প্রিয়াংকারা

কোচবিহার, ২৪ ডিসেম্বর : শীতের দুপুরে মিঠে রোদ গায়ে মেখেই 'উত্তর প্রসঙ্গ'–র স্টলে 'হাট' সম্পর্কিত একটি বই নেড়েচেড়ে দেখছিল ধলপল উচ্চবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী প্রিয়াংকা দাস। আর দু'একজন তখন উত্তরের নদনদী, কোচবিহারের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা শুনছিলেন পত্রিকার সম্পাদক দেবব্রত চাকির থেকে। এই প্রথমবার বিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক সঞ্জয় মল্লিকের সঙ্গে বইমেলায় এসেছে ধলপলের প্রিয়াংকা, রুবিনা পারভিন, দেব নন্দী, সমিত্রা দাস, টুবাই দত্ত, দিয়া দাস সহ একাদশ শ্রেণির ১৬ পড়য়া।

কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দুরের ধলপল থেকে তারা বইমেলায় এসেছে। তখন ১২টা পেরিয়েছে। বইমেলার মাঠের ভেতরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এক অকৃত্রিম হাসি সকলের মুখে। প্রথমবার বইমেলাকে উপভোগ করতে পেরে খুশি পড়য়ারা। তাঁদের সঙ্গে কথা বলৈ জানা গৈল, এর আগে বাবা-মায়েদের সঙ্গে

কোনওদিনই বইমেলায় আসা হয়নি। মেলার ঢোকার আগে টুবাই তার বন্ধুকে বলছিল, 'বন্ধু! বইমেলা কেমন হয়? সেখানে কী কী থাকে? কীভাবে এত বই একসঙ্গে সাজানো থাকে?' দিয়া নামে আরেক পড়য়া তার শিক্ষককে বলেই বসল, 'এই মাঠেই তো রাসমেলা হয়। এখানে আবার বইমেলাও হয়!'

হাসিমুখে তাদের প্রশ্ন এডিয়ে যান শিক্ষক সঞ্জয় মল্লিক। মেলায় ঢোকবার পর সারা দপর মেলার মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের স্টলে ঘুরল শিক্ষার্থীরা। কেউ হাতে নিয়ে দেখল গল্পের বই। কেউ বা থ্রিলার। কেউ আবার টিনটিন। দ'একজন লিটল ম্যাগাজিনের স্টলে গিয়ে দেখল তরুণ কবিদের লেখা গল্প এবং কবিতার বইও। প্রথমবার এই পড়য়াদের মেলায় পেয়ে অনেকেই তাদৈর প্রকাশনা সংস্থার বিভিন্ন বই উপহার দিলেন তাদের। উপহার পেয়ে রীতিমতো খুশি পড়য়ারাও। সঞ্জয় বললেন, 'আমরা তৌ ওদের নিয়ে সব জায়গায় যাচ্ছি। অথচ সুকৌশলে বইমেলাকে এড়িয়ে চলছি। শিক্ষক হিসেবে আমাদের

রাসমেলায় এলেও দায়িত্ব অনেক। মলত বইয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ওদের মেলায় আনা।'

> পড়য়াদের বইমেলায় দেখে চিলারায় এবং উত্তরা দেবী সম্পর্কিত প্রায় ১৬টি বই উপহার দেন লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্য পার্থপ্রতিম রায়। কোচবিহার সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বই উপহার দেন প্রাবন্ধিক দেবব্রত। এছাড়াও জয়ন্ত দত্ত, সুবীর সরকার, চন্দনা দে ভৌমিক, তাপস দাস চৌধুরী, তবুও প্রয়াস প্রকাশনা সংস্থার তরফে দেবোত্তম গায়েন পডয়াদের হাতে বেশ কয়েকটি

গল্পের বই উপহার হিসেবে দেন। বীরভূমের লাভপুরের তৃতীয় শ্রেণির ঋক বাগদি বড় হয়ে 'বোকা' হতে চেয়েছিল। তেমনি একদিন সঞ্জয়ের ক্লাসে ঘুরতে যাবার আলোচনায় কয়েকজন পড়য়া বলে উঠেছিল, 'সুযোগ পেলে আমরা বইমেলায় যেতে চাই।' ওই পডয়াদের কথা শুনে একপ্রকার 'তাজ্জব' হন তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পাবেন কোনওদিনই তাবা বইমেলায আসেনি। তারপর অবশ্য দিনকয়েক মধ্যে খ্ল্যানিং করেই তাদের বইমেলায় নিয়ে আসেন তিনি।

কর্মীর অভাবে ধুঁকছে লাইব্রোর

মেখলিগঞ্জে সমস্যার প্রতিকারে উদ্যোগ নেই কর্তৃপক্ষের

শুভ্ৰজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৪ ডিসেম্বর : একে বইপ্রেমীদের সংখ্যায় ভাটা, দোসর কর্মীর অভাব। যার জেরে ধুঁকছে মেখলিগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত এই লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৪ সালে। লাইব্রেরির অবস্থান শতাব্দীপ্রাচীন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশেই হওয়ার কারণে একসময় স্কুল টিফিনের সময় ও ছুটির পর ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে লাইব্রেরিতে জায়গা পাওয়া দুষ্কর ছিল। সেসব দিন এখন সোনালি অতীত। তখন গ্রন্থাগারিক ছাড়াও দুজন কর্মী লাইব্রেরিতে ছিলেন। কিন্তু পরপর দুজন কর্মী অবসরগ্রহণ করায় বর্তমানে গ্রন্থাগারিক বাদে আর কোনও কর্মী লাইব্রেরিতে নেই।

অন্যদিকে আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে বই পড়ার ধৈর্য বেশিরভাগ পাঠকদের আর নেই।স্থানীয় বাসিন্দা ও বইপ্রেমী রত্নাদিত্য দত্ত বলেন, 'গ্রন্থাগারের



ভালোবাসেন। তাঁদের গ্রন্থাগারমুখী গ্রন্থাগারে থাকা বহুমূল্য বইপত্র নম্ভ করতে হলে প্রথমেই কর্মীসংকট দূর হয়ে যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন। করতে হবে।' তাঁর আরও সংযোজন একজন গ্রন্থাগারিক রয়েছেন। তিনি রয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পক্ষে রোজ এসে লাইব্রেরি

জন্য পরিকাঠামো দায়ী। অনেকে বই এবিষয়ে এগিয়ে আসা উচিত।নয়তো যদিও গ্রন্থাগারিক দীপঙ্কর

মেখলিগঞ্জ টাউন লাইব্রেরিতে সরকারের বক্তব্য, এই মুহুর্তে আমিই লাইব্রেরির একমাত্র কর্মী। এছাড়াও আরও দুটি গ্রন্থাগারের দায়িত্বে জেলার আরও দুটি লাইব্রেরির দায়িত্বে রয়েছি। সেখানেও সময় দিতে হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। অবস্থা দিন-দিন খারাপ হচেছ। এর খোলা সম্ভব হয় না। প্রশাসনের তা শেষ হলে বা পদোন্নতি ঘটলে

আশা করি কর্মীসমস্যা দূর হবে।' মেখলিগঞ্জ মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরিতে প্রচুর পরিমাণে বই, রেফারেন্স বই, পাঠ্যপুস্তক, কেরিয়ার গাইড সেকশন রয়েছে। বিভিন্ন সময় লাইব্রেরির তরফে বইপ্রেমীদের লাইব্রেরিমুখী করতে নানা কর্মসূচি নেওয়া হত। বইপ্রেমী বিধান বর্মন জানালেন, একটা সময় মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টিফিন টাইমে স্কুল ছেড়ে তাঁরা ভিড় জমাতেন লাইব্রেরিতে। তখন ভিড়ে বসার সুযোগ পাওয়া যেত না। এখন মাঝেমধ্যেই লাইব্রেরি বন্ধ থাকে। লাইব্রেরিতে কর্মী নিয়োগ করে দ্রুত এই অচলাবস্থার অবসান ঘটানো প্রয়োজন বলে তিনি জানিয়েছেন। সময় বদলেছে। বদলেছে বই

পড়ার ভঙ্গি। এখনকার ছাত্রছাত্রীরা লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ার বদলে কম্পিউটার ও অত্যাধুনিক মোবাইলেই বই পড়তে বেশি অভ্যস্ত। তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা নপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরি মেখলিগঞ্জের বই পড়ার ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

মেখলিগঞ্জ, ২৪ ডিসেম্বর নিবাচিত সদস্যদের অবশেষে ভোটের মাধ্যমেই গঠিত হল মেখলিগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির নতুন কমিটি। মঙ্গলবার বিকেলে মেখলিগঞ্জ পুরসভার কনফারেন্স হলে জয়ী সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে বৈঠকের মাধ্যমে কমিটি গঠিত হয়। সমিতির সভাপতি পদে নিবাচিত হন ভোলাপ্রসাদ সাহা, সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন রাধেশ্যাম লাখোটিয়া। ছোটু মণ্ডল, সুদীপ্ত গুহ ও হাসিকুল মহম্মদ হয়েছেন সম্পাদক। ভৌলা বলেন, 'শুধু ব্যবসায়ীদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা নয়, বিভিন্ন সামাজিক কাজৈও সমিতি অংশগ্রহণ করবে।'







বড়দিনের আনন্দে আত্মহারা স্কুলের কচিকাঁচারা। মঙ্গলবার চিকমাগালুরে।

১১ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল দিল্লি পু

নবনীতা মণ্ডল

नग्नामिल्लि, २८ ডिসেম্বর : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে চিঠি পাওয়ার পরেও 'ধীরে চলো' নীতিতেই ভরসা রাখছে ভারত। তারই পাশাপাশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রুখতে রাজধানী সহ সারা দেশে কড়া অবস্থান নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

সামনেই দিল্লি বিধানসভার তার অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার কার্ড বানানোর একটি চক্রের ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিরা ভূয়ো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে অনুপ্রবেশকারীদের সহায়তা করত। পুলিশ সূত্রের ওই তথ্য জানার পরই দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা দু'মাসের মধ্যে অভিযান চালিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করার নির্দেশ দেন। ধৃতদের মধ্যে ৬ জন

খবর, দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ বস্তি তৈরি করে বসবাস করছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। তাই এবার দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকার সমস্ত বস্তিতে বিশেষ নজরদারি চালাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন

দক্ষিণ দিল্লির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ডিসিপি) অক্কিত চৌহান বলেন, 'অভিযুক্তরা নকল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভূয়ো আধার কার্ড, ভোটার আইডি এবং অন্যান্য জাল নথি তৈরি করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করত। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা জঙ্গলের রাস্তা এবং এক্সপ্রেস ট্রেনের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করে।' উপরাজ্যপাল রাজধানীতে বসবাসকারী অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী শনাক্ত এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর দু'মাসের একটি বিশেষ অভিযান শুরু করা হবে। দিল্লি পুলিশ সূত্রে

হাজারেরও বেশি অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করা

উপরাজ্যপাল ও পুলিশের পাশাপাশি দিল্লির প্রধান বাজার সংগঠনও বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণে এগিয়ে এসেছে। অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে পুলিশ এবং এমসিডি-কে তথ্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নজর রাখা হচ্ছে

একইভাবে, বাড়ি ও দোকানে কাজ করা কর্মচারীদেরও যাচাই করার বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিল্লি, নয়ডা, গুরুগ্রামের আবাসনেও নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিটিআই) চেয়ারম্যান ব্রিজেশ গোয়েলের মতে, 'বিভিন্ন বাজার থেকে অভিযোগ আসছে যে অনুপ্রবেশকারীরা রাস্তাঘাট ও

বাজপেয়ীর শততম জন্মদিনে শ্রদ্ধা মোদির

দেশের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির আঙিনায় তিনি নাকি ছিলেন 'নরম মুখ'। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে নিবিড় যোগ থাকা সত্ত্বেও দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর প্রতি নাকি ছিল তাঁর টালমাটাল রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে দেশকে নেতত্ত্ব দিয়েছিলেন. শুধ তা-ই নয়, জাতীয় স্তরে জোট রাজনীতির উত্থানও হয় তাঁরই হাতে। হাজার ঝড়ঝাপটা সামলেও সদাহাস্যময় সেই ব্যক্তিটি কে. তা এই পর্যন্ত পড়েই বুঝে গিয়েছেন পাঠকরা। তিনি ভারতরত্ব সম্মানে ভূষিত দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারি বাজপেয়ী। বেঁচে আগামীকাল শততম জন্মদিন হত অসামান্য বাগ্মিতা এবং পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই

ব্যক্তিটির। বাজপেয়ীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে রীতিমতো নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি। তিনি লিখেছেন, 'আজ, ২৫ ডিসেম্বর,

দিন। এই দিনটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীজির ১০০তম জন্মবার্ষিকী। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক, যাঁর নেতৃত্ব ও আদর্শ এখনও অনুপ্রাণিত করে লাখো মানুষকে। ভারতকে



জাতীয়

অটলজির অবদান চিরস্মরণীয়। রাজনীতিতে বাজপেয়ীর অবদান ব্যাখ্যা করে মোদি লিখেছেন, '১৯৯৮ সালে দেশ চরম অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় মাত্র ৯ বছরে ৪টি লোকসভা নির্বাচন হয়। জনগণের মধ্যে সরকার নিয়ে বিস্তর অসন্তোষ ও সন্দেহ দানা বেঁধেছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯৯৮ সালে অটলজি প্রধানমন্ত্রিত্বের শাসনব্যবস্থা দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা এই নেতা জানতেন সাধারণ মানুষের সংগ্রামের কথা এবং জানতেন সুশাসনের শক্তি।'

উন্নয়নে

দেশের সার্বিক

কাধারে কবি ও কা বাজপেয়ীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করে মোদি লিখেছেন. 'তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিকমিউনিকেশন খাতে অটলজির যুগান্তকারী ভূমিকা ছিল। দেশের ব্যবস্থার উন্নতিতে যোগাযোগ 'সোনালি চতুষ্কোণ প্রকল্প' এবং 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'-র মতো প্রকল্পগুলি আজও স্মরণীয়। দিল্লি মেটোর মতো প্রকল্পের শুরুটা হয়েছিল তাঁর সরকারের অধীনেই। 'সর্বশিক্ষা খাতে অভিযান' ছিল অটলজির আধুনিক ভারতের স্বপ্নের প্রতিফলন। শেষে মোদি লিখেছেন, 'দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দ্র্যপ্রতিজ্ঞ বাজপেয়ী বিদেশি মহাশক্তিধর উন্নত দুনিয়ার চোখরাঙানি উপেক্ষা করে সাহস দেখিয়েছিলেন পরমাণু বোমা পরীক্ষার।'

শ্যাম বেনেগলের নিযাতিতাদের শেষকৃত্য পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়

মুম্বই, ২৪ ডিসেম্বর : ভারতীয় সমান্তরাল চলচ্চিত্র আন্দোলনের পথিকৃৎ পরিচালক শ্যাম বেনেগালের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর তিনটে নাগাদ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এবং তোপধ্বনি সহ মুম্বইয়ের শিবাজি পার্ক শ্মশানে শেষকত্য সম্পন্ন হয় কিংবদন্তি এই পরিচালকের। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে হাজির ছিলেন স্ত্রী নীরা এবং মেয়ে পিয়ার সঙ্গে বেনেগালের

প্রজন্মের শিল্পী ও কলাকুশলীরা। প্রয়াত চলচ্চিত্রকারকে শ্রদ্ধা জানাতে এদিন হাজির ছিলেন অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহ, রাজিত কাপুর, কুলভূষণ খারবান্দা, ইলা অরুণ, সপুত্র রত্না পাঠক শাহ, কবি-গীতিকার গুলজার, পরিচালক হংসল মেহতা, গীতিকার জাভেদ আখতার অভিনেতা দিব্যা দত্ত, বোমান ইরানি, কুনাল কাপুর, অনঙ্গ দেশাই প্রমুখ।

বহু সমসাময়িক সহকর্মী এবং নবীন

কিডনির সমস্যায় রোগভোগের পর সোমবার মুম্বইয়ের হাসপাতালে মৃত্যু হয় ৯০-এ পা দেওয়া বেনেগালের।

ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও অ্যাসিড হামলায় আক্রান্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে হবে সমস্ত সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমকে। এই নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নির্দেশ হাইকোর্টের অনুযায়ী, নিখরচায় নিযাতিতার পরীক্ষা, প্রয়োজনে দীর্ঘকালীন চিকিৎসা চালানোর দরকার পড়লে তাও করতে হবে। কোনও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান না বলতে পারবে না। কোনও চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান, চিকিৎসক কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীরা রাজি না হলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

সোমবার এক যোড়শীকে ধর্ষণের মামলার শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্টের দুই বিচারপতি প্রতিভা এম সিং ও অমিত শর্মার বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। আদালত জানিয়েছে, নিযাতিতা যদি এইচআইভি আক্রান্ত হন,

চিকিৎসা দিতে হবে। ভর্তি নিতে হবে আইডি প্রুফ ছাড়াই। শারীরিক চিকিৎসার সঙ্গে নিগহীতার কাউন্সেলিং বা মানসিক চিকিৎসা তথা পরামর্শ দেওয়ার

নির্দেশ দিল্লি হাইকোর্টের

ব্যবস্থাও করতে হবে।

হাইকোর্ট জানিয়েছে, দিল্লির সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্রের বোর্ডে লিখে রাখতে হবে, এখানে ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও অ্যাসিড হামলায় আক্রান্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ষোলো বছরের ওই কিশোরীর ধর্ষণ মামলায় আদালত জানতে পারে, চিকিৎসার জন্য তাকে অনেক অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিশোরীকে একাধিকবার ধর্ষণ করেছিল তার বাবা।

গ্রেনেড হানায় দোষী বিএনপি নেতা মুক্ত

হাসিনার বিরুদ্ধে আসরে দুদক

ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর : বিভিন্ন অপরাধে আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে ধতদের সাজা মকব ও জামিনের হিড়িক পড়েছে। সেই ধারা মেনে মঙ্গলবার জেল থেকে ছাড়া পেলেন বিএনপি নেতা আবদস সালাম পিন্টু। শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলায় অভিযুক্ত পিন্টু গত ১৭ বছর ধরে জেলে ছিলেন। তাঁর ফাঁসির নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। বাংলাদেশে পালাবদলের পর তাঁকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করে হাইকোর্ট। সেই মতো এদিন কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন পিন্টু। তাঁকে স্বাগত জানাতে জেলের[ি]বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। নেতার মুক্তির আনন্দে এলাকায় মিষ্টি বিরতণ করেন তাঁরা।

অতীতে আওয়ামি লিগের পাশাপাশি ভারতের বিরুদ্ধেও বিষোদগার করে সংবাদমাধ্যমের নজর কেড়েছেন পিন্টু। ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১-এর জাতীয় সংসদ নিবৰ্চনে টাঙ্গাইল-২ আসন থেকে বিএনপির টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন। ২০০১-এ বাংলাদেশের শিক্ষা উপমন্ত্রী হয়েছিলেন। ২০০৮-এ গ্রেনেড হামলার ঘটনায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখন থেকে জেলেই ছিলেন। তাঁর মুক্তি বাংলাদেশে মৌলবাদীদের বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

এদিকে হত্যা. গণআন্দোলন দমনের চেষ্টা সহ একগুচ্ছ অভিযোগে শেখ হাসিনার বিকন্দে প্রায় ৫০০ মামলা দায়েব হয়েছে বাংলাদেশে। ভারতে আশ্রয় নেওয়া ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বিচার চলছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে। তাঁকে ফেরাতে ভারতকে চিঠি পাঠিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। এবার তাঁর বিরুদ্ধে ২১ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার হাসিনার আমলে হওয়া বেশ কয়েকটি প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছে তারা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রায় সবকটি প্রকল্প বঙ্গবন্ধর নামাঙ্কিত অথবা ভারতের সঙ্গে

তদন্তকারী সংস্থার প্রধান আখতারুল ইসলাম জানিয়েছেন, মোট ৮টি প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য চাওয়া হয়েছে। এগুলি হল, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প, প্রকল্প-২, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের জল শোধনাগার ও গভীর নলকুপ মিরসরাইয়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিব শিল্পনগর উন্নয়ন প্রকল্প বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে দুটি মডার্ন ফায়ার স্টেশন প্রকল্প। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির প্রস্তাব, পরিকল্পনা, অনুমোদন, অগ্রগতি, বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য চেয়েছে দুদক। রবিবার হাসিনা ও তাঁর পুত্র

সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ৩০ কোটি মার্কিন ডলার বিদেশে পাচারের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। তারপরেই প্রকল্প দুর্নীতির অভিযোগে দুদকের সক্রিয়তা হাসিনার ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ভমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাসিনা-পুত্র জয়। সামাজিক করা একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের মাধ্যমে একটি প্রহসনমূলক বিচারপ্রক্রিয়া পরিচালনা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে ন্যায়বিচার ভূলুষ্ঠিত হচ্ছে।'

পাক ঘনিষ্ঠতায় কৌশলী ইউনূস

মুজিব স্মৃতি মুছতেই মুক্তিযোদ্ধা হেনস্তা বাংলাদেশে!

ডিসেম্বর : মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে '৭১-এর গণহত্যার স্মৃতি এখনও বাংলাদেশের অগণিত মানুষের মনে দগদগে ক্ষত হয়ে রয়েছে। পাকিস্তানের কাছে ৪ লক্ষ বাঙালিকে খুন ও হাজার হাজার মহিলাকে ধর্ষণের জন্য একাধিকবার ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছিল আওয়ামি লিগ সরকার। পাকিস্তান ইস্যুতে বরাবর কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু ৫ অগাস্টের পালাবদলের পর আমূল বদলে গিয়েছে বাংলাদেশের বিদেশনীতি। প্রধান উপদেষ্টার পূদে বসেই পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাডানোর চেম্বা করছেন মুহাম্মদ ইউনুস। সম্প্রতি মিশরের কায়রোতে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করেন ইউনস। সেখানে '৭১-এর গণহত্যার জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো দূরস্ত, গোটা বিষয়টিকে দুশ্যত লঘু করার চেম্ভা চালিয়ে

গিয়েছেন ইউনূস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যার কথা উল্লেখ না করে তিনি জানান, পাকিস্তান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলির সমাধান প্রয়োজন। বৈঠকে শাহবাজকে ইউনূস বলেছেন, 'কিছু বিষয় বারবার সামনে চলে আসছে। এগুলি সমাধানের রাস্তা বের করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।' তবে কী সেই সমাধান সূত্র, সে ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের সামনে মন্তব্য করতে রাজি হননি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার প্রসঙ্গ এড়িয়ে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার

'৭১ গণহত্যা অতীত



পাককে পার্শে পেতে

- '৭১-এর গণহত্যা, ধর্ষণকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা
- বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা
- পাকিস্তানের সঙ্গে নৌ ও বিমান যোগাযোগ পুনঃস্থাপন. বাণিজ্যিক লেনদেন কৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধি
- মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও স্থাপত্যগুলিকে নিশানা

করতে ইউনসকে পরামর্শ দিয়েছেন শাহবাজ। তিনি বলেন, 'আমরা সত্যিই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে উন্মুখ।'

কুটনৈতিক মহলের মতে, ইউনুস সরকার যে বাংলাদেশকে ১৯৭১-এর আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে মরিয়া, ঘটনাপ্রবাহ থেকে সেটা স্পষ্ট। বঙ্গবন্ধ শেখ মুজবুর রহমানের আদর্শকে নিশ্চিহ্ন করতে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি. প্রতিষ্ঠান ও স্থাপত্যগুলিকে নিশানা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে হাসিনা পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য ইউনূস প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলেছেন বাংলাদেশের মানবাধিকার গবৈষক শাহনাজ খান। ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'বাঙালিদের গণহত্যা কি তাঁর কাছে একটি তুচ্ছ ব্যাপার? পাকিস্তান ক্ষমা না চাইলৈ ঢাকার সুসম্পর্ক স্থাপনের কথা ভাবাও উচিত নয়।' ব্রিটেনবাসী বঙ্গবন্ধু অনুরাগী সুশান্ত দাসগুপ্তর বক্তব্য, 'ইউনুস বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি পাকিস্তানপন্থী এবং তিনি বাংলাদেশকে আবার বানাতে চান।' ঢাকায় মহম্মদ আলি জিল্লার জন্মদিন পালন, পাকিস্তানের সঙ্গে নৌ ও বিমান যোগাযোগ পুনঃস্থাপন, বাণিজ্যিক লেনদেন ও কৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা এবং সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। দিনকয়েক আগে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়ার অপরাধে আওয়ামি লিগের দুই কর্মীকে খুন হতে হয়েছে। জেলবন্দি

হিন্দু সন্যাসী চিনায়কৃষ্ণ। তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ৭৯ বছর বয়সি মুক্তিযোদ্ধা তথা কৃষক লিগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আবদুল হাই ওরফে কানুকে জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো। ঘটনায় অভিযোগের তির জামাত নেতা-কর্মীদের দিকে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে বিরাট মানববন্ধন করেন মুক্তিযোদ্ধারা। 'একাত্তরের হাতিয়ার গর্জে ওঠো আরেকবার', 'বীর মক্তিযোদ্ধা কানুর ওপর হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই', 'দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত' বলে স্লোগান

মণিপুরে নতুন রাজ্যপাল

নিজম্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একাধিক রাজ্যের রাজ্যপাল পদে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করেছে। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা মণিপুরের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার কারণে তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আনা হয়েছে। মিজোরামের বর্তমান রাজ্যপাল হরিবাবু কামভামপতিকে ওড়িশার রাজ্যপাল হিসেবে স্থানান্তর করা হয়েছে। মিজোরামে নতন রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বিজয় কুমার সিং। বিহারের রাজ্যপাল বিশ্বনাথ আর্লেকরকে কেরলের নতুন রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে কেরলের বর্তমান রাজ্যপাল আরিফ মোহাম্মদ খানকে বিহারের রাজ্যপাল পদে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এই রদবদল দেশের প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই নেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে দাবি।

কেন্দ্রীয় বাজেট ১ ফব্রুয়ারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, **ডিসেম্ব**র : ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেট আগামী ১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তবে বাজেটের কারণেই সেদিন শেয়ার বাজাব খোলা থাকবে। এব আগে ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে শনিবার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছিল। কিন্তু আগে দু'বার শেয়ার বাজার খোলা ছিল না।

গ্যারান্টি কেজরির

नशामिल्लि, २८ ডिসেম্বর এবার দিল্লিবাসীকে ২৪ ঘণ্টা জল পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন 'আমি বাজেন্দ্রনগবে গিয়ে নিজেই কল থেকে জল খেলাম। একেবারে পরিষ্কার জল। এখন গোটা দিল্লি ২৪ ঘণ্টা পরিষ্রুত পানীয় জল পাচ্ছে।' এক দশক আগে তিনি যখন দিল্লির শাসনভার নিয়েছিলেন, তখন ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ জল আসত ট্যাংকারে। এখন দিল্লির ৯৫ শতাংশেরও বেশি জায়গায় পাইপ লাইনে পানীয় জল



হঠাৎ নয়াদিল্লির সবজি মার্কেটে হাজির বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার। এদিনই তিনি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে খোঁচা দিলেন নরেন্দ্র মোদিকে। বক্তব্য, 'পণ্যের বাজারে দাউদাউ আগুন জ্বলছে। বাজারে তরিতরকারি কিনতে গিয়ে ছ্যাঁকা খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। অথচ হেলদোল নেই নরেন্দ্র মোদি সরকারের। তারা কুম্ভকর্ণের কায়দায় ঘূমিয়ে যাচ্ছে। রসন যা একসময় ৪০ টাকা ছিল. এখন ৪০০ টাকা কেজি। মটরশুঁটি ১২০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে।'

বাংলাদেশ, কানাডা ইস্যুতে আলোচনার ইঙ্গিত

ট্রাম্পের শপথের

ডিসেম্বর : ম্যারাথন সফরে মঙ্গলবার রওনা দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উত্তরসূরি হিসেবে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই পালাবদলের ঠিক আগে ভারতের বিদেশমন্ত্রীর ৬ দিনের মার্কিন সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ওয়াশিংটনে বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিংকেন সহ একাধিক দপ্তরের সচিব ও শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন জয়শংকর। আলাদাভাবে বৈঠক করবেন আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদৃত এবং কনসাল জেনারেলদের সঙ্গে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন হবু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গেও দেখা করতে তিনি। কূটনৈতিক সূত্রে খবর, জয়শংকরের চলতি সফরে গুরুত্ পাবে বাংলাদেশ ও কানাডা ইস্যু। সোমবার ভারতে আশ্রয় নেওয়া হাসিনাকে প্রত্যাবর্তনের

পাঠিয়েছে বাংলাদেশেব অন্তর্বর্তী চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার সরকার। করলেও প্রত্যর্পণ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি বিদেশমন্ত্রকের রণধীর জয়সওয়াল। মুখপাত্র মঙ্গলবার ইউনুসের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। বিদেশমন্ত্রকের

একটি সূত্র জানিয়েছে, আমেরিকায় ক্ষমতার হাতবদল হলেও সেদেশের ভারত নীতিতে গুরুতর বদল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। একইভাবে ভারতের মার্কিন নীতিও মোটের ওপর স্থিতিশীল। ফলে মূলগতভাবে ভারত ইস্যুতে বাইডেন সরকারের নীতি অনুসরণ করার কথা টাম্প প্রশাসনের। তবে বাংলাদেশ নিয়ে বাইডেন ও ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। প্রেসিডেন্ট ভোটের আগে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিগ্ৰহ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ট্রাম্প। তিনি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশ নিয়ে মার্কিন অবস্থান

রয়েছে। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় কৌশলগত সহযোগী ভারতের অবস্থান আমেরিকার কাছে গুরুত পাবে। সত্রেব খবব পরবর্তী মার্কিন সরকারের প্রস্তাবিত কর্তাদের সঙ্গেও কথা হতে পারে জয়শংকরের। পাশাপাশি কানাডা নিয়েও আমেরিকার কাছে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করবেন তিনি।

সোমবার উত্তরপ্রদেশের পিলিভিটে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ৩ খালিস্তানি জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। তাদের সঙ্গে পকিস্তান, গ্রিস ও ইংল্যান্ডের যোগাযোগের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। এদিকে কানাডায় ক্রমাগত সক্রিয়তা বাড়াচ্ছে ভারত খালিস্তানিরা। তাদের প্রকাশ্যে মদত দিচ্ছে জাস্টিন ট্রডোর সরকার। যার জেরে ভারত-কানাডা সম্পর্ক খাদের কিনারে পৌঁছে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী আমেরিকায় জয়শংকরের উপস্থিতির দিকে নজর রাখছে

নগ্ন করে প্রহার, আত্মঘাতী কিশোর লখনউ. ২৪ ডিসেম্বর : নিজের

গ্রামে জন্মদিনের পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়ে চরম হেনস্তার শিকার হয় দলিত নাবালক আদিত্য। অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছে সে। অভিযোগ, আমন্ত্রণ করে ওই কিশোরকে বিবস্ত্র করে প্রহার করা হয়। প্রস্রাবও করা হয় তার ওপর। অপমান সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করেছে। ২০ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশে বস্তি জেলার এই ঘটনা পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও অভিযুক্তকে আড়াল করার অভিযোগকে বড় করে তুলে ধরেছে। কিশোরের কাকা বিজয় কুমার জানিয়েছেন, মনে হচ্ছে সবটাই ু পর্ব পরিকল্পিত। কাপতানগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে তিনদিন ব্যর্থ হন তাঁরা। সার্কেল ইন্সপেক্টর প্রদীপক্মার ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, মামলা কজ হয়েছে।

হাসপাতালে ক্লিনটন

২৪ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন সাংঘাতিক জ্বর নিয়ে হাসপাতালে হন। ওয়াশিংটন ডিসির মেডস্টার জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। ক্লিনটনের অ্যাঞ্জেল জানিয়েছেন, জর বেডে যাওয়ার কারণেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখন ভালো আছেন। ৭৮ বছরের ক্লিনটন গত কয়েক বছর ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন।

ভুয়ো পরিচয়ে বিদেশিনীকে ধর্ষণ

আগ্রা, ২৪ ডিসেম্বর : নিজেকে র'-এর এঁজেন্ট বলে ভয়ো পরিচয় দিয়ে কানাডার এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল আগ্রার শাস্ত্রীপুরমের জিম প্রশিক্ষক সাহিল শর্মার বিরুদ্ধে। তিনি গ্রেপ্তার হননি। তরুণীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁদের আলাপ। সাহিল তাঁকে ভারতে আসতে বলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে। তরুণী গর্ভবতী হওয়ার খবর জানানোর পরে পরেই সাহিল তাঁর অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারা ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৭ ধারায় সাহিল শর্মার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

নিট বাধা পার ক্যানসার-জ

সালটা ছিল ২০১৬। স্টেজ ৪ ক্যানসারের সঙ্গে লডাই করছিল ১২ বছরের মেয়েটি। ৮ বছরের ব্যবধানে শুধু ক্যানসারের বিরুদ্ধে নয়, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ মধুরিমা বৈদ্য। প্রথম চেষ্টাতেই ডাক্তারি কোর্সে ভর্তির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট তরুণী। ৮৭ শতাংশ নম্বর পাওয়া মধরিমা শুনিয়েছেন তাঁর জীবন যদ্ধের গল্প। ত্রিপুরার মেয়ের কথায়, 'তখন আমার ১২ বছর বয়স। ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রতাম। সেই সময় আমার ক্যানসার ধরা পড়ে। ডাক্তাররা জানিয়েছিলেন আমার ক্যানসার স্টেজ ৪-এ পৌঁছে গিয়েছে।



জানান, মুম্বইয়ে টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে প্রথমে কেমো

মাধ্যমে ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হন। চিকিৎসা চলাকালীনও পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন মেধাবী ছাত্রী মধুরিমা। তিনি বলেন, 'স্কুলে যেতে খুব ভালো লাগত। মুম্বইয়ের হাসপাতালে যখন ভর্তি হলাম বন্ধুদের কথা খুব মনে পড়ত। পড়া থেকে কিছুতেই দুরে থাকতে চাইনি। হাসপাতালের

দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৬ শতাংশ এবং দ্বাদশে ৯১ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেন মধুরিমা। তখন থেকেই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখার শুরু। ৮ বছর বাদে যে স্বপ্নপূরণের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি। বন্ধু, প্রতিবেশীরা আদর করে তাঁকে ডাকছেন 'ক্যানসার সারভাইভার এমবিবিএস' বলে।

যিশুর জন্মদিন



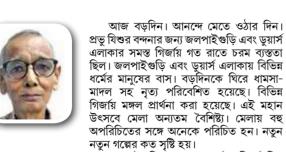
বড়দিনের মেলায়

আজ বড়দিন। সবার মধ্যে প্রভু যিশুর প্রেমবার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার দিন। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মেলা বহুদিন ধরেই জলপাইগুড়ি এবং ডুয়ার্স এলাকায় সংহতির ধারকবাহক। লিখলেন জ্যোতি সরকার

বড়দিনে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্ৰেস

থানা মোড়, জলপাইগুড়ি



জলপাইগুড়ি এবং ডুয়ার্সের গিজাগুলির মধ্যে অন্যতম হল জলপাইগুড়ির সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেলস চার্চ। ১৮৬৮ সালে শাসক ব্রিটিশরা জলপাইগুড়ির এই ঐতিহাসিক গির্জা তৈরি করেন। বার্মা থেকে আনা সুন্দর কাঠে গির্জার আসবাব তৈরি করা হয়। বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও গিজার কোনও ক্ষতি আজও হয়নি। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাবার পর জলপাইগুড়ির নয়াবস্তির বাসিন্দা নবকুমার মণ্ডলের হাতে ব্রিটিশরা গিজরি চাবি অর্পণ করেন। এরপরই সাধারণের এই গিজায় প্রবেশাধিকার মেলে। এই গির্জার মাথার ওপর রয়েছে ১৮৭২ সালের ইংল্যান্ডের বিশাল একটি ঘণ্টা। দীর্ঘ কয়েক দূশক অতিবাহিত হবার পরও ঘণ্টাটিতে জং ধরেনি। হিন্দু বংশোদ্ভূত রবীন্দ্র শা প্রতিদিন গিজায় ঘণ্টা বাজান। এর পূর্বে তাঁর বাবা বুধন শা ঘণ্টা বাজাতেন। ডুয়ার্স এবং জলপাইগুড়ি জেলার সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অ্যাঞ্জেল চার্চের পাশাপাশি মোহিতনগর রোমান ক্যাথলিক চার্চেও চরম ব্যস্ততা দেখা গেল। শিলিগুডি-জলপাইগুডি সডকের ধারে রোমান ক্যাথলিক চার্চ। এখানে ধামসা–মাদল নিয়ে আদিবাসী ভাই-বোনদের সমবেত নৃত্য সবার নজর কাড়ল। মোহিতনগর চার্চের[্]বড়দিনের উৎসবের দৃশ্যপট সকলকে মুগ্ধ করল। ডুয়ার্সের মহাকালগুড়ি, শামুকতলা, মেন্দাবাড়ি, মালবাজার, নাগরাকাটা, চালসা, গয়েরকাটা, বীরপাড়া গির্জায় হাজার হাজর মানুষ ভিড় করল।

বড়দিন, যা ক্রিসমাস নামেও পরিচিত. একটি গুরুত্বপূর্ণ খ্রিস্টান উৎসব যা ২৫ ডিসেম্বর পালিত হয়। এই দিনটি যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন হিসেবে উদযাপন করা হয়। বডদিনের উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চারদিকে উজ্জ্বল আলোকসজ্জা, সজ্জিত ক্রিসমাস ট্রি, গিজায় প্রার্থনা এবং পরিবারের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটানো। এই দিনটিতে বিশেষ করে শিশুরা গানের মাধ্যমে দিনটি আরও বিশেষ হয়ে ওঠে। যিশুখ্রিস্টের প্রেম, শান্তি ও ক্ষমার বার্তা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বড়দিনের উদযাপন একটি অনন্য উপলক্ষ্য। গোটা বিশ্বের পাশাপাশি এই দিনটিকে কেন্দ্র করে জলপাইগুডি এবং ডয়ার্স এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেও দারুণ ব্যস্ততা দেখা যায়। মেলাগুলিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড় হল। দিনটিকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তারা বিভিন্ন রকমের কেকের ব্যবস্থা করেছেন। প্রচুর সুস্বাদু

বড়দিনের উৎসবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি বড়দিন হল জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্সে মহামিলনের ক্ষেত্র। শামুকতলা, মেন্দাবাড়ি, মহাকালগুড়ি, দমনপুরের পাশাপাশি হাতিপোঁতায় গির্জা রয়েছে। এই গিজগ্রিলতে প্রতি রবিবার খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ বিশ্বশান্তি এবং সকলের মঙ্গলের জন্য প্রভূ যিশুর কাছে প্রার্থনা জানান নিয়মিতভাবেই। এই গিজাগুলির পাশাপাশি ডুয়ার্সের অধিকাংশ চা



জলপাইগুড়ি জেলার সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অ্যাঞ্জেল চার্চ। ছবি : মানসী দেব সরকার

খাবার থাকছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী বিক্রির লভ্যাংশের একটি বড় অংশ গিজাকেই দান করেন আগত দর্শনার্থীরা। জলপাইগুড়ি রোমান ক্যাথলিক চার্চের সামনে বসা মেলার অন্যতম আকর্ষণ মাটির তৈরি বিভিন্ন খেলনা এবং মডেল। খেলনা এবং মডেল বিক্রির জন্য ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ করা যায়। এই চার্চের পাদ্রি বিপ্লব সরকার বলেন, 'বড়দিন হল আমাদের প্রাণের উৎসব। গিজরি সামনে মেলার আয়োজনে আমাদের কোনও ত্রুটি থাকছে না।'

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অর্ণব সেন বললেন, জলপাইগুড়ি এবং ডুয়ার্সের বড়দিনের মেলা লোকসংস্কৃতির দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। <u> ভূয়ার্সের</u> মুখর থাকে। বড়দিনের কেক, বিশেষ খাবার এবং দমনপুর, হাতিপোঁতা সহ বিভিন্ন গিজায়ি দেওয়া হয়।

বাগানে ছোট-বড় গির্জা রয়েছে। এই গির্জাগুলিও যথেস্টই কর্মচঞ্চল। এটাই আমাদের বড় প্রাপ্তি।'

বিশিষ্ট কবি শিশির রায়নাথ ডিমডিমা চা বাগানের বাসিন্দা। এই বাগানের গা ঘেঁষেই বিশাল ডিমডিমা ফতেমা বিদ্যালয় সংলগ্ন গিজা। শিশিরবাবু তাঁর শৈশব থেকে দেখেছেন এই গিজার মেলায় নাংডালা, বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়া, বীরপাড়া সহ বিভিন্ন চা বাগান থেকে চা শ্রমিকরা আসেন। বন্ধ বান্দাপানি এবং ঢেকলাপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা তাঁদের দুঃখদুর্দশার কথা ভুলে গিয়ে বড়দিনের উৎসবে শামিল হন। ডুয়ার্সের সবচেয়ে পুরোনো গিজগ্ঞিলির মধ্যে রয়েছে নাগরাকাটা এবং মালবাজার। সমস্ত গিজা থেকে



১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ভারতীয় বংশোদ্ভত নবকুমার মণ্ডলের কাছে সেন্ট মাইকেল ञ्याख यन ञ्यारक्षन ठार्ट्स চাবি অর্পণ করেন।

















মাদারের রেজিন

চারিদিকে আজ হিংসার বাড়বাড়ন্ত। পড়শি দেশে সমস্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে মাদার টেরিজার বার্তা আমাদের সঠিক পথ দেখাতে পারে। প্রভূ যিশুর জন্মদিনের আগে আমরা সেই বার্তাকে আরও বেশি করে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। ছাত্রীজীবনে মাদারের সান্নিধ্যে আসা রেজিনা গোমস আজও সেই সুখস্মতিতে মজে, 'মাদার আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। কী করে সবার আরও ভালো করা যায় সে বিষয়ে আমি প্রতিনিয়ত তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতাম। বিভিন্ন কর্মসূচিতে এনিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রচুর আলোচনাও হতে।' রেজিনা জানালেন, বড়দিনে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন গির্জায় গিয়ে তিনি সংহতির বার্তা প্রচার করবেন। জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা রেজিনাকে ভালোমতোই চেনেন। তাঁর কথায়, 'মাদারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে

জলপাইগুড়ি জেলায় আদিবাসী, তপশিলি জাতিভুক্তদের পাশাপাশি সাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে আমি কাজ করে চলেছি। প্রভূ যিশু আমাকে এই কাজে



রেজিনা গোমস।

সবার জন্য রেজিনা এভাবেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে যেতে চান। তাঁর স্বপ্ন, 'জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গ হল সংস্কৃতির ও সংহতির পীঠস্থান। দুইয়ে মিলে গোটা দেশকেই ভালোভাবে চলার পথ দেখাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।



হেনস্তায় প্রতিবাদের শাস্তি চুম্বন

রায়গঞ্জ, ২৪ ডিসেম্বর: রাস্তায় রোমিওদের বাডবাডন্ত নতন ঘটনা নয়। স্কল, কলেজ এমনকি টিউশন ফিরতি পথে বাইক বা সাইকেলে চেপে ইভটিজারদের চক্কর কাটা থেকে শুরু করে কিশোরীদের উদ্দেশ্যে সিটি দেওয়ার অভিজ্ঞতা মোটামুটি সব মেয়েদের আছে। কিন্তু যখন এই সীমা অতিক্রম করে তখনই ঘটে বিপত্তি। পরিণতি হয় মমান্তিক।

এরকমই এক ঘটনার সাক্ষী থাকল রায়গঞ্জের এক মাধ্যমিক পরিক্ষার্থী। নিয়মিতভাবে চলত রাস্তাঘাটে বিরক্ত করা, কুপ্রস্তাব দেওয়া। এতদূর পর্যন্ত সবটা সহ্য করা গেলেও, সেইসব সীমা অতিক্রম করল শুক্রবার।

টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে সহপাঠীদের সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে লক্ষ করে কটুক্তি ও ইভটিজ করে এলাকার এক তরুণ। কেলেঙ্কারি ঘটে প্রতিবাদ করতে গেলে। প্রতিবাদে থাপ্পড় মারতে গেলে প্রকাশ্যে ওই কিশোরীকে চুম্বন। এখানেই শেষ নয়, ওই কিশোরীকে গলা টিপে মেরে ফেলার চেম্টারও অভিযোগ ওঠে তরুণের বিরুদ্ধে।

মানসিক যন্ত্রণায় কীটনাশক পান ছাত্রীর



ঘটনার জেরে মানসিক যন্ত্রণা কিশোরীর মা। সহ্য করতে না পেরে কীটনাশক পান করে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওই কিশোরী। আপাতত সে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ওই ঘটনায় মঙ্গলবার বিকেলে রায়গঞ্জ মহম্মদ সানা আক্রার। অভিযুক্ত ওই থানায় অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে তরুণের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে দিত। এই নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্য সহ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গৌরহরি দাস

দলের বহিষ্কৃত নেতাদের নিয়ে বৈঠক

করে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল

নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বাড়িতে

বৈঠকের সেই ছবি ছড়িয়ে পড়তেই

তাঁকে কটাক্ষের মুখে পড়তে হচ্ছে।

রবির বয়স হয়ে গিয়েছে। তাই

তিনি কিছু মনে রাখতে পারছেন

না বলে সমালোচনা করেন দলের

কোচবিহার-১বি ব্লকের সভাপতি

আব্দুল কাদের। তাঁর কথায়

'দলবিরোধী কাজ করার জন্য

যাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে তাঁদের

নিয়ে তিনি বাড়িতে মিটিং করছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হলে তাঁর

হাতে তৃণমূলের বহিষ্কার হওয়া

কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে

করেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন

রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কথায়, 'আব্দুলের

হতেই রবি ঘোষের বাডির সামনে

তিনি। নিজেকে সুস্থ-সবল রাখতে

সাইকেল চালাতেন শিবমন্দিরের

বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক বিশ্বদীপ নাগ।

কিন্তু ঠিক কখন যে এই সাইকেল

চালানোটাই তাঁর নেশা হয়ে গেল,

তা নিজেও ঠিক করে ঠাওর করতে

তাঁকে বর্তমানে পৌঁছে দিয়েছে অন্য

এক উচ্চতায়। একের পর এক

লক্ষ্য রাজস্থানের জয়পুর থেকে

জয়সলমির সাইকেল প্রতিযোগিতায়

চোপড়া হাইস্কুলের ইতিহাসের

প্রথম স্থান অধিকার করা।

পারলেন না বিশ্বজিৎ।

কথার জবাব বুথ সভাপতি দেবে।'

যদিও আব্দুল কী বলেছেন, তাঁর

গত কয়েকদিন ধরে সকাল

নেতাদের তালিকা তুলে দেব।'

কোচবিহার, ২৪ ডিসেম্বর :

চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া একটি গ্রামে। অভিযোগের ভিত্তিতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে জেলা পুলিশ সুপার

সূত্রে খবর, মঙ্গলবারও বাড়ির

জিরানপুর, দেওয়ানহাট, পানিশালা,

গ্রেপ্তারের নির্দেশ

■ টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে লক্ষ করে কটুক্তি ও ইভটিজিং এক তরুণের

 প্রতিবাদে থাপ্পড় মারতে গেলে কিশোরীকে চুম্বন

 কিশোরীকে গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টারও অভিযোগ ওঠে তরুণের বিরুদ্ধে

পুলিশ। অভিযুক্তকে ধরার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযুক্তের বয়স ১৯ বছর। বাড়ি

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাঝেমধ্যেই অভিযুক্ত তরুণ ওই কিশোরীকে রাস্তাঘাটে কুপ্রস্তাব

বয়স বাড়ায় রবি মনে রাখতে পারছেন না বলে কটাক্ষ

निटष्ट ना বলে জाना शिराह । मलीय আগে বহিষ্কার করেছে।

অফিসে তিনি কোচবিহার-১ ব্লকের সঙ্গে বৈঠক করছেন তাঁদের মধ্যে

রবির বাড়িতে বৈঠকে তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতারা। মঙ্গলবার।

ডাওয়াগুড়ি, গুড়িয়াহাটি-১ ও ২ আলি ও বাবলু সরকার রয়েছেন।

নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। পেয়ে তাঁরা নির্দল থেকে দাঁড়িয়ে

পঞ্চায়েতের দলের একাংশ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট না

হেরেছিলেন। দলবিরোধী

করার জন্য তৃণমূল তাঁদের বহিষ্কার

হিষ্ণতদের নিয়ে বৈঠকে চর্চা

বড় অংশ মোটেই ভালোভাবে এমন কয়েকজন ছিলেন, যাঁদের দল নিয়ে বৈঠক করছেন।'

আব্দুলের কথায়, 'রবি যাঁদের

গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফণী

প্রধান ও উপপ্রধানের উপস্থিতিতে সালিশি সভাও বসানো হয়েছে। সেখানে অভিযুক্ত তরুণকে সতর্ক করেছিল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য। কিন্তু তাতেও কোনও সমাধান হয়নি।

ওই কিশোরীর মায়ের বক্তব্য. আমার মেয়ে একাধিকবার ওকে বিরক্ত করার কথা বাড়িতে এসে আমাদের বলে।

ভয়ে স্কল আর প্রাইভেট যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। দুবার সালিশি সভার পর মেয়ে ফের স্কুলে ও প্রাইভেটে যেতে শুরু করে।'

তাঁর আরও অভিযোগ, 'শুক্রবার আবার প্রাইভেট থেকে বাড়ি ফেরার পথে বান্ধবীদের সামনে আমার মেয়েকে কটুক্তি করে, ইভটিজিং করে, চুম্বন দৈয় অভিযুক্ত। আমার মেয়ে প্রতিবাদে ছেলেটিকে চড় মারলে গলা টিপে মেয়েকে খুনের চেষ্টা করে।'

সকালে ওই কিশোরীর বাবা-মা জমির কাজে ব্যস্ত ছিল। সেইসময় ওই কিশোরীর বোন জমিতে গিয়ে জানায়, দিদি কীটনাশক পান করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার

তিনি জানিয়েছেন, ২০২৬

সালে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে

দলের প্রার্থী যেই হোন না কেন, জেলা

সভাপতি হিপ্পির সংঘবদ্ধ নেতৃত্বে

তাঁকে ৩০ হাজার ভোটে জেতানো

নিয়ে মিটিংয়ের প্রসঙ্গে রবি বলেন,

'প্রতিদিনই বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমার

বাড়িতে প্রচুর মানুষ আসেন। তাঁদের

সঙ্গে আমি আলোচনা করি। আমাদের

টার্গেট ২০২৬ সালে কোচবিহারে

৯-এ ৯ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

হাতকে শক্তিশালী করা। সেই লক্ষ্যে

দলের নিষ্ক্রিয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে

আলোচনা করে তাঁদেরকে দলের

সভাপতি। তিনি কী বলেছেন তা

নিয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না বলে

জানিয়েছেন দলের জেলা চেয়ারম্যান

গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। তিনি বলেন, 'তবে

দলে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে রয়েছি।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে

কোচবিহারে বিজেপিকে শূন্য করে

দুষ্প্রাপ্য বাইবেল

দেখাতে চায় চার্চ

কিন্তু সেখানে এরকম দুষ্পাপ্য

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের

বই রয়েছে তা আগে জানতাম না।

এই বইগুলিকে প্রচারের আলোয়

গ্রন্থারিক শিশির সরকার অবশ্য

জানিয়েছেন, দুষ্প্রাপ্য বই ও

পুঁথিগুলি পাঠকদৈর জন্য খোলাই

থাকে। অনেক পাঠকই বিশেষ করে

গবেষণার কাজের জন্য সেগুলি

ধর্মগ্রন্থ। কোচবিহাবে এবক্রয় একটি

দুষ্পাপ্য বাইবেল রয়েছে জেনে

উচ্ছসিত এনইএলসি'র ডেপুটি

একটি বাইবেল এখানে রয়েছে তা

জানা ছিল না। জেনে খুব আনন্দিত

হলাম। আগামী বছর আমরা

কর্তৃপক্ষকে চিঠি করব। যদি সেই

বাইবেল বড়দিনে চার্চে প্রদর্শিত

করা হয় তাহলে বহু মানুষ সেটি

দেখার সুযোগ পাবেন।'

বিশপ রেভারেন্ট ত্রিদীপ পাল।

বাইবেল খ্রিস্টান ধর্মবিলম্বীদের

তিনি বলেছেন, 'এরকম

আব্দল কাদের দলের ব্লক

কাজে ফেরানো হচ্ছে।'

আমরা ৯-এ ৯ করব।'

প্রথম পাতার পর

নিয়ে আসা উচিত।'

এদিকে, বহিষ্কৃত নেতাদের

ইউপিএসসি কম্বাইন্ড জিও বিজ্ঞান পরীক্ষায় দশমে সুব্রত

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৪ ডিসেম্বর ইউপিএসসি কম্বাইন্ড জিও সায়েন্টিস্ট পরীক্ষায় সর্বভারতীয় তালিকায় দশম স্থানে রয়েছেন ময়নাগুড়ির সূত্রত মণ্ডল। সোমবার তিনি এই ফলাফল জানতে পেরেছেন। এখন অপেক্ষা করছেন হাতে নিয়োগপত্র পাওয়ার। ভূ-বিজ্ঞানী সুব্রতর কাজ এখন ভারতবর্ষের মধ্যে খনি খুঁজে বের

ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া উত্তর মাধবডাঙ্গার বাসিন্দা সুব্রত। সেখানে ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কের পাশে ছোট্ট একটি আসবাবপত্র তৈরির দোকান রয়েছে সুব্রতর বাবা বীরেন্দ্র মণ্ডলের। মা মালতীরানি মণ্ডল গৃহবধু। ছোট ভাই শুভ সদ্য এমএসসি পাশ করেছেন। নিদারুণ অর্থকস্টের মধ্য দিয়ে বড হয়েছেন



সূত্রত মণ্ডল।

দুই ভাই। কিন্তু নিষ্ঠা, জেদ এবং একাগ্রতা পথ চলার সঙ্গী হওয়ায় সাফল্যলাভ। মঙ্গলবার সুব্রত বললেন, 'মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের জন্য কাজ করতে চাই।' সুব্রত ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন পরপর চারবার। এবার সাফল্য মিলেছে। সর্বভারতীয় রয়েছেন সুব্রত। ২০২৩ সালে ভাবা পারমাণবিক গবেষণাগারে বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য লিখিত পরীক্ষা দেন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। চলতি বছরের ১১ ডিসেম্বর দিল্লি শাজাহান রোডে ইউপিএসসি মৌখিক পরীক্ষা হয় সব্রতর। সোমবাব তাব ফলাফল বেবোল ময়নাগুড়ি শহিদগড় থেকে পড়াশোনার শুরু।

জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্ৰ কলেজ থেকে ২০১৮ সালে রসায়নে স্নাতক পাশ করেন এরপর পঞ্জাবের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি রোপার থেকে রসায়নে মাস্টার্স করেন। সেখান থেকে ইতিহাসেও মাস্টার্স করেছেন। ইতিহাস এবং রসায়নে অধ্যাপনার লিখিত উত্তীর্ণ হয়েছেন পরীক্ষায় শহিদগুড় হাইস্কুলের শিক্ষক দীপক চক্রবর্তী বলেন, 'ওর এই সাফল্য আমাদের স্কলের মান বাড়িয়েছে।

মোষের গাড়িতে ভ্ৰমণে ভিড় টানছে মেদলায়

জলপাইগুড়ি, ২৪ ডিসেম্বর : বড়দিনের আগেই ডুয়ার্সে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের উপচে পডেছে চিলাপাতা জলদাপাড়া, গরুমারা, চাপডামারি. রামশাই, লাটাগুড়ি- সব জায়গায় একই ছবি। পর্যটকদের জনসমাগম দেখে খুশি পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে স্থানীয় দোকানিরা। সুদূর জাপান থেকেও পর্যটকদের একটা দল গরুমারায় জঙ্গল সাফারি করেছে। তারপর রামশাইয়ে মেদলায় মোষের গাড়িতে চেপে জঙ্গল ভ্রমণের আনন্দ নিয়েছেন। খুব বেশি ঠান্ডা না থাকায় জঙ্গলে ঘোরাঘুরি উপভোগ করেছেন

জিপসিতে চেপে যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ারে ঘুরে হাতি, বাইসন, ময়ূরের পাশাপাশি প্রথম একশৃঙ্গ গন্ডার দেখে বেজায় খুশি বরাহনগরের বাসিন্দা ইন্দ্রনীল সামন্ত। প্রথমবার ডুয়ার্স ভ্রমণে এসে খুব আনন্দ করেছেন, জানালেন তিনি। বেলঘরিয়া থেকে সপরিবারে লাটাগুড়িতে এসেছিলেন সাথী চক্রবর্তী। বললেন, 'শীতের সকালে যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ারে গিয়ে গভার দেখতে পাওয়ার অনুভূতিটাই আলাদা। বড়দিন পর্যন্ত ডুয়ার্সের

জঙ্গল এলাকায় থাকবেন।' জাপানের হোকাইডো থেকে আটজনের একটি দল কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার ্ঘুরে মঙ্গলবারই ফিরেছেন লাটাগুডিতে। বডদিন পর্যন্ত লাটাগুড়িতেই থাকবেন। জাপানি পর্যটক মাইকো ইয়োমি 'বামশাইয়েব মেদলা ওয়াচ টাওয়ারে এসে গাড়িতে উঠেছিলাম। এইরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। জঙ্গলে ঘুরে বাইসন, গভার দেখে খুব খুশি। বড়দিন পর্যন্ত তাঁরা লাটাগুড়িতেই থাকবেন বলে জানান।

ভূয়ার্সের প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীর থেকে পর্যটকরা যান ডয়ার্সে। ভিড় উপচে পড়েছে যে বেসরকারি দেখতে পাচ্ছি।'

কটেজগুলিতে পর্যটকদের প্রতিদি বুকিং দিতে সমস্যায় পড়তে ইচ্ছে বলে জানান ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার আসোসিয়েশনের সভাপতি দিব্যেন্দু দেব।

একৈ তো শীতের মর**শু**ম। তার ওপর দোরগোড়ায় বড়দিন এবং নতুন ইংরেজি বছর। সেই উৎসবকে সামনে রেখে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ভিড় জমাচ্ছেন। কেউ জঙ্গল সাফারি তো কেউ মোষের গাড়িতে চেপে, কেউ

কোভিডের সময় থেকে বন্ধ থাকা বন দপ্তরের ইকো-কটেজগুলি পুনরায় চালু করা হয়েছে। ভ্রমণের এলাকাও বাড়ানো হয়েছে। হাতি সাফারি চালু করা হয়েছে। বড়দিন ও নতুন বছর পর্যন্ত ডুয়ার্সে পর্যটকরা এভাবে ভিড় জমাবেন, এটাই আশার

> দ্বিজপ্রতিম সেন, ডিএফও গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ

আলো দেখতে পাচ্ছি।

আবার নিজেদের গাড়িতে করে জঙ্গলের বাইরের রাস্তায় ঘুরে পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে যাচ্ছেন। তারপর ফিরেও আসছেন পর্যটকরা লাটাগুড়ি, ধূপঝোরাতে।

তবে বড়দিনের আগে থেকে পর্যটকদের এই ভিড় ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অন্তত থাকবে বলেই মনে করছেন ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন. 'কোভিডের সময় থেকে বন্ধ থাকা বন দপ্তরের ইকো-কটেজগুলি পুনরায় চালু করা হয়েছে। ভ্রমণের এলাকাও বাডানো হয়েছে।

হাতি সাফারি চালু সৌন্দর্য উপভোগ করতে দুরদুরান্ত হয়েছে। বড়দিন ও নতুন বছর পর্যন্ত ডয়ার্সে পর্যটকরা এভাবে লাটাগুড়িতে এত বেশি পর্যটিকদের ভিড় জমাবেন, এটাই আশার আলো

প্রণবের ভয়ে তটস্থ

বাবাসাহেব ওদের ভরসা, ফ্যাশন

বৈশ্য ও গোপাল রায়ের পরিবারে আর কোনও সদস্য নেই। ফলে তাঁদের দেহ কারা সৎকার করবে তা নিয়ে ধন্দ দেখা গিয়েছে। দটি দেহ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গেই রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সোমবার রাতেই বাসিন্দারা আলোচনায় বসেন। তাঁরা। তাঁরা দোষীকে দ্রুত খুঁজে বের

'আশপাশে ওদের কোনও আত্মীয় এদিকে, মৃত বিজয়কুমার নেই। কীভাবে কী করা যায় তা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। পলিশেরও সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে।['] এদিন দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন দুই তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ હ পার্থপ্রতিম বায়। ববীন্দ্রনাথ এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেন প্রতিবেশী ভাস্কর বৈশ্য বলেছেন, করে শাস্তির দাবি তুলেছেন।

'লেনদেন' নিয়ে চর্চা বক্সায়

আলিপুরদুয়ার, ২৪ ডিসেম্বর বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় হোমস্টে-রিসর্টে পর্যটকদের রাত্রিযাপন বন্ধ রাখার ইস্যুতে বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠল। আদালতে শুনানির পর হোমস্টে মালিকরা সমস্ত ধরনের বুকিং নেওয়া বন্ধ রেখেছেন। পরবর্তী শুনানির অপেক্ষায় রয়েছেন। তবে প্রশ্ন উঠছে, আদালত হোমস্টে-রিসর্ট বন্ধ রাখার পাশাপাশি অন্যান্য যে বিষয়ের কথা বলেছে, সেই আওতায় আর কী রয়েছে, তা স্পষ্ট নয়।

বিভিন্ন সংগঠনের প্রশ্ন উঠছে, আদালতের রায়ে হোমস্টেগুলোর বুকিং বন্ধ রাখা হলেও বন দপ্তর দিব্যি বক্সায় প্রবেশে পর্যটকদের থেকে টিকিট বাবদ টাকা তুলছে। জঙ্গল সাফারির জন্য পর্যটকদের থেকে টাকা আদায় করছে। তাতে কি নির্দেশ অমান্য হচ্ছে না? প্রশ্ন পর্যটন ব্যবসায়ীদের। এই বিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। ডিএফডিও (পশ্চিম) ডঃ হরিকৃষ্ণন পিজে'র সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

আদালতের মৌখিক নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ১০ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত বক্সা টাইগার রিজার্ভের অন্দরে হোটেল, হোমস্টেগুলোতে বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ রাখার পাশাপাশি 'অন্যান্য' লেনদেনও বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও আদালত মৌখিকভাবে বক্সায় অন্যান্য লেনদেন বন্ধ রাখার কথাও শুনানিতে উল্লেখ করেছে। কিন্তু, শুনানি শেষে আদালত যে অর্ডার দিয়েছে সেখানে এই

বিষয়ের কোনও উল্লেখ নেই। এবার প্রশ্ন উঠছে, আদালতের মৌখিক রায় অনুযায়ী বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হলে কেন শুধু হোমস্টেগুলোকে টার্গেট করেছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তপক্ষ থ আদালতের মৌখিক রায় অনুযায়ী 'অন্যান্য' লেনদেনের মধ্যে কোন কোন লেনদেন জড়িয়ে রয়েছে, সে বিষয়টি স্পষ্টকরা হোক, এই দাবিও উঠেছে। বক্সার হোমস্টে মালিকদের পক্ষের কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'আদালতের মৌখিক রায়কে সম্মান জানিয়ে হোমস্টে মালিকরা বুকিং বন্ধ রেখেছেন। তবে আদালত মৌখিকভাবে 'অন্যান্য' লেনদেন বলে যে বিষয়টি উত্থাপন করেছে. তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। যে যার মতো করে এর ব্যাখ্যা করতে পারে। পরবর্তী শুনানির সময় এই বিষয়গুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। এককাপ চা পান করলেও তো তা বাণিজ্যিক লেনদেনের মধ্যে পড়ছে।

প্রশ্ন উঠছে বক্সা টাইগার রিজার্ভের অন্দরে যে সমস্ত চা, পান, খাবারের দোকান, মুদিখানা, সবজির দোকান রয়েছে, তবে কি এবার সেগুলোও বন্ধ করতে আসরে নামবে বন দপ্তর? এখন এই প্রশ্নের জেরে বক্সায় থাকা মানুষের নিত্যদিনের জীবনজীবিকাও প্রশ্নের মখে।

রাজ্যপাল বদল পাঁচ রাজ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর : অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে মণিপরে রাজ্যপাল বদল হল। উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্যা জর্জড়িত এই রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল করা হয়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লাকে। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়েছে, মিজোরামের রাজ্যপাল হরিবাবু কামভামপতিকে ওডিশায় নিযুক্ত করা হয়েছে। মিজোরামের নতুন রাজ্যপাল করা হয়েছে বিজয়কুমার সিংকে। বিহারের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকরকে কেরলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানকে একই দায়িত্ব দিয়ে বিহারে পাঠানো হয়েছে।

কবেন। শ্বীবচচর্বে অংশ হিসেবেই তবে স্বমিলিয়ে যে ভালো একটা তাঁর সাইকেল চালানো শুরু। আর শিলিগুড়ি, ২৪ ডিসেম্বর : এখন সাইকেল চালিয়ে একের পর কিন্তু একেবারেই ভিন্ন এক খেতাব জয় করে চলেছেন উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করেছিলেন বিশ্বদীপ।

শিলিগুডির

সেই বৈঠকের ছবি বাইরে ছড়িয়ে

পড়তেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ওই

ভিড় দেখা যাচ্ছে। যা দলের একটা ছবিতে দেখা গিয়েছে যে, বৈঠকে করেছিল। অথচ রবি সেই নেতাদের

মরুপথে সাইকেল ছোটাতে

ইতিমধ্যেই দিঘা থেকে দার্জিলিং, গোয়া থেকে পুনে, লাদাখ থেকে দ্রাস সহ বিভিন্ন সাইকেল প্রতিযোগতায় অংশ নিয়ে সেখানে নিজের ছাপ রাখতে রাখতে গিয়েছেন।

আব এবাবে তাঁব লক্ষ্য জয়পব তাঁর সাইকেল চালানোর নেশাই থেকে জয়সলমিরের প্রতিযোগিতা। এখনও পর্যন্ত তাঁর অংশ নেওয়া প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে এটিই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বাজিমাত সবচেয়ে দীর্ঘ। ইতিমধ্যেই তিনি করে চলেছেন তিনি। বর্তমানে তাঁর জয়পুরে পৌঁছে গিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের হয়ে এবার প্রতিনিধিত্ব করছেন ইতিহাস শিক্ষক।

জয়পুর থেকে বিশ্বদীপ ফোনে 'সাইকেল চালানোটা শিক্ষক বিশ্বদীপ নানা শারীরিক এখন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যায় ভগছিলেন। সেগুলি থেকে প্রতিযোগিতায় পথে মরুভূমি মুক্তি পেতে নিয়মিত শরীরচর্চা শুরু পড়বে। তাই একটু চিন্তায় আছি। নেহি'মনোভাবে আগুয়ান বিশ্বদীপ।

অভিজ্ঞতা হতে চলেছে, তা বলা যেতেই পারে।'

নিজেকে সুস্থ রাখতে নতুন প্রজন্মকে নিয়মিত সাইকেল চালানোর পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্বদীপ। তাঁর এই সাফল্যে খুশি পরিবার, এমনকি তাঁর স্কলের পড়য়ারা এবং সহকর্মীরাও। ভবিষ্যতে সাইকেল নিয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। আগামী ২৮ ডিসেম্বর বাজস্থানে ওই প্রতিযোগিতা শুরু হবে।শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর।

মোট ১৩৫০ কিলোমিটার পথ পাডি দিতে হবে এই প্রতিযোগিতায়। সময়সীমা ৮৪ ঘণ্টা। প্রথমবার এত দীর্ঘ প্রতিযোগিতা এত কম সময়ে পুরণ করতে হবে, তাই খানিকটা বুক দ্পদপ করছে বটে, কিন্তু ভারত পান্নু, কাভির রাচুরের মতো সাইক্লিস্টদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন ভেবেই খুশির ঠিকানা নেই বিশ্বদীপের। আপাতত 'কুছ পরোয়া

ইন্টার্নের বহিষ্কারে স্থাগতাদেশ

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগে ইন্টার্ন বহিষ্কারের নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোট। কাউন্সিলের সুপারিশের কলেজ বহিষ্কারের ভিত্তিতে ওই পড়য়াকে কলৈজ কর্তপক্ষ। সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্যসচিবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের ওই নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ থাকবে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, ওই পড়য়ার বিরুদ্ধে থ্রেট কালচারের অভিযোগে কলেজ কাউন্সিলের সুপারিশ নিয়ে ৪ সপ্তাহের মধ্যে বিবেচনা করবেন স্বাস্থ্যসচিব। যেহেতু ওই পড়য়া নিজের পক্ষে বক্তব্য রাখার সুযোগ পাননি, তাই তাঁকে সুযোগ দিতে হবে। ওই পড়য়াকে ৭ দিন আগে বক্তব্য রাখার

বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এবং পালটা বক্তব্য শোনার পর সিদ্ধান্ত নেবেন স্বাস্থ্যসচিব। এক সপ্তাহের মধ্যে সেই সিদ্ধান্ত আবেদনকারী এবং কলেজ কর্তপক্ষকে জানিয়ে দিতে হবে। ততদিন পর্যন্ত কলেজ ক্যাম্পাস এবং হস্টেল চত্বর থেকে দূরে থাকতে হবে

চড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন স্বাস্থ্যসাচব

ওই পড়য়াকে। আবেদনকারী পড়য়া সোহম মণ্ডলের অভিযোগ, ৪ সেপ্টেম্বর রেসিডেন্ট ডক্টরস আসোসিয়েশনের বৈঠক হয়। তারপরই তাঁকে তদন্তের জন্য ডাকা হয়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওঠা যথায়থ তথ্যপ্রমাণ দেখানো হয়নি। আবেদনকারীর আইনজীবী প্রমিতি জন্য নোটিশ দিতে হবে। তারপর তাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে জানান,

৯ সেপ্টেম্বর কলেজ কাউন্সিল ওই পড়য়াকে বহিষ্ণারের সুপারিশ করে। তার ভিত্তিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ ১০ সেপ্টেম্বর নির্দেশিকা দিয়ে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন। কলেজ কাউন্সিল শুধুমাত্র সুপারিশ করতে পারে এবং সেই সুপারিশ উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে। চডান্ড সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী ২ বছরের ইন্টার্নশিপ শেষ করতে না পারলে হাউস স্টাফ পদে উন্নীত হওয়া যাবে না। তাই বিষয়টি বিবেচনা করা হোক। বিচারপতি এরপর কলেজ কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট খতিয়ে দেখেন। রিপোর্ট অনুযায়ী স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকতার পদ ফাঁকা রয়েছে। তাই বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্যসচিবকে নির্দেশ দেন বিচারপতি। বিচারপতি জানিয়ে দেন, অবিলম্বে ওই পড়য়াকে ইন্টার্নশিপ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে কলেজ কর্তৃপক্ষকে।

তাঁদের কী কী অধিকার, কী কী পাওনা। ক'জনই বা জানেন সংবিধান প্রণয়ন সভার সদস্য ছিলেন পশ্চিম সিংভূমের দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত, খুঁটির জয়পাল সিং মন্ডা, বনিফেস লাকড়া। তাঁদের কথা জানে ক'জন? সেসব কথা ওঁরা বলছেন, গ্রামের পর গ্রাম শুনছে।

অমৃত ভারতের চোখধাঁধানো আলোর ঝলকানির ওপারে যাঁরা থাকেন, সেই হো, মুন্ডা, ওরাওঁ, মাহাতো, সাঁওতালদের কাছে বেশ পরিচিত জল-জঙ্গল-জমিনের জন্য আজন্ম লড়াই। বিরসা, সিধো-কানহোর উত্তরসূরিরা দেখছেন, উন্নয়নের নামে একের পর এক জঙ্গল থেকে উৎখাত হওয়াটাই যাঁদের সাতপুরুষের বিধিলিপি, যখন জঙ্গল সাফ করে মাথা তুলছে বহিরাগত কপোরেট মালিকদের বিশাল বাড়ি, হোটেল, ফ্যাক্টরি, তখন পিছিয়ে যেতে যেতে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা খোঁজ রাখে না কেউ। বিকাশের যাবে, দেশের নেতাদের মধ্যে সেখানে

দেওয়া হচ্ছে আদানির মতো বড় বড় শিল্পপতিদের। তাঁদের নিজেদের আপন জমি ক্রমশ চলে যাচ্ছে হাতের বাইরে। ধারাবাহিকভাবে কমছে আদিবাসীদের

কেউ তাঁদের বোঝায়নি তাঁদের জঙ্গলের অধিকার দিয়েছে সংবিধান। আর পাঁচজনের মতোই তাঁদেরও আছে মৌলিক অধিকার, আছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। তাঁদের কাছে সংবিধান নিছক একটা বই নয়, তাঁদের মাথা উঁচু করে বাঁচার হাতিয়ার। গ্রামে গ্রামে সংবিধানের প্রস্তাবনা তুলে ধরে তাঁদের বোঝানো হচ্ছে এইসব অধিকারের কথা। আর সবাইকে বলা হয়েছে এই অধিকারের দলিল যাঁর হাতে তৈরি সেই বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের কথা। তাঁদের অনেকের বাড়ির দেওয়ালে আজ ঝুলছে আম্বেদকরের ছবি।

গোটা গোবলয়ে গুনতি হলে দেখা ঠেলায় সর্বত্র বিনাশ দেখছেন তাঁরা। সবথেকে বেশি মূর্তি আম্বেদকরের।

আর সবথেকে বেশি মর্তি ভাঙাও হয়েছে তাঁরই। সেই মণ্ডল বনাম কমণ্ডলের জমানার পর থেকেই আম্বেদকর দলিত, আদিবাসীদের ঢাল। উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে শূদ্র ভারতের রুদ্র উত্থানের প্রতীক। কারা গড়েছে, কারা ভেঙেছে ব্যাখ্যা করার দরকার আছে কি? নেতারা রাজনীতি করেছে, মরেছে

সেই দলিতরাই।

রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রদর্শনীর জন্য একটা কাচের বাক্সে রাখা ছিল সংবিধানের বইয়ের নকল। সোপান পাওয়ার নামে এক মারাঠা সেই বাক্সটি ভাঙচর করে। এ মাসের ১০ তারিখের ঘটনা। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রকাশ আম্বেদকরের বঞ্চিত বহুজন আগাড়ির শ-তিনেক সমর্থক সেখানে জড়ো হযে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভে আধঘণ্টা আটকে পড়ে ট্রেন। পরদিন পারভানি বনধ ডাকা হয়। সেই বনধে ব্যাপক ভাঙচর অগ্নিসংযোগ করা হয়। ক্রুদ্ধ জনতা জেলা শাসকের অফিসে চেয়ার-টেবিল ভাঙে। পুলিশ

এই গোলমালের জন্য পুলিশ জনা পঞ্চাশের সঙ্গে ৩৫ বছরের আইনের ছাত্র সোমনাথ সর্যবংশীকে গ্রেপ্পার

করে। বিচারবিভাগীয় হেপাজতে থাকার সময় ১৫ ডিসেম্বর সোমনাথ বুকে ব্যথার কথা বলে। সেদিন সন্ধেতেই পারভানির সেন্ট্রাল জেলে মৃত্যু হয় তাঁর। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জানায়, তার মৃত্যু হয়েছে ভিতরের আর বাইরের আঘাতে। দলিত সংগঠনগুলি অভিযোগ

করে, পুলিশ নির্মমভাবে তাদের দমন করতে চাইছে। সোমনাথের মা বিজয়া ছেলের মৃত্যুর বিচার চাইছেন। পারভানির ভীমনগর এলাকার লোকজন জানাচ্ছেন ঘরে ঘরে দরজা ভেঙে ঢুকে পুলিশের অত্যাচারের কথা। প্রত্যাশামতোই পুলিশ এবং সদ্য শপথ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এসবই অস্বীকার করেছেন। সংবিধানের সম্ভ্রম রক্ষা করতে

গিয়ে সরকারি হেপাজতে সোমনাথের মৃত্যু কি নিছকই ফ্যাশন ছিল?

यार्ठ यश्रापात्न

রিত-পাক মহারণ ২৩ ফব্রুয়ারিই

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর : জল্পনার অবসান। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আজ বিকেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি ঘোষণা করে দিল ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। প্রতিযোগিতা শুরু হতে চলেছে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি। ফাইনাল ৯ মার্চ। আর প্রতিযোগিতার



সবচেয়ে আকর্ষণীয় ম্যাচ ভারত পাকিস্তান আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি। যে সম্ভাবনার প্রতিবেদন গত ৩ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

বিস্তর বিতর্কের পর দিনকয়েক আগেই হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঘোষণা করেছিল আইসিসি। ভারতের চাপে অনেক কিছুই হজম

বড়দিন নয়.

অস্কারের

ভাবনায় শুধুই

ইস্টবেঙ্গল

২৪ ডিসেম্বর : লাল-হলদ আলোর

রোশনাইয়ে ভাসছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

তাঁবু। হাওয়ায় বড়দিনের আমেজ।

ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার থেকে

কোচিং স্টাফ, প্রত্যেকেরই নিজেদের

মতো করে ক্রিসমাস উদযাপনের

পরিকল্পনা রয়েছে। তবে প্রভূ

যিশুর কাছে সবার প্রার্থনা একটাই।

আইএসএলে ধারাবাহিকতা রেখে

এফসি ম্যাচের মহডায় নেমে পড়ল

লাল-হলুদ ব্রিগেড। অনুশীলন শেষে

মাঠ ছাড়ার সময় ক্লেইটন সিলভাকে

ঘিরে ধরলেন একঝাঁক সমর্থক।

ব্রাজিলিয়ান স্টাইকার বলেছেন,

'নিজে গোল করার থেকেও

দলের জয় আমার কাছে বেশি

'বুধবার

করব। হায়দরাবাদ ম্যাচ সামনে।

প্রতিপক্ষ যেমনই হোক, কোনও

ম্যাচই সহজ নয়।' লাল-হলুদ

কোচ অস্কারও বড়দিনের শুভেচ্ছা

वनुभीनन तरारह। किन्नमान निरा

তেমন কোনও পরিকল্পনা নেই।

এখন সবটাই ইস্টবেঙ্গলকে ঘিরে।

তবে বছরের শেষ ম্যাচটা জিততে

পারলে ক্রিসমাস উদযাপন করব।

আসলে হায়দরাবাদ এফসিকে

হারাতে না পারলে বড়দিন আর

ইংরেজি নববর্ষের রংটাই ফিকে

হয়ে যাবে লাল-হলুদ সমর্থকদের

মঙ্গলবার অনুশীলনে আসেননি

মহম্মদ রাকিপ। হায়রাবাদ ম্যাচে

এমনিতেই তিনি এবং হেক্টর ইউস্তে

ভালো নয়

কাছে। এদিকে চোট

কার্ড সমস্যায় নেই।

জানিয়ে বলেছেন,

ক্রিসমাস

গুরুত্বপূর্ণ।'

বলেছেন,

গোলের আবদার। তবে

পাশাপাশি ক্লেইটন

পরিবারের

উদয়াপন

'বুধবারও

থাকায়

মঙ্গলবার থেকে হায়দরাবাদ

এগিয়ে চলুক ইস্টবেঙ্গল।

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা,

দুবাইয়ে ২৩ ফেব্ৰুয়ারি হয়তো

দূৰাই, ২ ডিসেম্বর : সাম্পিয়প টুফি আদৌুশুকিস্তানে হবে কিন্তু তা এখনও নিশ্চিত নয়। তারমাঝেই নতন জন্মনা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন রিপোটের মতে, ২০ ফেছ্যারি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ

৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত

খবরে জানানো

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে

ভারত-পাক মহারণের

স্থান-তারিখেই

মঙ্গলবার সিলমোহর

দিল আইসিসি।

ভারত-পাকিস্তান

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি ঘোষিত

ভারতের ম্যাচ			
তারিখ	প্রতিপক্ষ	স্থান	সময়
২০ ফেব্রুয়ারি	বাংলাদেশ	দুবাই	দুপুর ২.৩০ মিনিট
২৩ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান	দুবাই	দুপুর ২.৩০ মিনিট
২ মার্চ	নিউজিল্যান্ড	দুবাই	দুপুর ২.৩০ মিনিট

 ১৯ ফেব্রুয়ারি করাচিতে উদ্বোধনী ম্যাচ পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড। 🔳 প্রথম সেমিফাইনাল দুবাইয়ে ৪ মার্চ। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল লাহোরে ৫ মার্চ।

💻 ফাইনাল ৯ মার্চ লাহোরে। কিন্তু ভারত ফাইনালে উঠলে ম্যাচ দুবাইয়ে হবে।

মেলবোর্ন, ২৪ ডিসেম্বর : ও শুভমান গিলকেও প্রশংসায়

সময়টা তাঁর একেবারেই ভালো

যাচ্ছে না। ব্যাটে রান নেই। পছন্দের

ওপেনিংয়ের জায়গা সতীর্থ লোকেশ

রাহুলকে ছেড়ে দিয়ে অধিনায়ক

রোহিত শর্মা ব্যাট করছেন ছয়

কয়েকদিনের পর আজও মেলবোর্ন

ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ভারতীয় দলের

অনুশীলনে অধিনায়ক রোহিতের

ব্যাটিং ছিল দুনিয়ার সবার নজরেই।

দেখা গিয়েছে, আগ্রাসী শট খেলে

ছন্দের খোঁজে রয়েছেন ভারত

ঘণ্টার। তারপরই বৃহস্পতিবার

থেকে মেলবোর্নে শুরু হয়ে যাবে

বক্সিং ডে টেস্ট। বডরি-গাভাসকার

ট্রফির চার নম্বর টেস্টেও রোহিত ছয়

নম্বরেই ব্যাটিং করবেন। কিন্তু তিনি

রানের খোঁজ পাবেন কিনা, সময় তার

জবাব দেবে। তার আগে আজ টিম

ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর সাংবাদিক

সম্মেলনে হাজির হয়ে রোহিত

একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করেছেন।

আদর্শ অধিনায়কের মতোই তাঁর

সতীর্থ বিরাট কোহলির হয়ে ব্যাট

ধরেছেন। একইসঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার

দুই তরুণ ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল

অপেক্ষা আব মান কয়েক

তিনি রানে ফিরতে মরিয়া। গত

অনুশীলন শেষে

কিট ব্যাগে

ব্যাট রাখছেন

বিরাট কোহলি ৷

মঙ্গলবার।

ভরিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের প্রতিভার

ক্রাসের কথাও দুনিয়াকে মনে করিয়ে

দিয়েছেন তিনি। হিটম্যানের কথায়,

'দলে জয়সওয়াল, গিলদের মতো

প্রতিভা থাকলে একজন অধিনায়কের

অনেক কাজই সহজ হয়ে যায়। হতে

পারে ওরা চলতি সিরিজে এখনও

করতে হয়েছিল পাকিস্তানকে। আর সেই সময়ই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, দ্রুত সূচি ঘোষণা হবে। বড়দিনের আগের সন্ধ্যায় ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে সেই কাজটাই আজ করে দেওয়া হল। প্রত্যাশিতভাবেই রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সব ম্যাচই খেলবে নিরপেক্ষ কেন্দ্র দুবাইয়ে। সেই সম্ভাবনার কথাও আগেই প্রকাশিত হয়েছিল

ট্রফির সচি ঘোষণার পর ভারত-পাকিস্তানের তরফে তা স্বাগত জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওডিআই ফর্ম্যাটে প্রতিযোগিতায় মোট ১৫টি ম্যাচ হবে। ১৯ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। পরদিনই দুবাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবেন রোহিতরা। ৪ ও ৫ মার্চ প্রতিযোগিতার ুদুই সেমিফাইনাল হবে। প্রথম সেমিফাইনাল দুবাইয়ে। অপরটি লাহোরে। টিম ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে পৌঁছালে সেই ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। রোহিতরা প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছাতে না পারলে ফাইনাল হবে লাহোরে। আটটি দলকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ। আর গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ড।

বিরাট সমর্থনে

নিজের প্রতিভার প্রতি সবিচার ফর্ম। পারথে অপরাজিত শতরান পারেনি। কিন্তু তারপরও বলছি, গিলদের মতো তরুণরাই আমাদের দলের শক্তি।' এখানেই না থেমে অধিনায়ক রোহিত শুভমান-যশস্বীদের ক্লাস ও টেম্পারমেন্টের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'গিলরা যে মানের ব্যাটার, দলের অধিনায়ক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল সবসময় ওদের পাশে থাকা। আমরা কথা উল্লেখ করে শুভমানদের সেই কাজটাই করেছি। পারথে যশস্বীর শতরানের ইনিংসটা আশা করব এখনও কেউ ভুলে যাননি।'

গিল-শুভমানরা বক্সিং ডে টেস্টে রানে ফিরবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার বড় দৃশ্চিন্তা হিসেবে হাজির কোহলির

করেছিলেন বিরাট। কিন্তু তারপর থেকে তাঁব ব্যাটে ফেব বান খবা। অফস্টাম্প লাইনের বলে বারবার পরাস্ত হচ্ছেন তিনি। এহেন সতীর্থের পাশে দাঁড়িয়ে রোহিত আজ বলেছেন, 'বিরাট যে আধুনিক ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার, আমার মনে হয় তা নিয়ে কারোর সন্দেহ থাকার কথাই নয়। আমি বিশ্বাস করি রানে ফেরার রাস্তা বিরাট নিজেই খুঁজে নেবে। কীভাবে কাজটা করতে হয়, ভালোই জানে ও।' মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্সদের বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্টে কোহলি রান পেলে টিম ইন্ডিয়ার জন্যও দুর্দান্ত

> যদিও তার আগে মেলবোর্নের বাইশ গজ দুশ্চিন্ডায় রেখেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। পিচে ভালোরকম ঘাস রয়েছে। অধিনায়ক রোহিতের মনে হচ্ছে, মেলবোর্নের পিচ বাকি তিন টেস্টের চেয়ে আলাদা। হিটম্যান বলছেন. 'অস্ট্রেলিয়ার সব মাঠের চরিত্রই একে অপরের চেয়ে আলাদা। ফলে চ্যালেঞ্জ সবসময় থাকবেই এখানে। আর সেই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটাই আসল বিষয়।' সূত্রের খবর, মেলবোর্নে জোড়া স্পিনার খেলানোর একটা ভাবনা শুরু হয়েছে ভারতীয় দলের অন্দরে। যদিও অধিনায়ক রোহিত এই ব্যাপারে খোলসা করে কিছু বলেননি। মনে করা হচ্ছে, বৃহস্পতিবার সকালে খেলা শুরু হলেই সেটা বোঝা যাবে। কারণ, আগামীকাল বড়দিনের উৎসবের মাঝে ভারতীয় দলের অনুশীলনেও রয়েছে ছুটি।

বীতিমতো নাজেহাল হয়ে



প্রস্তুতির মাঝে কোচ গৌতম গম্ভীর ও জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে আলোচনায় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। মঙ্গলবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। -এএফপি

অভিযেক নিশ্চিত কোনস্টাসের

মেলবোনে হেড খেলবেন, আশায় াকডোনাল্ড

মেলবোর্ন. ২৪ ডিসেম্বর: হেড মেলবোর্নে খেলতে হেডের কোনও নয় 'হেডেক।' ট্রাভিস হেডকে নিয়ে ভারতীয় দলের 'মাথাব্যথা' সেই গত বছরের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খোয়াজার সঙ্গে নাথান ম্যাকসুইনি ফাইনাল থেকে। সময়ের সঙ্গে যা ওপেন করেছিলেন। কিন্তু ম্যাকসুইনি বেড়েছে। চলতি বর্ডার-গাভাসকার প্রভাবিত করতে না পারায় তাঁর ট্রফিতেও টিম ইন্ডিয়ার মূর্তিমান জায়গায় বাকি দুই টেস্টে স্কোয়াডে আতঙ্ক হেড। যদিও মেলবোর্নে জায়গায় স্যাম কোনস্টাস সুযোগ বৃহস্পতিবার শুরু হতে চলা বক্সিং ডে টেস্টে হেডকে পাওয়া যাবে ৪৬৮তম টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদিও ১৯ অজি কোচ অ্যান্ড্র ম্যাকডোনাল্ড অভিষেক নিশ্চিত করে দিয়েছেন দলের অন্যতম সৈরা ব্যাটারকে আশায় রয়েছেন।

সোমবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে প্যাট কামিন্সরা অনশীলন করলেও হেডকে দেখা যায়নি। বিভিন্ন রিপোর্টের মতে, মঙ্গলবার অনুশীলনে নামলেও ফিটনেস নিয়ে জটিলতা অব্যাহত। তবে এদিন দলের প্রস্তুতির ফাঁকে ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, 'ট্রাভিসকে নিয়ে চিন্তার কিছ দেখছি না। ও কি চতর্থ টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছে?

সমস্যা হবে না।' প্রথম তিন টেস্টে উসমান

পেয়েছেন। মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বছরের কোনস্টাসের ম্যাকডোনাল্ড। ২০১১ সালের প্যাট কামিন্সের পর দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ব্যাগি গ্রিন টুপি পেতে চলেছেন কোনস্টাস।

সিরিজে চলতি অজিদের চিন্তার জায়গা। যার অন্যতম কারণ বর্ষীয়ান তারকা উসমান খোয়াজার টানা অফফর্ম। গত তিন ম্যাচে মাত্র ৫৫ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। তবে খোয়াজার পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, 'খোয়াজাকে নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। গাব্বায় ব্যাটিংয়ের সময় হেড চোট ও সাম্প্রতিককালে বেশকিছু ম্যাচে পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু এখন ওর রান পায়নি ঠিকই। কিন্তু প্রস্তুতিতে কোনও সমস্যা আছে বলে মনে কোনও খামতি নেই ওর। উসমানের হল না। আমি নিশ্চিত, মেলবোর্নে চিন্তাভাবনা খুব পরিষ্কার। ওর মতো ও মাঠে নামবে। শুধু দেখতে প্লেয়ারদের ফর্মে ফিরতে বেশি সময় হবে, অযথা যেন কোনও বুঁকি না লাগে না। আগামী দুই টেস্টে চেনা



অনুশীলনের ফাঁকে কোচ অ্যান্ড্র ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে প্যাট কামিন্স।

ভেবে রেখেছিলেন আচমকা অবসরে চমক দেবেন ধারাভাষ্য দেওয়ার রিকল্পনা অশ্বীনের

নিয়েছিলেন আচমকাই। খুব দ্রুত।

ব্রিসবেন টেস্টের পর তাঁর নেওয়া অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। সুনীল গাভাসকারের মতো কিংবদন্তিও অবাক হয়েছিলেন। একইসঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের সিদ্ধান্তের সমালোচনাও করেছিলেন।

ব্রিসবেন *টেস্টে*র পরই অবসর নিয়ে দ্রুত দেশে ফেরেন অশ্বীন। প্রাক্তনদের গ্রহে ঢুকে পড়ার পর পরিবারের সঙ্গে কিছুটা কাটান। আর তারপরিই আজ ইংল্যান্ডের স্কাই স্পোর্টস চ্যানেলে নাসের হুসেন ও মাইকেল আথারটনকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ভারতীয় অফস্পিনার। সেখানে তিনি মনের জানালা খুলে দিয়েছেন। একইসঙ্গে আগামীদিনে পেশাদার হিসেবে ধারাভাষ্যে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন অশ্বীন।

ক্রিকেট তাঁর জীবনে বরাবরই ছিল সব কিছুর আগে। সেই ছেড়েছেন তিনি। <u>ক্রিকেটকে</u> সিদ্ধান্তটা চূড়ান্ত করতে কিছুটা কষ্ট হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এমনটাই তো চেয়েছিলেন অশ্বীন। তাঁর কথায়, 'আমার ভাবনা বরাবরই ভিন্ন। কখনও নিরাপত্তাহীনতায় ভূগিনি আমি। সবসময় বিশ্বাস করেছি, আজ না পারলে কাল নিশ্চিতভাবেই পারব। সঙ্গে বিশ্বাস করে এসেছি, যেদিন ক্রিকেট নিয়ে উৎসাহটা কমে যাবে, সেদিন ক্রিকেট থেকে সরে যাব। এমন ভাবনা থেকেই আমার অবসরের সিদ্ধান্ত।' ভারতে ক্রিকেট খেলাটা বহুদিনই ধর্মের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। অশ্বীনও সেটা বিশ্বাস দিয়ে উড়ন্ত চুম্বন বা বল হাতে পাঁচ কেউ তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করবেন।



রবিচন্দ্রন অশ্বীন ও বিজয় শংকরের এই পুরোনো ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করল চেন্নাই সুপার কিংস।

করে মাঝেমধ্যে এমন উন্মাদনা তাঁর নাপসন্দ। অশ্বীনের কথায়, উন্মাদনা, আবেগ রয়েছে সর্বত্র, তা আমাকেও ছুঁয়ে যায়। কিন্তু সেই স্রোতে ভেসে যেতে চাইনি আমি। আরও উন্নতি করা যায়।'

সেই উন্নতির লক্ষ্যে কখনও মাঠে ব্যাট হাতে সফল হলে গ্যালারিতে থাকা স্ত্রীর দিকে ব্যাট

করেন। কিন্তু ক্রিকেটকে কেন্দ্র উইকেট দখলের পর সেই বলটাকে চুমু খাওয়ার পথে হাঁটেননি তিনি। অশ্বীন বলছেন, 'আমি চাই আমি 'আমাদের দেশে ক্রিকেট নিয়ে যে যেমন, সেভাবেই লোকে আমায় মনে রাখুক। বিরাট কোহলি মাঠে যেমন করতে পারে, আমি তেমন পারি না। আসলে আমার ক্রিকেট বরাবরই ভেবেছি কীভাবে খেলাটার দর্শনটা বোধহয় একটু ভিন্ন।' তাঁর উত্তরসুরি কে হতে পারেন, তা নিয়েও অশ্বীন কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। জানিয়েছেন, ভাবতে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। ঠিকই



লন্ডনে স্ত্রী রোমি ও সন্তানদের নিয়ে ছুটি কাটাচ্ছেন ঋদ্ধিমান সাহা।

'অজানা' মাঠে আজ অনুশীলন বাংলার

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ **ডিসেম্বর** : শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে। এবার এগিয়ে চলার পালা।

দিল্লি দখলের পর এগিয়ে চলার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বিজয় হাজারে ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে খেলতে নামছে বাংলা দল। তার আগে আজ সারা দিনটা বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিলেন সদীপ ঘরামিরা। সঙ্গে চলল নিজামের শহরের জেন এক্স ক্রিকেট মাঠ নিয়ে আলোচনা।

বিজয় হাজারে ট্রাফ

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরার বিরুদ্ধে জেন এক্স ক্রিকেট মাঠে ম্যাচ বাংলার। যা হায়দরাবাদ শহর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দরে। এই মাঠ সম্পর্কে বাংলা দলের কারও কোনও ধারণাই নেই। অতীতে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা থেকে শুরু করে অধিনায়ক সুদীপ, দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার অনুষ্টুপ মজুমদারদের কেউ কখনও খেলেননি এই মাঠে। ফলে পিচ কেমন, পরিকাঠামো কেমন- কোনও ধারণাই নেই কারও। আগামীকাল সকালে জেন এক্স মাঠে প্রথমবার অনুশীলন করতে যাবে টিম বাংলা। তার আগে আজ সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'জেন এক্স মাঠ সম্পর্কে আমাদের কারও কোনও ধারণাই নেই। কাল সকালে অনুশীলন রয়েছে সেই মাঠে। ওখানে পোঁছানোর পর বাকি কথা বলতে পারব। তবে আমরা সবরকম চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি।'

কাম্বলির মস্তিষ্কের অবস্থা

মুম্বই, ২৪ ডিসেম্বর ভারতীয় ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলির শারীরিক উন্নতি অবস্থার হয়েছে। শরীরের অবনতি হওয়ায় শনিবার রাতে ৫২ বছরের এই ক্রিকেটারকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর চিকিৎসক ডাঃ বিবেক দ্বিবেদী জানিয়েছেন, আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন ভারতের ্ ক্রিকেটার। তারকা কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে তাঁর মস্তিষ্কের অবস্থা ভালো নয়। এই বিষয়টি চিন্তায় রেখেছে

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। মঙ্গলবার কাম্বলির চিকিৎসক দ্বিবেদী বলেছেন. 'মেডিকেল পরীক্ষার পর আমরা দেখতে পাই, কাম্বলির মূত্রনালিতে সংক্রমণ রয়েছে এবং শরীরে সোডিয়াম. পটাশিয়ামের ঘাটতি ছিল এছাড়াও মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধা অবস্থায় ছিল। আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আমরা দুই-একদিনের মধ্যে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছি।' তবে প্রাক্তন ভারতীয় তারকার মস্তিষ্ক নিয়ে আশঙ্কার কথাও জানিয়েছেন বিবেক। তিনি বলেছেন, 'কাম্বলির মস্তিষ্কে রক্ত জমাটের ফলে মস্তিষ্কের অবস্থা ভালো নয়। এই বিষয়টিকে আমরা নজরে রেখেছি।'

চিকিৎসকদের এদিকে, ধন্যবাদ দিয়ে কাম্বলি বলেছেন, 'চিকিৎসকদের জন্য বেঁচে আছি। ভর্তি হওয়ার পর থেকে তাঁরা প্রচুর পরিশ্রম করছেন। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।'

শুভমানকে রক্ষণের পরামর্শ পণ্টিংয়ের

মেলবোর্ন, ২৪ ডিসেম্বর : উপমহাদেশের বাইরে টেস্টে এখনও শতরান নেই শুভমান গিলেব। চলতি বডার-গাভাসকর টুফির প্রথম টেস্টে চোটের কারণে তাঁর খেলা হয়নি। পরের দুই ম্যাচে খেললেও বড় রান পাননি। ছন্দে ফিরতে শুভমানকে তাঁর সহজাত ক্রিকেটেই আস্থা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বিকি পণ্টিং।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, 'শুভমানের খেলা দেখতে আমি বরাবরই পছন্দ করি।' কিন্ধ অ্যাডিলেডে তিনি যে ভঙ্গিতে ব্যাট করেছেন তা একেবারেই মনে ধরেনি পন্টিংয়ের। একপ্রকার সমালোচনার সুরেই তাই বলেছেন, 'অ্যাডিলেডে শুভমান নিজের খেলায় বেশ কিছু পরিবর্তন করে। যে কারণে সম্পূর্ণ সোজা একটা বলে আউট হতে হয় ওকে।' এক্ষেত্রে প্রাক্তন অজি ক্রিকেটারের পরামর্শ, 'অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শুভমানের ব্যাটে রান এনে দিতে পারে ওর সহজাত রক্ষণাত্মক ব্যাটিংই। দ্রুত রান তোলার প্রয়োজন হলে বিকল্প কোনও কৌশল আয়ত্ত করতে হবে।' এই মানসিকতা নিয়ে বাইশগজে নামলে



যায়, সেখানে হেড খুব সাধারণ আচরণ করে। এতে বুমরাহের ছন্দও ব্যাহত হয়।' ইয়ান হিলি আবার ঋষভ পস্তকে উইকেটকিপিংয়ের পাঠ পড়ালেন। সিরিজে এখনও পর্যন্ত হেড : চ্যাপেল

১৯টি ক্যাচ ধরেছেন ঋষভ। উইকেটে পিছনে দস্তানা হাতে ঋষভকে নিরাপদ দেখালেও কিংবদন্তি অজি উইকেটকিপারের মতো আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ঋষভের প্র্যাকটিস দেখে তাঁর মনে হয়েছে, সেই কাজই চলছে। গ্লেন ম্যাকগ্রাথ-শেন ওয়ার্নদের ঝুরিঝুরি উইকেটের নেপথ্যে থাকা ইয়ান হিলির যুক্তি, সিরিজে কয়েকটা সুযোগ হাতছাড়া করেছেন ঋষভ। ফুটওয়ার্কের ত্রুটির কারণে এটা ঘটেছে। শুরুতে বাঁ পা নড়ছে এবং সেই পায়ের ওপর আগেভাগেই শরীরে ভার দিচ্ছে। ফলে উলটোদিকে বল মুভ করলে সমস্যায় পড়ছে। চলতি সিরিজে যার ফলও ভুগতে হয়েছে।

রস্কারের আবেদন করতে হবে কেন, প্রশ্ন যশপালের

তালিকা থেকে মন ভাকেরের নাম বাদ পড়া নিয়ে বিতর্ক ক্রমশ বেড়েই মনুর বাবা রামকিষান ভাকের। এদিন

नशां निल्ला, २८ फिरमञ्जत : राम्बल तामिक्यान अपिन वरलाइन, ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার প্রাপকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। পুরো বিষয়ে ও হতাশ। ও আমাকে বলেছে, আমার অলিম্পিকে যাওয়াই উচিত হয়নি, চলেছে। গতকালই মুখ খুলেছিলেন দেশের হয়ে পদক জেতা উচিত হয়নি, এমনকি ক্রীড়াবিদ হওয়াই সামনে এল খোদ মনুর 'হতাশা'। উচিত হয়নি।' মনুর সঙ্গে একমত

হয়তো আমারই ভুল হয়েছিল : মনু

হুয়ে রামকিষানের মন্তব্য, 'মনুকে ক্রীড়ামন্ত্রক, ক্রিকেটার বানাতে পারতাম!' মনুর কোচ যশপাল রানা ঘটনায় অবশ্যই ওরা দায়ী। কেউ করেছে? ওদেরই উচিত ছিল মনুর জেতা। পুরস্কার ও সম্মান শক্তি তালিকায় ঢুকতে চলেছে মনুর নাম।

জাতীয় রাইফেল

কীভাবে বলতে পারে যে মনু আবেদন করেনি? প্রথম ভারতীয় হিসেবে দায়িত্বে আছেন তাঁরা জানেন না কে লিখেছেন, 'অ্যাথলিট ইিসেবে আমার সংস্থাকে দায়ী করে বলেছেন, 'এই মনু ভাকের? মনু দেশের জন্য কী দায়িত্ব খেলা এবং দেশের হয়ে পদক চলেছে ক্রীড়ামন্ত্রক। শেষ[®] মুহূর্তে

নাম তালিকায় যোগ করা।' এরই মাঝে মঙ্গলবার বিকেলে ও ইতিহাস তৈরি করেছে। যাঁরা এক্স হ্যান্ডেলে (টুইটার) মনু

অলিম্পিকে জোড়া পদক জিতে বিতর্ক থামানোর আবেদন জানিয়ে সময় আমার কিছ ভুল হয়েছিল।

জোগায়, তবে সেগুলোই একমাত্র লক্ষ্য নয়। হয়তো আবেদন করার

এদিকে সূত্রের খবর, মনু-বিতর্কে চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে



দীপা : শুভ জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল।আশীর্বাদ সহ **নৃপেন** ও **ছেলে** (রুদ্রায়ন), চয়নপাড়া, ঘোগোমালি, শিলিগুডি।

চ্যাম্পিয়ন মণিপুর

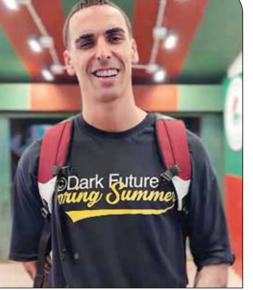
কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর মহিলাদের সিনিয়ার জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হল মণিপুর। তারা ১-০ গোলে হারাল ওডিশাকে। মণিপুরের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন রোজা দেবী।

> ধারাভাষ্য দেওয়ার পরিকল্পনা অশ্বীনের

বিরাট সমর্থনে তারুণ্যের জয়গান রোহিতের

-খবর তেরোর পাতায়

'ফেলিস নেভিদাদে' জয়ের



ভক্তদের বডদিনের শুভেচ্ছা আলবার্তো রডরিগেজের।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর: 'ফেলিস নেভিদাদ।

সারা বিশ্ব এদিন রাত থেকেই মেতে প্রভ যিশুর জন্মদিন পালন করতে। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার মুখে তাই পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে 'বনি এম'-এর বিখ্যাত

সেই গানের প্রথম দুই শব্দ। আসলে

হয়তো উলটোই। ^{স্}প্যানিশরা মেরি ক্রিসমাস বা বড়দিনের শুভেচ্ছাকে নিজেদের ভাষায় বলেন, 'ফেলিস নেভিদাদ।' নিশ্চিতভাবেই প্রভূ যিশুর কাছে এদিনের রাত বারোটায় 'ফেলিস নোচেবুয়েনো'-তে তাঁর এবং বাকিদের প্রার্থনা থাকবে দলকে জয়ে ফেরানোর। তবে একটা হারই যে তাঁকে আবার কড়া হেডমাস্টারে পরিণত করেছে, সেটা বোঝা গেল যখন 'রক্তে আমার মোহনবাগান' নামের ফ্যান ক্লাব বিশাল কেক এনে হাজির করেও কোচের তেমন মন গলাতে না পারায় সকলে মিলে ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেল না। ভার্জিল ভ্যান ডায়েকের ভক্ত আলবাতো রডরিগেজও সাবধানি গলায় বলে

গেলেন, 'স্পেনে তো আমরা ক্রিসমাসের দিন আলু ও অন্যান্য সবজি সহ রোস্টড টার্কি খাই কিন্তু এখন ম্যাচ আছে, তাই আগামীকাল একদম স্বাস্থ্যকর খাবারদাবারই খেতে হবে। ম্যাচ জিতে না হয় সুস্বাদু কিছু ভারতীয় খাবার খাব।'

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ আপাতত

এমনিতেই এফসি গোয়া ম্যাচে নেই তাঁর একাধিক অস্ত্র। প্রায় ঢালতরোয়াল ছাড়াই বুধবার তিনি দিল্লির উদ্দেশে দল নিয়ে রওনা দেবেন। দলের ১০ নম্বর পজিশনে খেলার জন্য সেরা দুই ফুটবলারই চোটের কবলে। গ্রেগ স্টুয়ার্ট জিপিএস ভেস্ট পরে পায়ের পেশির জোর বাড়ানো থেকে হালকা দৌড়োদৌড়ি করলেও দিমিত্রিস পেত্রাতোস মাঠে নেমেই দ্রুত সাজঘরে চলে গেলেন রিহ্যাব করতে। মোলিনা অবশ্য তাঁর হাতে যা আছে তাই দিয়েই ঘুঁটি সাজাতে চাইছেন। পরিবর্ত কে হতে পারে উত্তরে বলেছেন, 'সাহাল (আব্দুল সামাদ) এমন একজন ফুটবলার যে সব পজিশনৈ খেলতে পারে। দলে এরকম একজন থাকলে সুবিধা হয় এছাড়া মনবীর (সিং), লিস্টনদের (কোলাসো) মতো একাধিক ফুটবলার আছে, যারা বৃহস্পতিবার আমাদের জেতাতে পারে। যারা আছে তাদের নিয়েই ৩ পয়েন্টের লক্ষ্যে নামব।' দিমি-গ্রেগ ছাড়াও নেই আশিক করুনিয়ান। তাঁর চোট-প্রবণতায় বিরক্ত টিম ম্যানেজমেন্ট।

পাঞ্জাব এফসি-র হালও বিশেষ ভালো নয়। তারাও যে একাধিক ফটবলারকে এই ম্যাচে পাবে না, এটা জেনে খানিকটা স্বস্তিতে সবুজ-মেরুন শিবির। তবে প্রতিপক্ষ নয়, আপাতত মোলিনার মাথাব্যথা নিজের দলই।



হায়দরাবাদে বিয়ের অনুষ্ঠানে পিভি সিন্ধু ও ভেঙ্কট দত্ত সাই। মঙ্গলবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

জীবনে ভারসাম্য আনতে বিয়ে সিন্ধর

ভেঙ্কট দত্ত সাইকে বিয়ে করেন তিনি। জীবনের ভারসাম্য আনতে করেছেন দুইবারের অলিম্পিক

সদ্য विवाহवन्नतन আवन्न राय़ाष्ट्रन कार्ष्ट विवार्ट्य वर्ष जीवतन वालामा व्यनुकृष्टि राष्ट्र। ভারতের তারকা শাটলার পিভি ভারসাম্য আনা। ভারসাম্য ফিরলে সিন্ধু। ২২ ডিসেম্বর প্রেমিক ব্যাডমিন্টন কোর্টে আরও ভালো পারফরমেন্স করতে পারব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'সর্বেচ্চি বিয়ের সিদ্ধান্ত, এমনটাই দাবি পর্যায়ে পারফরমেন্স করতে গেলে আনতে চেয়েছিল। আমরা দইজনে পরিবারের সমর্থন প্রয়োজন। জানি, এটা সঠিক পদক্ষেপ।'

হায়দরাবাদ, ২৪ ডিসেম্বর: পদকজয়ী। সিন্ধু বলেছেন, 'আমার জীবনের নতুন অধ্যায় নিয়ে

এদিকে, সিন্ধুর স্বামী ভেঙ্কট দত্ত বলেছেন, 'সিন্ধুর মনে হয়েছে এটাই বিয়ের জন্য সঠিক সময়। অলিম্পিকের পর জীবনে ভারসাম্য

দাপটে সিরিজ জয় হার্লিন-স্ম

ওয়েস্ট ইন্ডিজ- ২৪৩ (৪৬.২ ওভার)

ভদোদরা, ২৪ ডিসেম্বর : এক ম্যাচ বাকি থাকতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ জিতে নিল ভারতীয় দল। মহিলাদের একদিনের আন্তজাতিক ক্রিকেটে ভারতীয় দল নিজেদের সর্বাধিক রানের রেকর্ড স্পর্শ করে হার্লিন দেওল-প্রতীকা রাওয়ালরা কাজ অনেকটাই এগিয়ে রেখেছিলেন। সালে পোচেফস্ট্রুমে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৫৮/২ স্কোরের পর মঙ্গলবার ভারতীয় দল ৫ উইকেটে ৩৫৮ রান করে।

ওপেনিং জুটিতেই স্মৃতি মান্ধানার (৪৭ বলে ৫৩) সঙ্গে ১১০ রান তুলে প্রতীকা (৮৬ বলে ৭৬) ক্যারিবিয়ান বোলারদের ব্যাকফুটে ঠেলে দেন। সেখান থেকে তাদের ফেরত আসার সুযোগ দেননি হার্লিন (১০৩ বলে



১১৫)। ওডিআই কেরিয়ারের প্রথম *প্রথম শতরানের জন্য হার্লিন দেওলকে অভিনন্দন জেমিমা রডরিগেজের।* রানে অল আউট হয়।

শতরানের পথে বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ১৬টি বাউন্ডারি আসে তাঁর ব্যাট থেকে। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না জেমিমা রডরিগেজও। ৩৬ বলে তাঁর অবদান ৫২ রান। টপ অর্ডারের সবাই রান পেয়ে যাওয়ায় রিচা ঘোষ (অপরাজিত ১৩) মাত্র ৬ বল খেলার সুযোগ পেয়েছেন।

পাহাড় প্রমাণ রানের চাপে ৬৯/৪ হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ থেকেই হারিয়ে যায়। অধিনায়ক হেইলি ম্যাথিউজ (১০৬) পালটা দেওয়ার চেষ্টা করলেও উলটো দিক থেকে কোনও সাহায্য পাননি। একমাত্র শেমাইন ক্যাম্পবেলের (৩৮) সঙ্গে ম্যাথিউজের ১১২ রানের জুটিটা বাদ দিলে প্রিয়া মিশ্র (৪৯/৩), প্রতীকা (৩৯/২), দীপ্তি শর্মা (৪০/২), তিতাস সাধুদের (৪২/২) বোলিংয়ে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৪৬.২ ওভারে তারা ২৪৩



আমূল দুধ ভালোবাসে ইক্ডিয়া





REFRIGERATOR

OLG SAMSUNG GRAY Worked Hole

Panasonio II'B + solot [Austres

#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹5,000 per card; Also valid on EMI Trxns; Validity: 17 Dec 2024 - 05 Jan 2025, T&C Apply.

Ph: 98742 33392

GEYSER

OBAM DECE HAVELS @Smith

COOCHBEHAR Ph: 9147417300 LED TV



EMI Starting 7888 CHRISTMAS GIFT

FREE BLUETOOTH SPEAKER Worth : 1,999

CHIMNEY BOSCH GFABER KUTCHINA GIEN IFB

Feather Touch Control Cimney EMI Starting ₹1,266

1350 Suc+Motion Sensor +

CHRISTMAS GIFT FREE 3 BB GLASS COOKTOP Worth 7 6,990

CHRISTMAS GIFT FREE HAIR DRYER Worth : 3,999 SAMSUNG

Ph: 9147393600

50%

FREE Neck Band With Every Mobile

IN THERETO SAMSUNG

Holet wayou II'II

AIR CONDITIONER

EMI Starting ₹1,999

S24 8/256GB ₹ 67,999 iPhone 16 128GB EMI 2,834 ₹ 76,900 EMI 3,304

FREE BIRIYANI POT Worth + 2,499 vivo

EMI Starting 71,999

CHRISTMAS GIFT

Ph: 9874287232

X 200 12/256 ₹ 65,999 EMI 2,749 INSTANT CASHBACK

10% on CC

m

50%

Note 14 Pro 8/128 ₹ 24,999 EMI 2,084 MINSTANT CASHBACK

Ph: 9874241685

WASHING MACHINE

EMI Starting **₹888**

CHRISTMAS GIFT

SAMSUNG &LG # BOSCH IFB Whiteled Business Golden Panasonic Holes

FREE morphy nchords 1000 WATT IRON Worth + 1,295

CHRISTMAS

SPECIAL **GET Sennheiser**

+Pendrive

i5 12th GEN 8 GB RAM 512 GB SSD ₹ 47,900

CASHBACK ₹ 2,000 on CC

Headphones + HP Mouse

worth = 6,999 @ = 2,500 FREE

Transfer & Backup Services DØLL

3 12th GEN 8 GB RAM 512 GB SSD ₹ 37,900 CASHBACK ? 1,000 on CC



15/1, Pranth Pally

Ph: 98742 49132

CUSTOMER CARE NO.

9 43020

50%

BUY24X7@khoslaonline.com

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED HDFC AXX BANK OSBI HSBC (Scondard

citibank (7 ICICI Bank (2) kotak (3)

Scan to locate you nearest



*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount.